দ্য ভয়েস অব
ওয়াদি
শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

Vol:8 Issue:06 The Voice Of Wadi RNI No.WBBEN/2014/56111 | ৬ জমাদিউস সানি ১৪৪৪ হিজরি ৩০ ডিসেম্বর ২০২২ ১৪ পৌষ ১৪২৯ শুক্রবার | অষ্টম বর্ষ | Postal Regn. No.:WB/TMK-49 অনুদান ৫ টাকা

আইমাতে যোগ একঝাঁক তৃণমূলকর্মীর

রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন আসন্নপ্রায়। অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন পুরোপুরি তৈরি এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য। ইতিমধ্যে আইমার কর্মীদের লাগাতার প্রচার ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের নেতানেত্রীদের মনে। ফলে রাজনৈতিক দিক থেকে আইমার মোকাবিলা না করতে পেরে তাঁরা আইমা এবং এই সংগঠনের সুপ্রিমো পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের বিরুদ্ধে ব্যক্তি কুৎসায় মেতে উঠেছেন।

বিস্তারিত ৩-এর পাতায়

আইমার ‘পাখির চোখ’ পঞ্চায়েত ভোট

ভোট দিন সংগঠনকে দেখে: সৈয়দ রুহুল আমিন

নিজস্ব প্রতিনিধি: আগামী বছরের গোড়ার দিকেই রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা। ফলে এই নির্বাচনকেই পাখির চোখ করে এগোতে চাইছে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন। আইমা সমর্থিত প্রার্থীরা ত্রিস্তরীয় এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে আগেই ঘোষণা করেছিলেন আইমা সুপ্রিমো। এবার যুব সম্মেলনের মঞ্চ থেকে পঞ্চায়েত নির্বাচনের সুর বেঁধে দিলেন তিনি।

গত ২৬ ডিসেম্বর পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সুতাহাটার সুবর্ণ জয়ন্তী ভবনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের যুব সম্মেলন। জেলার হলদিয়া, মহিষাদল ও নন্দকুমার—এই ৩টি বিধানসভা কেন্দ্রকে নিয়ে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আসন্ন ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে আইমা যুব-র ডাকে প্রথম পর্বের এই সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন

সাহেব। এছাড়াও ছিলেন সংগঠনের নানা স্তরের নেতৃবৃন্দ এবং আইমার বিভিন্ন ইউনিটের যুব প্রতিনিধিরা। এই যুব সম্মেলনের মঞ্চ থেকে আইমা সুপ্রিমো জানান, রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে এই নির্বাচন অত্যন্ত কঠিন হতে চলেছে। কারণ, বিনা লড়াইয়ে ভোটের ময়দানে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়বেন না আইমার কর্মীরা। তিনি বলেন, ‘‘আমরা সত্যের প্রতিনিধিত্ব করতে এসেছি। সত্যকে সঙ্গে নিয়ে ন্যায় এবং অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য করতে এসেছি আমরা।’’ এই মুহূর্তে রাজনৈতিক লড়াইয়ে ময়দানে নেমে সরাসরি অংশগ্রহণ করা ছাড়া কোনও গতি নেই বলে মত

- বামেদের পর তৃণমূলের ‘ধাপ্পা’ বুঝতেও দেরি করে ফেলছে সংখ্যালঘুরা।
- তৃণমূল-বিজেপি সেটিং করে চলছে।
- আইমার প্রার্থী বাছাইয়ে যুবকর্মীদের প্রাধান্য।

তাঁর। কারণ, মিথ্যা, নোংরামি আর দুর্নীতিতে ভরে গিয়েছে রাজনীতির আঙিনা। সেখানে যতক্ষণ না সত্যের পদচারণা ঘটছে ততক্ষণ এই দুর্নীতি রোখা যাবে না। মুসলিম জাতি যেদিন থেকে নিজেদের ইতিহাস ভুলতে শুরু করেছে সেদিন থেকেই তাদের পতন শুরু হয়েছে।

এর পর দুয়ের পাতায়

ভাইজানের হাতকে শক্ত করাই লক্ষ্য যুব নেতাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: সুতাহাটার সুবর্ণ জয়ন্তী ভবনে অনুষ্ঠিত আইমার জেলা যুব সম্মেলনে আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান একদিকে যখন পঞ্চায়েত নির্বাচনের সুর বেঁধে দিলেন, অন্যদিকে সেই নির্বাচনী সুর ধরেই অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য যুব সম্পাদক হাজি আবদুল মাজেদ এবং হলদিয়া সাব ডিভিশনাল আইমা অফিসের যুবনেতা সেখ আবদুল সেলিমের মতো নেতৃত্ব তুলোধোনা করলেন রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে। অন্যদিকে আইমার যুবনেতা সাদ্দাম আলি খান, সেখ কুতুবুদ্দিন, সেখ বাকিবিল্লা, সেখ মহাম্মদ হোসেন, সেখ সারুক প্রমুখ শাসক তৃণমূলের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসে উঠলেন। তাঁদের প্রত্যেকের বক্তব্যের মূল কথা ছিল, আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে আইমা সমর্থিত প্রার্থীদের জয়ী করতে হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ২৬ ডিসেম্বর সোমবার সুতাহাটায় পূর্ব মেদিনীপুর জেলা যুব সম্মেলনের

> ‘‘মানুষকে ভরসা দিতেই আইমার রাজনীতিতে আসা।’’
> —*হাজি আবদুল মাজেদ*
> (যুব সম্পাদক)

আয়োজন করেছিল অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন। এই সম্মেলনের মঞ্চ থেকেই বক্তব্য রাখেন আইমার একাধিক যুব সদস্য। হলদিয়ার দাপুটে যুবনেতা সেখ আবদুল সেলিম বলেন, ‘‘অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে যদি আমরা অপরাধী হই তবে এই অপরাধ করতে আমরা বার বার রাজি আছি। আমাদের সংগঠন সবসময় আমাদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে শিখিয়েছে। ফলে যেখানেই অন্যায় দেখব সেখানেই আমরা প্রতিবাদ জানাব।’’ প্রসঙ্গত, যুব সম্মেলনের এদিনের মূল অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন সেলিম সাহেব।

অন্যদিকে সোশ্যাল মিডিয়ার সক্রিয় সদস্য সাদ্দাম আলি খান বলেন, ‘‘পঞ্চায়েত ভোট সাধারণত স্থানীয় বিষয়ের ওপর নির্ভর করে হয়। আমরা সেই ইস্যুগুলোকে তুলে ধরেই শাসকদলের মুখোশ খুলে দেব।’’ যুব সমাজকে এক হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আহ্বান জানান তিনি।

আইমার আর এক যুব সদস্য সেখ বাকিবিল্লা মন্তব্য করেন, যুবক হল একটি আবেগের নাম, একটি ভালোবাসার নাম, একটি ভ্রাতৃত্বের নাম। তাই এই যুবকদের নিয়েই আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের দেখানো পথে বাংলাকে স্বচ্ছ করার অভিযানে নামতে হবে। ভিক্ষা নয়, ছিনিয়ে নিতে হবে অধিকার।

‘‘আমরা যদি আইমাকে ভালোবাসি, এই সংগঠনে সময় দিই, তাহলে ভাইজানের নেতৃত্বে বাংলার মানুষ একটা দিশা খুঁজে পাবে।’’ বক্তব্য সংগঠনের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক মোজাম্মেল হোসেনের।

এর পর দুয়ের পাতায়

এক ঝলকে

চিনে করোনায় ভয়ঙ্কর অবস্থা

● বেড তো দূরের কথা, হাসপাতালের মেঝেতেও তিল ধারণের জায়গা নেই। যত রোগীর চাপ বাড়ছে, ততই বেহাল অবস্থা হচ্ছে হাসপাতালগুলির। রীতিমতো ধুঁকছে চিনের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো। লাগামছাড়া করোনা সংক্রমণ বাড়তেই হাসপাতালগুলির এমন অবস্থা হয়েছে যে রোগীদের হাসপাতালের বাইরের বেঞ্চেও জায়গা করে দেওয়া হচ্ছে। এমন দৃশ্যই ধরা পড়েছে চিনের হেবেই প্রদেশে। সেখানের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো এতটাই ভেঙে পড়েছে যে করোনা আক্রান্ত রোগীদের আর হাসপাতালে জায়গা হচ্ছে না।

বিস্তারিত ২-এর পাতায়

শুভেন্দুকে আর ভয় পাচ্ছে না

● নন্দীগ্রামের ভেটুরিয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচনে জয়ের পর বিরোধী দলনেতার কেন্দ্রে বাড়তি অক্সিজেন পেয়েছে রাজ্যের শাসক দল। মঙ্গলবার নির্বাচনে জেতার ফলস্বরূপ ধন্যবাদ জ্ঞাপন সভার আয়োজন করে তৃণমূল। এর আগে গত বিধানসভা নির্বাচনে এই আসনেই মুখ্যমন্ত্রীকে পরাস্ত করেছিলেন বিজেপি বিধায়ক। আসলে সাম্প্রদায়িক বিভাজনকে হাতিয়ার করেই বিজেপি শক্তি বাড়িয়েছিল, এখন আর সেই পরিবেশ বা পরিস্থিতি নেই।

বিস্তারিত ৫-এর পাতায়

পৃথিবী কীভাবে মারা যাবে?

● একটা সময় এমন আসতে পারে যখন পৃথিবী মারা যাবে! কিন্তু তা কী করে সম্ভব? সেই সত্য জানতে মহাকাশ বিজ্ঞানীদের চেষ্টার অন্ত নেই। আর সেই অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার মধ্যেই জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা খুঁজে পেয়েছেন এমন একটি গ্রহ, যা দেখে তাঁরা পৃথিবীর শেষ সময় অনুধাবন করতে পারেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মহাকাশে এমন একটি এলিয়েন গ্রহের সন্ধান পেয়েছেন, যা ক্রমশ সূর্যের দিকে সরে যাচ্ছে। আর তা দেখেই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ জানার চেষ্টা করছেন বিজ্ঞানীরা।

বিস্তারিত ৭-এর পাতায়

হাড় কাঁপানো শীতেও খামতি নেই উদ্দীপনায়। বর্ষবরণের উৎসবে মাতোয়ারা রাশিয়ার গ্রজনি। এখানকার তাপমাত্রা বর্তমানে মাইনাস ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

তৃণমূল থেকে এলে সন্দেহ হয় দিলীপের

নিজস্ব প্রতিনিধি: শুভেন্দু অধিকারীর পদক্ষেপকে এখনও সরাসরি মানতে পারছেন না দিলীপ ঘোষ। তাই ডিসেম্বর-ধামাকা নিয়ে সাসপেন্স তৈরিকে কটাক্ষের পর দলবদল নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করে ফেললেন বিজেপির কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তৃণমূলের দলবদলু নেতাদের নিয়ে তাঁর সন্দেহ হয় বলে সোজসাপ্টা জানিয়ে দিলেন তিনি।

কিছুদিন আগেই রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দুর সেই তারিখ -রাজনীতিকে কটাক্ষ করেছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ। কিন্তু কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বাংলায় আসার আগে শুভেন্দু-দিলীপের এই তরজা খানিক বন্ধ ছিল। এবং সখ্যতার বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু তা যে শুধু লোকদখানো দিলীপের কথায় ফের স্পষ্ট হয়ে গেল।

বীরভূমে অনুব্রত ঘনিষ্ঠ দলত্যাগী

অনুব্রত-ঘনিষ্ঠের যোগদানকে কটাক্ষ

নেতা বিপ্লব ওঝা শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে যোগ দিয়েছেন বিজেপিতে। সকালে তৃণমূল ত্যাগের পর বিকেলেই নলহাটিতে শুভেন্দুর সভায় হাজির হয়ে বিজেপির পতাকা তুলে নিয়েছেন বিপ্লব। আর তাঁর যোগদানের পরই নাম না করে তোপ দাগলেন দিলীপ ঘোষ। উস্কে দিলেন তৃণমূল ভেঙে রাজ্য বিজেপিকে শক্তিশালী করার পুরনো কৌশলকে। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচন থেকে শুরু করে ২০২১-এর বিধানসভা ভোট পর্যন্ত তৃণমূলের ঘর ভেঙে বহু নেতা-নেত্রীকে নিজেদের দলে টেনেছিল বিজেপি। কিন্তু আখেরে কোনও লাভ হয়নি। ২০১৯-এ চমকপ্রদ রেজাল্ট করলেও ২০২১-এ তৃণমূলকে ভেঙেও মুখ থুবড়ে পড়তে হয়েছিল বিজেপিকে। বাংলার নির্বাচনে বিপুল জয় তুলে নিয়েছিল তৃণমূল। তারপর২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের পর ঘরওয়াপসির ঘা এখনও দগদগে বিজেপিতে। তাই দলবদলু তৃণমূলীদের নিয়ে সন্দেহ করাই স্বাভাবিক।

এর পর দুয়ের পাতায়

পাহাড়ে পালাবদলের দিনেই ঝটকা তৃণমূলে

দল ছাড়লেন গোর্খা-নেতা বিনয় তামাং

নিজস্ব প্রতিনিধি: দার্জিলিং পুরসভায় পালাবদলের দিনেই ঝটকা খেল তৃণমূল কংগ্রেস। পাহাড়ে পালাবদলে যেদিন তৃণমূল জোটের হাতে দার্জিলিংয়ের ক্ষমতা এল, সেদিনেই দল ছাড়লেন জিটিএর প্রাক্তন চেয়ারম্যান বিনয় তামাং। বুধবার প্রেস বিবৃতির দিয়ে তিনি জানালেন, তৃণমূলের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করলাম। পাহাড়ে গণতন্ত্র বিপন্ন। গণতন্ত্র ফেরাতে রক্ত ঝরাতেও তিনি তৈরি।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তিনি তৃণমূলের সঙ্গে জোট করে লড়েছিলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা সুপ্রিমো হিসেবে। তারপর তিনি গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা ছেড়ে সরাসরি যোগ দেন তৃণমূল কংগ্রেসে। ২০২১-এর ২৪ অক্টোবর তিনি বাংলার শাসকদলে যোগ দেন। দার্জিলিং পুরসভা নির্বাচনে এবং জিটিএ নির্বাচনে দলকে নেতৃত্ব দেন তিনিই। জিটিএ নির্বাচনে অনীত থাপার ভারতীয় গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা জয়ী হয়। তাদের সহযোগী হিসেবে তৃণমূলের বিনয় তামাংয়ের ভূমিকও জিটিএ-তে ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু মোহভঙ্গ ঘটে তারপরই। পাহাড়ে ফের গোর্খাল্যান্ডের দাবি উঠে পড়ে। সম্প্রতি গোর্খাল্যান্ডের দাবিকে সামনে রেখে এক মঞ্চে আসেন বিমল গুরুং, বিনয় তামাং ও অজয় এডওয়ার্ড।

এদিন আবার দার্জিলিং পুরসভা হাতছাড়া হয় অজয় এডওয়ার্ডের হামরো পার্টির। হামরো পার্টির হাত থেকে অনীত থাপার গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা ও তৃণমূল জোটের হাতে যায়। আর আস্থা ভোটের খানিক পরেই তৃণমূলকে বড় ধাক্কা দিয়ে দল ছাড়ার কথা ঘোষণা করেন বিনয় তামাং। পুরসভার ক্ষমতা দখলের দিনেই এই ধাক্কা একেবারেই অনভিপ্রেত ছিল তৃণমূলের কাছে। তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করার কারণ হিসেবে বিনয় তামাং জানান, পাহাড়ে অশান্তির বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। গণতন্ত্র বিপন্ন হয়ে রয়েছে। তাই পাহাড়ে গণতন্ত্র ও শান্তিপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই মর্মে তিনি একাধিকবার চিঠি দিয়েছিলেন নবান্নে। কিন্তু তৃণমূল বা তৃণমূল সরকারের তরফে কোনও জবাব তিনি পাননি। তাই তিনি তৃণমূল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

এর পর দুয়ের পাতায়

রাহুলের পরিক্রমায় সেই ৯০-এর ‘যুবক’

হেঁটেছিলেন গান্ধীজির সঙ্গেও

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতকে এক সূত্রে গাঁথতে রাহুল গান্ধী নেমেছেন পথে। ভারত জোড়ো যাত্রায় কন্যাকুমারী থেকে শুরু করে তিনি ইতিমধ্যে আট রাজ্য অতিক্রম করে পৌঁছে গিয়েছেন রাজধানী দিল্লিতে। তাঁর এই যাত্রাপথে তিনি অনেক গুণীজনকে পাশে পেয়েছেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এক নবতীপর ‘যুবক’। তিনি কংগ্রেসের পতাকা হাতে স্বাধীনতা আন্দোলনে হেঁটেছিলেন জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে মিছিলে। আজ তিনি রাহুল গান্ধীর সঙ্গেও হাঁটছেন। সেদিনের কিশোর আজ ৯০ পেরিয়েছেন। কিন্তু এখনও তাঁর প্রাণে রয়েছে যৌবনের উদ্যম। আজও তিনি রাহুল গান্ধীর সঙ্গে পা মিলিয়ে হেঁটে চলেছেন ভারত জোড়ো যাত্রায়। রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো যাত্রা রাজধানী দিল্লিতে পৌঁছনোর দিন পা মেলান সোনিয়া গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। কমল হাসানও পা মেলান রাহুলের সঙ্গে। কিন্তু এদিন রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো যাত্রায় যে ব্যক্তিত্বের

কথা সামনে আসে, সেই নবতীপর যুবকই প্রচারের আলোয় চলে আসেন সবাইকে ছাপিয়ে। স্বাধীনভারত তো বটেই বিশ্বের ইতিহাসে দেশের সংহতি ও সম্প্রীতি রক্ষায় এটি দীর্ঘতম যাত্রা। এত বড় যাত্রা এর আগে হয়নি। ভারতের প্রখ্যাত ব্যক্তিরা হেঁটেছিলেন রাহুল গান্ধীর সঙ্গে। বিশিষ্ট আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ থেকে শুরু করে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন গভর্নর রঘুরাম রাজন ও সংস্কৃতি জগতের বহু পরিচিত মুখও রাহুলের ভারত জোড়ো যাত্রায় অংশ নেন। তবে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে স্বাধীনতা আন্দোলনে হাঁটা ৯০ বছরের করুণা মিশ্র সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে নেন। তাঁর উপস্থিতি সবাইকে ছাপিয়ে যায় এদিন। স্বাধীনতার লড়াইয়ে তিনি যখন মহাত্মা গান্ধীর ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৪। এখন তিনি ৯০। এখনও তিনি হাঁটছেন এদেশের সংহতি রক্ষা করতে।

এর পর দুয়ের পাতায়

সন্তান আপনার, প্রকৃত দ্বীনদার মানুষ করে গড়ে তোলার দায়ীত্ব আমাদের-

ভর্তি চলিতেছে

২০২৩ শিক্ষাবর্ষে তৃতীয় শ্রেনী হইতে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত বালক ও নবম শ্রেণী পর্যন্ত বালিকাদের (আবাসিক) ভর্তি চলিতেছে।

ভর্তি চলিতেছে

সম্পূর্ন দ্বীনি শিক্ষা আলিমাত সহ উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত আধুনিক আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

ফাতিমাতুয যাহরা (রঃ) গার্লস মাদ্রাসা একাডেমি (উঃমাঃ-আবাসিক)
Estd.-2003
Regd. No.- V.IV.201/139.
রণমহল, ধূলাসিমলা, উলুবেড়িয়া, হাওড়া
ও দ্বীনিয়াত ক্রিয়েটিভ স্কুল (বালক, তৃতীয় শ্রেণী হইতে ষষ্ঠ শ্রেণী ও হিফজ বিভাগ)

আমাদের বিশেষত্ব-

- প্রাচীর ঘেরা সবুজ, শান্ত ও নির্মল পরিবেশ C.C.TV. দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
- আধুনিক যুগোপযোগী করে তোলার জন্য কম্পিউটার শিক্ষার ব্যবস্থা।
- প্রশস্থ শ্রেণীকক্ষ ও মার্জিত থাকার ব্যবস্থা।
- অভিজ্ঞ শিক্ষিকা দ্বারা শরীর চর্চা ও শারীরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- বিশুদ্ধ পানীয় জলের সু-ব্যবস্থা।
- স্বাস্থ্য শিবিরের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য-পরীক্ষার ব্যবস্থা।
- নিয়মিত পঠন-পাঠনের অবসরে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- দ্বীনি শিক্ষা আলিম কোর্স সহ পঃবঃ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের পাঠক্রম অনুযায়ী পঠন-পাঠন।
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা মন্ডলী দ্বারা শিক্ষাদান।
- বিশুদ্ধ উচ্চারণে পবিত্র কোরআন পাঠ ও ইসলামের মৌলিক শিক্ষাদান।
- ইংরাজী, অঙ্কসহ বিজ্ঞান ও আরবী বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া।
- ধর্মীয়, মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষার মধ্যদিয়ে জ্ঞানচর্চায় সমৃদ্ধ করা।
- ইংরাজীতে সাবলীলভাবে কথা বলার প্রশিক্ষণ।
- অনাথ ও দুঃস্থ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ সুযোগ দেওয়া।

আবাসিক ভবন (বালিকা)

আবাসিক ভবন (বালক)

২০২২ সালের মাধ্যমিকের ফলাফল
মোট পরীক্ষার্থী- ১৩ জন
৭ জন- ৯০%,
৬ জন- ৮০%

২০২২ সালের উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল
মোট পরীক্ষার্থী- ৩ জন
সৌদা খাতুন ও সুমাইয়া খাতুন-৪৪৮ নং (৮৯.৬%)
ফতেমা খাতুন- ৪১১ নং (৮২.২%)

Contact Us-
সম্পাদক-
মুফতি মুজিবুর রহমান, মোঃ ৯৮৩৬১৬৬৭৭৪
ডাইরেক্টর-
মুহাঃ শাহিদুল্লাহ, মোঃ ৯০৩৮১০৭৪৪৬

পথ নির্দেশ ঃ গাদিয়াড়া-ধর্মতলা (C.T.C.), কমলপুর-বারাসাত, গাদিয়াড়া-বসিরহাট, বারাসাত-নিউটাউন বাসে অথবা মেদিনীপুর-খড়গপুরগামী যেকোন লোকাল ট্রেনে উলুবেড়িয়া স্টেশনে নেমে অটোতে বা বাসে চেপে মাঝিপাড়া স্টপেজে নেমে পশ্চিম দিকে ২ মিনিটের হাঁটাপথ মাত্র।

বিঃ দ্রঃ- দূরবর্তী জেলার ছাত্র-ছাত্রীরা ফোন মারফৎ ফর্ম ফিলাপ করিতে পারিবেন

দ্য ভয়েস অব ওয়ার্ল্ড

আর একটা যুদ্ধ?

৭১ যুদ্ধবিমান ৭ জাহাজ পাঠাল চিন!

বেজিং: চিন-তাইওয়ান টেনশন বহুদিনেরই। তবে, গত এক বছরে, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের আবহে সেটি বেড়েছে। দুদেশের মধ্যে নানা টানাপোড়েন দেখা গিয়েছে। এর মধ্যে বছরের শেষ লগ্নে তাইওয়ানকে ঘিরে আবার 'সামরিক আগ্রাসন' শুরু করল চিন। জানা গিয়েছে, তাইওয়ানের দিকে ৭১টি যুদ্ধজাহাজ ও ৭টি জাহাজ পাঠিয়েছে তারা। এগুলির মধ্যে কিছু জাহাজ ইতিমধ্যে তাইওয়ান প্রণালী পেরিয়েও গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

কদিন আগেই সামরিক খাতে ব্যয়বরাদ্দ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তাইওয়ানের জন্য আলাদা করে অর্থবরাদ্দের কথাও তখন ঘোষণা করেছিল পেন্টাগন। আমেরিকার এই সিদ্ধান্ত মোটেই ভালো চোখে দেখছে না চিন। চিনা সেনার পূর্বাঞ্চলীয় কম্যান্ডের মুখপাত্র বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছিলেন, তাইওয়ানকে নিয়ে আমেরিকার প্ররোচনা ভালো ভাবে নিচ্ছে না চিন। আর সেই বক্তব্যের পরেই তাইওয়ানকে কেন্দ্র করে সামরিক টহলদারি এবং সামরিক মহড়া চালানোর কথা ঘোষণা করে চিন।

তাইওয়ানকে অখণ্ড চিনের অংশ মনে করে বেজিং। এদিকে, আনুষ্ঠানিকভাবে না হলেও তাইওয়ানকে স্বতন্ত্র দেশের মর্যাদাই দিয়ে থাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তবে তাদের সামরিক বাজেটে তাইওয়ানের জন্য অর্থ বরাদ্দ করার সিদ্ধান্তকে চিনের সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ হিসেবেই দেখছে চিন। তাইওয়ানের স্বাধীনতার পক্ষে আমেরিকার এই আচরণকে একরকম 'মদত' হিসেবেই দেখছে চিন। আর সেই মদতের বিরুদ্ধেই তাইওয়ানকে ঘিরে চিন তাদের সামরিক মহড়া চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। গত অগাস্টে আমেরিকার হাউস অফ রিপ্রেজেন্টিটিভসের স্পিকার ন্যান্সি পেলোসির তাইওয়ান সফর নিয়ে উত্তপ্ত হয়েছিল চিন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক। সেই সময়েও এক মাসের বেশি সময় ধরে তাইওয়ান প্রণালীতে সামরিক মহড়া চালিয়ে গিয়েছিল চিন।

উপচে পড়েছে আইসিইউ, করোনায় ভয়ঙ্কর অবস্থা চিনে

বেজিং: বেড তো দূরের কথা, হাসপাতালের মেঝেতেও তিল ধারণের জায়গা নেই। যত রোগীর চাপ বাড়ছে, ততই বেহাল অবস্থা হচ্ছে হাসপাতালগুলির। রীতিমতো ধুঁকছে চিনের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো । লাগামছাড়া করোনা সংক্রমণ বাড়তেই হাসপাতালগুলির এমন অবস্থা হয়েছে যে রোগীদের হাসপাতালের বাইরের বেঞ্চেও জায়গা করে দেওয়া হচ্ছে। এমন দৃশ্যই ধরা পড়েছে চিনের হেবেই প্রদেশে। সেখানের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো এতটাই ভেঙে পড়েছে যে করোনা আক্রান্ত রোগীদের আর হাসপাতালে জায়গা হচ্ছে না। ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে সমস্ত রোগীদের। যাদের অন্যত্র নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না, তাদের হাসপাতালের করিডরে রাখা বেঞ্চে বা মেঝেতে বিছানা করে চিকিৎসা চলছে।

নতুন বছরের শুরুটা ভালো হবে না চিনের জন্য। আগেই মিলছে তার আভাস। করোনার সুনামি শুরু হয়েছে চিনে। হু হু করে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ। দৈনিক লক্ষাধিক মানুষ করোনা আক্রান্ত হচ্ছেন। প্রাণও হারাচ্ছেন অনেকে। এই পরিস্থিতিতে আরও উদ্বেগের কথা শোনাল বিশেষজ্ঞরা। জানালেন, আগামী বছরের জানুয়ারিতে আরও ভয়ঙ্কর অবস্থা হতে পারে চিনের। এই সময়ে সংক্রমণ শীর্ষে পৌঁছবে। অর্থাৎ নতুন বছরে চিনে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা কয়েক কোটিতে পৌঁছতে পারে। এই কঠিন পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করতে প্রস্তুত নয় চিনের স্বাস্থ্য দফতর, এমনটাও জানানো হয়েছে।

রবিবারই চিনের ন্যাশনাল হেলথ কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, এবার থেকে আর সরকারের তরফে দৈনিক করোনা আক্রান্তের নথি প্রকাশ করা হবে না। সরাসরি ন্যাশনাল হেলথ কমিশন এই তথ্য প্রকাশ করবে। তবে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা প্রকাশ করা হবে নাকি সাপ্তাহিক বা মাসিক আক্রান্তের নথি প্রকাশ করা হবে, সে বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি। এরফলে কয়েকশো

কোটি জনসংখ্যার দেশে কতজন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন, সে বিষয়ে সঠিকভাবে কোনও তথ্য জানা যাচ্ছে না। চিনের জেজিয়াং প্রদেশে বর্তমানে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা ১০ লক্ষ পার করেছে। আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যেই এই সংখ্যাটি দ্বিগুণ হয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। জানুয়ারির শেষভাগে সংক্রমণের প্রভাব আরও বাড়তে পারে। জেনঝাউ প্রদেশ, যা আইফোনের শহর হিসাবে পরিচিত সেখানের আইফোন কারখানার জন্য, সেখানেও জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে সংক্রমণ শিখরে পৌঁছবে। পাশের স্যানডং ও হুবেই প্রদেশেও একই সময়ে করোনা সংক্রমণ দুই বা তিনগুণ বেড়ে যাবে বলে জানানো হয়েছে।

বর্ষশেষে হঠাৎ চিনে এই করোনা বিস্ফোরণের কারণ হিসাবে দায়ী করা হচ্ছে ওমিক্রনের সাব ভ্যারিয়েন্ট বিএফ.৭-কে। এই নয়া ভ্যারিয়েন্টের প্রভাবেই চিনে দৈনিক করোনা আক্রান্তের সংখ্যা লাখ ছাড়িয়ে কোটিতে পৌঁছেছে। পাশাপাশি জিরো কোভিড নীতি শিথিল করাতেও বাড়ছে সংক্রমণ। দেশজুড়ে ক্রমবর্ধমান এই সংক্রমণের প্রভাবে বাড়ছে মৃতের সংখ্যাও। শ্মশানগুলিতে দেহ রাখার জায়গাটুকুও হচ্ছে না বলেই দাবি। যদিও চিনা সরকারের তরফে এই মৃত্যুর দাবিকে মান্যতা দেওয়া হচ্ছে না। সম্প্রতিই করোনায় মৃতদের চিহ্নিতকরণের নিয়মে পরিবর্তন আনে জিনপিং সরকার। জানানো হয়, করোনা আক্রান্তদের মধ্যে যাদের হার্ট ফেলিওরে মৃত্যু হবে, একমাত্র তাদেরই করোনায় মৃত বলে গণ্য করা হবে।

লকডাউন, কোয়ারেন্টাইনের নিয়ম প্রত্যাহার করতেই হু হু করে বেড়েছে সংক্রমণ। দেশজুড়ে সমস্ত হাসপাতালে উপচে পড়ছে রোগী। হেইএই শহরে একধাক্কায় অনেকটাই বেড়েছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। আইসিইউগুলিতে উপচে পড়ছে রোগী। হাসপাতালের করিডরগুলিতে রাখা হচ্ছে রোগীদের। সেখানে বিদ্যুৎ বা অক্সিজেনের ব্যবস্থাটুকুও নেই।

তাপমাত্রা মাইনাস ৪৮ ! 'বম্ব সাইক্লোন' আমেরিকায়

মেক্সিকো: তুষারঝড় 'বম্ব সাইক্লোন'-এ লন্ডভন্ড পূর্ব আমেরিকা। লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে নিউ ইয়র্কের বুফালো এলাকায়। তুষার ঝড়ের দাপটে একরকম বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে এই এলাকা। মারাত্মক প্রভাব পড়েছে বিদ্যুৎ পরিষেবার উপরে। প্রবল ঠান্ডার মধ্যেই বিদুৎ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দিন কাটাতে হচ্ছে হাজার হাজার মার্কিনীকে। রাস্তায় জমে গিয়েছে ৮ ফুট পুরু বরফ। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে মার্কিন প্রশাসন। শুরু হয়েছে বরফ কেটে রাস্তা পরিষ্কারের কাজ। পাশাপাশি চলছে দ্রুত বিদ্যুৎ পরিষেবা চালু করার চেষ্টা। বিদ্যুৎ চালু করতে না পারলে এবং তাপমাত্রার পারদ উর্ধ্বমুখী না হলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

মার্কিন প্রশাসন সূত্রে খবর, ১৯৭৭-র পর এতো বিধ্বংসী তুষারঝড় আর কখনও দেখেনি নিউ ইয়র্কের বুফালো। তুষারঝড়ের জেরে পূর্ব আমেরিকার প্রায় ২ লাখ বাসিন্দাকে বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায় অবস্থায় দিন কাটাতে হচ্ছে। বড়দিনের সকালে তুষারঝড় চলার সময় তাপমাত্রা নেমে গিয়েছিল মাইনাস ৪৮ ডিগ্রিতে। পরবর্তী সময়ে পারদ সামান্য উঠে দাঁড়ায় মাইনাস ৩৫ থেকে ৪০ ডিগ্রি। তুষারঝড়ের সময় গাড়ি নিয়ে যেতে গিয়েই ৩০ জনের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে মার্কিন প্রশাসন। সোমবার মৃতদেহগুলি গাড়ি থেকে

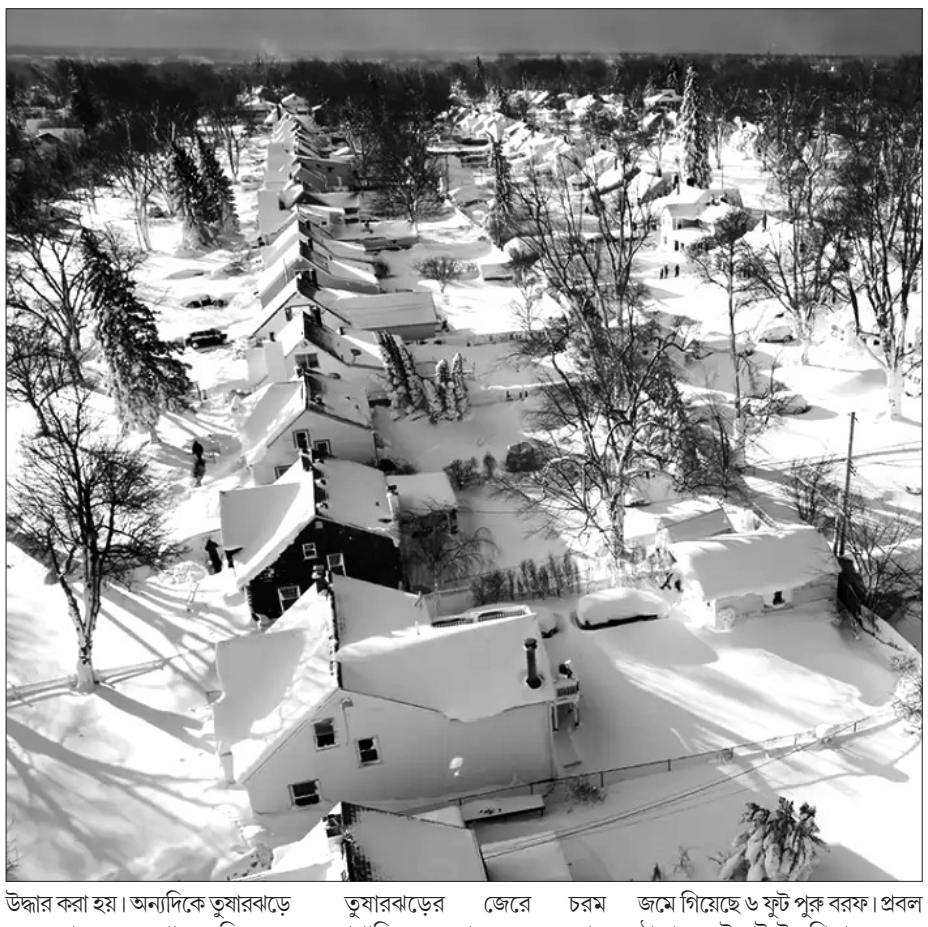

উদ্ধার করা হয়। অন্যদিকে তুষারঝড়ে ভেঙে পড়েছে বহু গাছ ও বিদ্যুতের খুঁটি। ছিঁড়েছে বিদ্যুতের তারও। এই প্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন নিউ ইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোচুল। তাঁর কথায়, ''এই তুষারঝড় মহাকাব্যিক। যা জীবনে একবারই আসে।

তুষারঝড়ের জেরে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন আম মার্কিনীরা। বড়দিন ও বর্ষবরণের জন্য অনেকেই আলোর মালায় সাজিয়েছিলেন বাড়ি। তুষারঝড় টুনি বালবের সেই ডেকোরেশনকে মুহূর্তে উড়িয়ে নিয়ে যায়। অন্যদিকে বাড়ির সামনে দাঁড় করিয়ে রাখা গাড়ির উপর জমে গিয়েছে ৬ ফুট পুরু বরফ। প্রবল ঠান্ডায় ফ্রস্ট বাইটের শিকার হচ্ছেন অনেকে।

উল্লেখ্য, সোমবার তুষারঝড়ের প্রকোপ কিছুটা কমলেও তা পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। এদিন ঘণ্টায় প্রায় ৬০ কিলোমিটার বেগে বয়ে গিয়েছে বাতাস।

'মেয়েরা না এলে ক্লাস বয়কট'

তালিবানি ফতোয়াকে চ্যালেঞ্জ আফগান ছাত্রদের

কাবুল: আফগানিস্তানের মহিলাদের আন্দোলনে এবার সামিল কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। ক্লাস বয়কট করে বিক্ষোভ শুরু করেন তাঁরা। পরীক্ষা না দিয়ে বেরিয়ে এলেন হল থেকে। রাজধানী কাবুল থেকে শুরু করে কান্দাহার— দেশের বিভিন্ন প্রদেশে দেখা গিয়েছে এই ছবি। চলতি মাসেই মেয়েদের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে আফগানিস্তানের তালিবান সরকার। এরই প্রতিবাদে দেশজুড়ে আন্দোলনে নেমেছে আফগানিস্তানের মেয়েরা। এবার তাঁদের সেই আন্দোলনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে থাকলে দেখা গেল আফগান পুরুষদেরও। আন্দোলনকারী ছাত্রদের সাফ বক্তব্য, অবিলম্বে আফগান তরুণীদের ক্লাসে ফেরাতে হবে। নইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে যোগ দেবেন না তাঁরাও। উল্লেখ্য, শিক্ষার দাবিতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এই আন্দোলন ইতিমধ্যেই সম্প্রচারিত হয়েছে স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমে। পাশাপাশি, আন্দোলনের ছবি ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়াতেও।

গত সপ্তাহের বৃহস্পতিবার থেকেই শিক্ষার দাবিতে পথে নামেন আফগানিস্তানের মেয়েরা। রবিবার সেই আন্দোলনে শামিল হয়ে স্লোগান দিতে দেখা যায় কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের। বিক্ষোভকারী এক ছাত্রের কথায়, ''হঠাৎ কেন আমাদের বোনেদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল? তালিবান সরকারের এই খামখেয়ালিপনা মানব না। যতক্ষণ না ছাত্রীরা ক্লাসে ফিরছে, ততক্ষণ বয়কট আন্দোলন চলবে। যেখানে নারী শিক্ষার কোনও জায়গা নেই, সেখানে আমারও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ নেব না।'' প্রসঙ্গত, তালিবানি ফতোয়ার পর মহিলাদের ক্যাম্পাসে ঢোকা বন্ধ করে দেয় আফগানিস্তানের নানগড়হার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। প্রতিবাদে সেখানকার পুরুষ পড়ুয়ারা পরীক্ষা বয়কট করেন। পরীক্ষার খাতা ছুড়ে ফেলে দিয়ে হল থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায় তাঁদের।

নানগড়হারের মতো একই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কান্দাহার বিশ্ববিদ্যালয়ও। সেখানেও শুরু হয়েছে প্রতিবাদ বিক্ষোভ। আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে নারী শিক্ষার দাবিতে ইতিমধ্যেই চাকরি থেকে গণইস্তফা দিয়েছেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা। এদের মধ্যে রয়েছেন ওবায়দুল্লা ওয়ারদক। কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ১০ বছর ধরে অধ্যাপনা করেছেন তিনি। অন্যদিকে পুরুষদের সমর্থন পেয়ে যাওয়ায় আন্দোলনের ঝাঁঝ বাড়াচ্ছেন আফগান তরুণীরাও। 'হয় সবার জন্য শিক্ষা, নইলে কারোর জন্যেই নয়', তালিবানের বিরুদ্ধে এই স্লোগান তুলেছেন তাঁরা। তালিবানের এই সিদ্ধান্তের চেয়ে তাঁদের 'মাথা কেটে নেওয়ায় ভালো ছিল', বলে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন আন্দোলনকারী আফগান মহিলারা।

নারী শিক্ষা ইস্যুতে আফগান তরুণীদের আন্দোলনে পুরুষদের এই যোগদানকে একরকম নজিরবিহীন বলেই উল্লেখ করেছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের দাবি, ইরানের হিজাব বিরোধী আন্দোলনের মতোই পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে হিন্দুকুশের কোলের এই দেশে। অন্যদিকে ক্ষমতায় আসার পর এই প্রথম বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ল তালিবান সরকার।

বিবিধ

আইমার পাখির চোখ পঞ্চায়েত ভোট

প্রথম পাতার পর

তারা ভেবেই নিয়েছে আলেমদের রাজনীতি করা উচিত নয়। ধর্ম নিয়ে চর্চা করাই তাঁদের একমাত্র কাজ। এই ভাবনাই মুসলিম জাতিকে আরও পিছিয়ে দিয়েছে, বলে মনে করেন আইমা সম্পাদক। তাঁর বক্তব্য, ''একুশের বিধানসভা ভোটের আগে থেকে মুসলিমদের মধ্যে বিজেপির ভয় দেখিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যজুড়ে এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করল, যাতে ৩০ শতাংশ মুসলিম ভোটের ২৬ শতাংশ তারাই পেল। আমরা কারা, আমাদের কী করা উচিত, সেসব ঠিক করে দিচ্ছেন তৃণমূল নেতারা। তাদের ঠিক করে দেওয়া জিনিস মাথা পেতে গ্রহণ করছি আমরা।''

প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী কেন এত ঘন ঘন মিটিং করছেন? এত ইডি-সিবিআই হচ্ছে, তার পরেও বড় বড় রাঘব বোয়ালরা জেলের বাইরে কেন? প্রশ্ন তোলেন সৈয়দ রুহুল আমিন। তাঁর অভিযোগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও নরেন্দ্র মোদীর মধ্যে গোপন বোঝাপড়া আছে। অথচ দুই নেতানেত্রীই প্রকাশ্যে একে অপরকে লোকদেখানো আক্রমণ করছেন। তাঁর আক্ষেপ, আজ যদি সৈয়দ রুহুল আমিনের সঙ্গে কোনও বিজেপি নেতার দেখা হয়ে যায়, তাঁরা পারস্পরিক সৌজন্য বিনিময় করেন, তাহলে রুহুল আমিনকে বিজেপির দালাল বলে দাগিয়ে দেওয়া হবে। অথচ নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ এবং আরএসএসের লোকদের সঙ্গে মমতার ঘন ঘন দহরম মহরম নিয়ে কেউ প্রশ্ন তোলেন না। কেউ বলেন না বিজেপির সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেটিং আছে। তাই আইমা সুপ্রিমোর পরামর্শ, সমস্যা বোঝার চেষ্টা করুন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুসলমানদেরকে হাতের তালুতে নাচাচ্ছেন আর বোকা বানাচ্ছেন। রবিবার বড়দিন বা ছট পুজো হলে সোমবার ছুটি ঘোষণা করা হয় রাজ্য সরকারের তরফ থেকে, কিন্তু রবিবার ইদ হলে রাজ্যের ৩০ শতাংশ মুসলিম পরের দিন ছুটি পান না। এটা কোনও মামুলি ব্যপার নয়। কারণ, তারা জানে কোনও মুসলিম এটা নিয়ে প্রশ্ন তুলবে না। মত আইমা সম্পাদকের।

ইউএসএফ গড়ে একুশের ভোটে লড়তে চেয়েও কেন লড়েননি? এই প্রশ্ন প্রায় শুনতে হয় আইমা সুপ্রিমোকে। এদিনের মঞ্চ থেকে তারও মোক্ষম জবাব দিলেন রুহুল সাহেব। রাজনীতি যারা বোঝে না, তাদের জন্য এই প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই বলে মত তাঁর। ওই সময় ইউএসএফ ভোটে লড়েনি বলেই আজ তার সুফল পাচ্ছে বলে জানান তিনি। রাজ্যের শাসকদলকে তাঁর হুঁশিয়ারি, পঞ্চায়েত নির্বাচনে যদি তৃণমূল আইমার ছেলেদের জন্য সমস্যা তৈরি করে তবে তারা ভাবতেও পারবে না সামনের লোকসভা বা বিধানসভার নির্বাচনে তাদের জন্য কী দুরবস্থা অপেক্ষা করছে! আগামী দিনে আইমার নেতৃত্ব হিসাবে যুবকদেরকেই তুলে আনা হবে এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনেই তাঁদের প্রার্থী করে এগিয়ে যাবে আইমা, এদিনের মঞ্চ থেকে বিরাট এই ঘোষণা করেন আইমা সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। সেইসঙ্গে তিনি জানান, ইতিমধ্যেই প্রার্থী বাছাইয়ের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। সবাইকে আইমা সমর্থিত প্রার্থীদের ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন জানান তিনি।

পঞ্চায়েতে কেন মতুয়া ভোটে পাখির চোখ তৃণমূলের

বিশেষ প্রতিনিধি: তৃণমূলের লক্ষ্য মতুয়া ভোট। ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে সিএএ-তাসকে হাতিয়ার করে তৃণমূলের বাক্স থেকে মতুয়া ভোট হরণ করে নিয়েছিল বিজেপি। একুশে তৃণমূল ঘুরে দাঁড়ালেও পুরোপুরি ফিরে পায়নি মতুয়া ভোট। ২০২৪-এ তা ফিরে পেতে পঞ্চায়েত ভোট থেকেই প্রচার-পরিকল্পনা তৈরি করছে তৃণমূল।

বামেদের ৩৪ বছরের শাসনে দেখা গিয়েছে সিপিএম-সহ বামদলগুলির পাল্লা ভারী ছিল উত্তর ২৪ পরগনায়। তারপর পরিবর্তনের আগে উত্তর ২৪ পরগনার দখল গিয়েছিল তৃণমূলের হাতে। তৃণমূল যখন সাফল্যের মধ্যগগনে বিরাজ করছে, তখন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার একাংশ বিজেপির দিকে ঘুরে গিয়েছে। মতুয়ারা ২০১৯ সাল থেকেই বিজেপির পাল্লাভারী করেছে। ২০২১-এর ভোটে উত্তর ২৪ পরগনা তৃণমূলের দিকে থাকলেও মতুয়া মহলে বিজেপিরই রাজ ছিল। বিজেপির সিএএ-তাসে প্রভাবিত হয়ে তৃণমূল-সঙ্গত্যাগ করেছিলেন যে মতুয়ারা, ২০২১-এও তাঁরা বিজেপির পক্ষেই ভোট দিয়েছেন। বনগাঁ সংগঠনিক জেলায় বিজেপি তৃণমূলকে টেক্কা দিয়েছে এই মতুয়া ভোটকে ভর করেই।

এই অবস্থায় ২০২৪-এর আগে তৃণমূল মতুয়া গড়কে পুনরুদ্ধার করতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছে। তাই তাঁরা উত্তর ২৪ পরগনা বনগাঁ এবং নদিয়ার রানাঘাটকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। আর সে জন্য

তারা জনসংযোগকেই প্রধান হাতিয়ার করছে এবার। পঞ্চায়েত ভোটের আগেই বনগাঁ সাংগঠনিক জেলাজুড়ে তৃণমূল বাড়ি বাড়ি প্রচারে জোর দিচ্ছে। নিয়মিত রোস্টার মেনে এই ডোর টু ডোর ক্যাম্পেন চলবে। মতুয়া অধ্যুষিত বনগাঁর বিস্তীর্ণ এলাকা চলে গিয়েছে বিজেপির দিকে। যেখানে মতুয়ারা রয়েছেন, সেখানে বিজেপির সিএএ-তাসে প্রভাবিত হয়ে তৃণমূল-সঙ্গ ছেড়েছেন তাঁরা। আর তৃণমূলের প্রভাব-প্রতিপত্তি কমেছে। যেমন বনগাঁয় ফ্যাক্টর হয়ে উঠেছে মতুয়া ভোট। তেমনই রানাঘাটেও ফ্যাক্টর মতুয়ারা।

তৃণমূলের এবার মূল লক্ষ উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ ও নদিয়ার রানাঘাটকে করায়ত্ত করা। সেই কারণেই পঞ্চায়েত ভোটের আগে থেকে তাঁরা ২০২৪-এর লক্ষ্য স্থির করেছে। এমন দুটি লোকসভা কেন্দ্রকে তারা টার্গেট করছে, যে দুটি কেন্দ্রই ২০১৯-এ জিতেছিল বিজেপি। এবং দুটি কেন্দ্রেই মতুয়া ভোট গিয়েছিল বিজেপির দিকে। তৃণমূল প্রথম টার্গেট মতুয়া-গড়ে কামব্যাক করা। সেই টার্গেট নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এগোচ্ছেন। এবার আসন্ন পঞ্চায়েত ভোট ও ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের আগে ভুল শুধরে মানুষের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করার কথা জানিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল মনে করছে কিছু নেতার আচরণে মানুষ সরে গিয়েছেন তাদের দিক থেকে। তাই সবার আগে আচরণ ঠিক করতে হবে। মানুষকে বোঝাতে হবে, তাঁদের কাছে যেতে হবে। সেজন্যই বুথ ধরে ধরে প্রতিটি মানুষের দুয়ারে পৌঁছনোর চেষ্টা করছে তৃণমূল। প্রয়োজনে ভুল স্বীকার করতেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দলের বিধায়ক-সাংসদদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রোস্টার মেনে আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটের প্রচারে মতুয়া মহলের মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরতে হবে। তৃণমূলের শীর্ষসারির নেতাদের প্রতিটি গ্রামে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তৃণমূল সূত্রের খবর প্রাথমিকভাবে এই রোস্টার চালু করা হচ্ছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়। সবার আগে নজর দেওয়া হয়েছে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলাকে।

তৃণমূল থেকে এলে সন্দেহ হয় দিলীপের

প্রথম পাতার পর

শুভেন্দু অধিকারীও দলবদলু। আবার তিনি বীরভূমে যাঁকে তৃণমূল থেকে বিজেপিতে নিয়ে এলেন তিনিও দলবদলু। এদিন আবার দলবদলুদের নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে দিলীপ ঘোষ উসকে দিয়েছেন বিতর্ক।

শুভেন্দুর হাত ধরে বিপ্লব ওঝার বিজেপিতে যোগদানের পরই দিলীপ

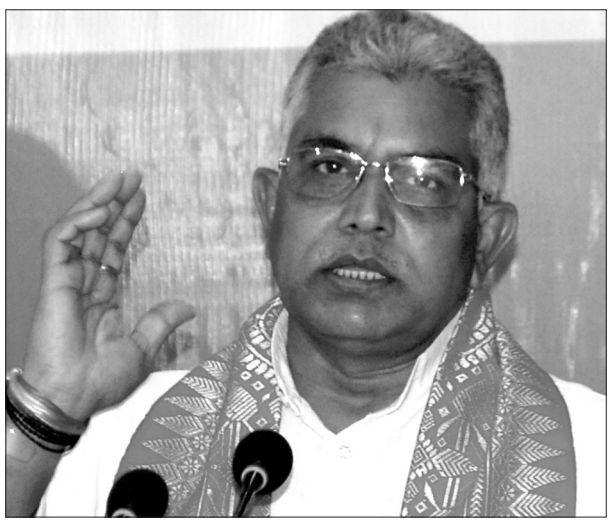

ঘোষ বলেন, ''আমাদের এখানে তো সবসময় যোগদান লেগেই থাকে। কে কেন যোগদান করছেন, তা বলতে পারব না। যাঁরা যোগদান করিয়েছেন, তারা নিশ্চয়ই খোঁজখবর নিয়েই করছেন। এখন তো তৃণমূল থেকে এলেই সন্দেহ হয়। জানি না কোন কালি আবার লেগে আছে!

দিলীপ ঘোষ বিজেপিতে শুভেন্দু অধিকারীর সমালোচক হিসেবে তুলে ধরেন মাঝেমধ্যেই। সম্প্রতি তিনি সরব হয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারীর তারিখ রাজনীতি নিয়ে। তিনি সাফ জানিয়ে দেন, বিজেপি কোনও তারিখের উপর নির্ভর করে না। রবিবার বর্ধমানে বিজেপির দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিতে গিয়ে দিলীপ ঘোষ শুভেন্দুর সমালোচনা করেছিলেন। তারপর বীরভূমের যোগদানের পরপরই তিনি শুভেন্দুকে একহাত নিলেন। এবং তৃণমূলের দলবদলুকে দলে নেওয়ায় সন্দেহ প্রকাশ করলেন।

দিনেই ঝটকা তৃণমূলে

প্রথম পাতার পর

এর পরে বিনয় তামাং কোন দলে যোগ দেবেন বা তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কী হবে তা নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে। তিনি জানান, তাঁর প্রধান লক্ষ হবে পাহাড়ে গণতন্ত্র ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। আর তা করতে গেলে রক্ত ঝরাতেও তিনি রাজি। তাঁর এই বার্তা স্পষ্ট পাহাড় রাজনীতিতে বদল আসছে। সম্প্রতি বিরোধীদের সঙ্গে এক মঞ্চে দেখা গিয়েছে তাঁকে। এর ফলে পাহাড়ে ফের বিমল গুরুং ও বিনয় তামাং ঐক্যবদ্ধ হতে পারেন। এবার তাঁদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে পারেন হামরো পার্টির সুপ্রিমো অজয় এডওয়ার্ডও।

ভাইজানের হাতকে শক্ত করাই লক্ষ্য

প্রথম পাতার পর

কলকাতা থেকে এসেছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং কলকাতা আইমার অন্যতম নেতৃত্ব আজহার সেলিম। তিনি বলেন, ''এতক্ষণ ধরে সবার বক্তব্য শোনার পর একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, পঞ্চায়েত নির্বাচনে আইমা লড়াই করবে এটা সত্যি। এবার আমাদের অন্য আর একটা বিষয়ে চিন্তাভাবনা করতে হবে, কোন পথে, কীভাবে আমরা এগবো? তাই এখন থেকেই তার একটা গাইড লাইন তৈরি হওয়া দরকার।'' আইমার কেন্দ্রীয় নেতা শিক্ষক হাজি বদরুদ্দোজা বলেন, ''মনে রাখতে হবে আমাদের নেতা ভাইজান। তাঁর ছবিতে কোনও জায়গায় লিখতে হয় না 'সততার প্রতীক'। তাই যুব সমাজের কাছে আবেদন, ভাইজানকে অনুসরণ করুন, তারপর তাঁর নির্দেশিত পথে পঞ্চায়েত ভোটের লড়াইয়ে নেমে পড়ুন। ১৮-৩২ বছরের যুবরাই পরিবর্তন আনবে এই সমাজের।''

বক্তব্য রাখতে ওঠেন সংগঠনের রাজ্য যুব সম্পাদক হাজি আবদুল মাজেদ সাহেব। এটি প্রথম পর্যায়ের যুব সম্মেলন হলেও পরবর্তীতে এই জেলাতেই দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের যুব সম্মেলনের আয়োজন করবে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন। ভাইজান হলেন মানুষ তৈরির কারিগর। বাবলি ঝুলকি নামে এক আদিবাসীর বিচার না পাওয়াকে কেন্দ্র করে আইমা তৈরি হয়েছিল। দীর্ঘ ১২ বছর পেরিয়ে এসে আইমার রাজনৈতিক দল তৈরি হবে। মানুষ যাতে আস্থা রাখতে পারেন, যাতে ভরসা তৈরি হয়, ন্যায়বিচার পান সেজন্যই আইমার রাজনীতিতে আসা, মন্তব্য যুব সম্পাদকের। সম্মেলনে আরও বক্তব্য রাখেন তাঁরা হলেন ড. সামসুল আলম, বিশিষ্ট কবি ও লেখক আবদুল গণি জমাদার, সারা ভারত নেতাজি মঞ্চের সভাপতি ড. গৌতম কুমার পাল, সমাজসেবী সরফরাজ আদিল, বিজ্ঞানী ড. অমিত দত্ত প্রমুখ।

রাহুলের পরিক্রমায় সেই ৯০-এর 'যুবক'

প্রথম পাতার পর

আমার ডাক শুনে পিছন ফিরে তাকিয়ে গান্ধীজি আমার পিঠ চাপড়ে দিয়েছিলেন। রাহুলের ভারত জোড়ো যাত্রায় যোগ দেওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিগত আট বছর ধরে সমগ্র দেশে যা চলছে, তা মেনে নিতে পারছি না। দেশের সংহতি বিপন্ন। তাই ঘৃণার রাজনীতিকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দিতে রাহুলজি যে মহতী উদ্যোগ নিয়েছেন, সেই উদ্যোগে শামিল না হয়ে পারলাম না। তা নেমেছি এই মিছিলে হাঁটতে। নেমেছি সেদিনের কথা চিন্তা করে, যেদিন স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন গান্ধীজি। জওহরলাল নেহরুর মৃত্যুর পর রাজনীতিতে থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন করুণা মিশ্র। এতদিন পর তিনি ফের রাজনৈতিক ময়দানে নামলেন দেশের বর্তমান পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে। দেশের সংহতি ও সম্প্রীতি রক্ষায় রাহুল গান্ধীকে সমর্থন দেওয়া দরকার, তাই নামলাম রাজনীতিতে। একইসঙ্গে তিনি এই বয়সেও তাঁর ফিট থাকার রহস্য জানিয়ে দেন। বলেন, প্রতিদিন কলা আর হলুদ-দুধ খেয়েই তিনি ফিট। এদিন করুণা মিশ্রের যোগদান রাহুলের ভারত জোড়ো যাত্রাকে এক অন্যমাত্রা দিল। তিনি এদিন আক্ষরিক অর্থেই এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি রাহুলের মিছিলে হাঁটতে হাঁটতে এদিন স্মরণ করেছেন মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সেই স্বাধীনতার মিছিলে হাঁটার কথা। সেটা ছিল ১৯৪৪ সাল। মহাত্মা গান্ধী এসেছিলেন জব্বলপুরে। তাঁকে দেখেই চাচাজি, চাচাজি বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন।

ময়না ব্লকে আইমার পর্যালোচনাসভায় রাজ্য সরকারকে বিঁধলেন জেলা সম্পাদক

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ২৪ ডিসেম্বর শনিবার ময়না ব্লকের অন্তর্গত জোরপুকুর আইমা ইউনিটের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ ও সাংগঠনিক পর্যালোচনাসভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় অগণিত মানুষদের ঢল নেমেছিল। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সর্ব ধর্মের মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো, যা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অন্যতম নিদর্শন বলে মত স্থানীয় সূত্রের। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এই বাতাবরণে বক্তব্য রাখেন উপস্থিত আইমা নেতৃত্ব। এই পর্যালোচনাসভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ আইমার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হুজুর কেবলা আল্লামা সৈয়দ খালেদ আলি আল হোসাইনি সাহেব এবং সংগঠনের সুপ্রিমো পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের আদর্শের কথা তুলে ধরেন। তাঁদের নীতিকে পাথেয় করে সমাজসেবার মতো মহান এবং পুণ্য কাজে কর্মীদের ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উৎসাহ দেন।

আইমা সংগঠন তৈরি হয়েছে প্রায় ১২ বছর হয়ে গেল। এই এক যুগ ধরে সমাজসেবার মহান ব্রত পালন করে চলেছেন সংগঠনের নেতাকর্মীরা। ময়না ব্লকের জোরপুকুর আইমা ইউনিটও সেই প্রক্রিয়ায় সামিল হয়েছে অনেকদিন আগেই। বর্তমানে এই ইউনিটের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত আছেন তাঁরা আইমার শুরুর দিন থেকেই প্রত্যেকে যুক্ত ছিলেন। তাঁরা তাঁদের সততা এবং মেহনত ও অর্থ দিয়ে সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আইমা সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিলেন। ভাইজানের নির্দেশমতো তাঁরা প্রতিটি কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন। যা আজও চলমান।

এদিনের শীতবস্ত্র বিতরণ এবং পর্যালোচনাসভায় প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন স্থানীয় অঞ্চলের সম্মাননীয় ইমাম সাহেব। তারপর আইমা নিয়ে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেন এতদঞ্চলের বিশিষ্ট গুণী ব্যক্তিত্ব তথা শিক্ষক শ্যামল আচারি মহাশয়। তিনি বলেন, "মানবসেবাই হল জীব সেবা। আইমা শীতের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য যেভাবে শীতবস্ত্র বিতরণের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে তার জন্য তাঁদের আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

পিংলা ব্লকের বিশিষ্ট আইমা নেতৃত্ব মুসলেম আলি সংবিধানের সাম্য-মৈত্রী ও স্বাধীনতার কথা তুলে ধরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় জোর দেন। অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের যুবনেতা তথা সংগঠনের সোশ্যাল মিডিয়ার অন্যতম সক্রিয় কর্মী সেখ সাইফুদ্দিন বলেন, "আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে আইমা সমর্থিত প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। রাজনীতিতে নামার জন্য আইমার যে প্রস্তুতি তা অনেক আগেই শুরু হয়ে গিয়েছে। তাই যুব সমাজের কাছে আবেদন, তাদের আরও এগিয়ে আসতে হবে। কেননা আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে যুবকদেরকে নিয়েই আমরা রাজনীতির ময়দানে নামব।" এরপর বক্তব্য রাখেন আইমার সোশ্যাল মিডিয়ার আর এক সক্রিয় সদস্য তথা যুবনেতা সাদ্দাম আলি খান। তিনি তাঁর মূল্যবান বক্তব্যে আইমার জন্মলগ্ন থেকে বর্তমান সার্বিক কর্মকাণ্ডের কথা তুলে ধরেন। এদিনের সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইমার পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক মোজাম্মেল হোসেন সাহেব। তিনি তাঁর চাঁচাছোলা বক্তব্যে রাজ্য সরকারকে তুলোধোনা করেন। সরকারের উদ্ভট নীতির সমালোচনা করে বলেন, "লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের নামে ৫০০ টাকা করে খয়রাতি দিয়ে মানুষকে বোকা বানাচ্ছে রাজ্য সরকার। ওই টাকা এইভাবে খরচ না করে বহু বেকার যুবক-যুবতীকে চাকরি দেওয়া যেত। পনেরো-কুড়ি হাজার টাকা বেতন দিয়ে স্বচ্ছন্দে অনেক কর্মসংস্থান তৈরি করা যেতে পারত।" তাঁর আরও সংযোজন, "আমরা ভিক্ষা চাই না, আমরা চাই কর্মসংস্থান। আমরা চাই না দাদাগিরি, চাই শোষণমুক্ত সমাজ। আমরা চাই না অন্যায়, চাই ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা।" এই প্রসঙ্গে তিনি তুলে ধরেন আইমার ঐতিহ্যের কথা। জানান, আইমাকে সঙ্গে নিয়েই চলার পথকে আরও সুগম করতে হবে। আইমা যে শুধুমাত্র বস্ত্র বিতরণের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ করতে চায় না, ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর লক্ষ্যে এগোতে চায়, সেকথাও তুলে ধরেন তিনি। সেইসঙ্গে সকলে মিলে আইমাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে বলে মন্তব্য করেন মোজাম্মেল সাহেব। ময়না ব্লকের প্রতিটা পল্লি, প্রতিটা গ্রাম, প্রতিটা অঞ্চল, প্রতিটা পরিবারে ছোট ছোট কাজের মাধ্যমে প্রবেশ করার জন্য আইমার সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

এদিনের এই সভার সঞ্চালক তথা আইমার পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির অন্যতম সদস্য এবং ময়না ব্লকের দায়িত্বশীল নেতৃত্ব তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী ও শিক্ষক সেখ সোলেমান আলি অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সভার কাজ পরিচালনা করেন। সভার কাজে সহযোগিতা করার জন্য তিনি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

রুহুল আমিনের উপস্থিতিতে আইমাতে যোগ দিলেন একঝাঁক তৃণমূলকর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন আসন্নপ্রায়। অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন পুরোপুরি তৈরি এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য। ইতিমধ্যে আইমার কর্মীদের লাগাতার প্রচার ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের নেতানেত্রীদের মনে। ফলে রাজনৈতিক দিক থেকে আইমার মোকাবিলা না করতে পেরে তাঁরা আইমা এবং এই সংগঠনের সুপ্রিমো পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের বিরুদ্ধে ব্যক্তি কুৎসায় মেতে উঠেছেন। রাজনৈতিক লড়াই ছেড়ে নোংরা খেলা খেলছেন। কিন্তু তাতে তাঁদের লাভের লাভ কিছুই হচ্ছে না। উল্টে আইমার ছাতার তলায় এসে আশ্রয় নিচ্ছেন খোদ তৃণমূল কর্মীরাই। এর আগেও আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের নীতি ও আদর্শে মুগ্ধ হয়ে অসংখ্য তৃণমূল কর্মী আইমাতে নাম লিখিয়েছিলেন। এবার আবার নতুন করে প্রায় জনা ৩০ তৃণমূল কর্মী আশ্রয় নিলেন আইমার ছাতার নীচে। সম্প্রতি পাঁশকুড়া পুরসভার ২ নং ওয়ার্ডের ওই কর্মীরা তৃণমূল ছেড়ে সরাসরি আইমাতে যোগদান করলেন। অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনে তাঁদের স্বাগত জানান সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান।

রাজ্যে এসএসসি, প্রাইমারি টেট পরীক্ষায় লাগামছাড়া দুর্নীতি, বিরোধীদের কণ্ঠরোধের চেষ্টা, কয়লা ও খনি কেলেঙ্কারিতে একাধিক মন্ত্রী-সাংসদের নাম জড়ানো-সহ একাধিক বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বৈরাচারী মনোভাবের প্রতিবাদ জানাতেই ওই কর্মীরা আইমাতে যোগ দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। তাছাড়া আইমার প্রতিবাদী সত্তা এবং সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের দূরদৃষ্টি এবং সরকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ তাঁদেরকে আইমার প্রতি আকৃষ্ট করেছে।

প্রায় নিয়ম করে দলে দলে তৃণমূল কর্মীদের আইমাতে যোগদান তৃণমূল নেতাদের কপালের ভাঁজকে চওড়া করবে সন্দেহ নেই, এমনটাই অভিমত রাজনীতির কারবারিদের। কারণ হিসাবে তাঁরা জানাচ্ছেন, আইমার সততায় মুগ্ধ হয়েই মানুষ এই সংগঠনে নাম লেখাচ্ছেন। তাছাড়া আইমার কর্মীরা যেভাবে সর্বক্ষণ মানুষের পাশে এসে দাঁড়ান, তাতে মানুষ এই সংগঠনকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। তাই আগামী পঞ্চায়েত ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে আইমা সমর্থিত প্রার্থীরা যে দাগ রেখে যাবেন সেকথা এখন থেকেই বলে দেওয়া যায় বলে মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের।

চকঘোলা আইমা ইউনিটের উদ্যোগে দুস্থদের শীতবস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ২৫ ডিসেম্বর রবিবার কোলাঘাট ব্লকের অন্তর্গত চকঘোলা আইমা ইউনিটের উদ্যোগে অসহায় ও দুস্থ মানুষদের জন্য শীতবস্ত্র বিতরণের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল। একইসঙ্গে পরদিন অর্থাৎ ২৬ ডিসেম্বর অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে যে যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তার প্রস্তুতিসভাও

হয়ে গেল এদিন।

২৫ ডিসেম্বর দিনটি খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী মানুষদের কাছে একটি বিশিষ্ট দিন। খ্রিস্টানদের পাশাপাশি এই দিনটি পালন করেন এই রাজ্যের সব ধর্মাবলম্বী মানুষরাই। আর অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন যেহেতু সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা বলে, তাই এই দিনটিকেই শীতবস্ত্র বিতরণের উপযুক্ত দিন বলেই মনে করেন আইমার কর্মীরা। তাছাড়া আইমা হল মাইনোরিটি, অর্থাৎ সংখ্যালঘুদের সংগঠন। যেখানে মুসলিম, খ্রিস্টান, শিখ, বৌদ্ধদের পাশাপাশি হিন্দু সম্প্রদায়ের সংখ্যালঘু মানুষরাও এসে এর ছাতার নীচে আশ্রয় নিতে পারেন। ফলে চকঘোলা আইমা ইউনিটের উদ্যোগে এদিনের এই বিশেষ কর্মসূচি জনমনে জায়গা করে নেয়।

পৌষ মাসের মাঝামাঝি চলছে। যদিও এখনও পর্যন্ত রাজ্যে জাঁকিয়ে ঠান্ডা না পড়লেও রাতের দিকে ক্রমশই নেমে যাচ্ছে পারদ। এই অবস্থায় ঠান্ডার হাত থেকে রক্ষা পেতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয় অসহায়, দুস্থ, গরিব, ভবঘুরে, ফুটপাথে থাকা মানুষগুলোকে। কিন্তু আইমার কর্মীরা মানুষের সামান্য কষ্টে সমব্যথী হয়ে তাদের পাশে এসে দাঁড়ান। সাধ্যমতো চেষ্টা করেন তাঁদের উপকারে আসতে। তাই প্রতি বছর এই শীতবস্ত্র প্রদান অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের কর্মসূচির মধ্যেই পড়ে। আইমার অসংখ্য কর্মসূচির মধ্যে এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

আর এই কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করতে আইমা নেতৃত্ব কর্মীদের নিয়ে পৌঁছে যান অসহায় ও দুঃস্থ মানুষদের কাছে। তাদের খুঁজে বের করে তুলে দেন শীতবস্ত্র। আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের দেখানো পথে এভাবেই মানবসেবার মধ্যে দিয়ে সংগঠনের ঐতিহ্যকে রক্ষা করে চলেছেন অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি অ্যাসোসিয়েশনের কর্মীর। চকঘোলা আইমা ইউনিটের এই উদ্যোগ সেই ঐতিহ্যেরই অংশ।

আলোচনাসভা বসন্তচক পূর্বপাড়া আইমা ইউনিটের

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ২৭ ডিসেম্বর মঙ্গলবার ময়না ব্লকের বসন্তচক পূর্বপাড়া আইমা ইউনিটের উদ্যোগে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হল। বিশেষভাবে যুব সদস্যদের নিয়ে আলোচনা হয় এদিন। ওই ইউনিটে কীভাবে যুব কমিটি গঠন করা হবে তা নিয়েও আলোচনা হয়। এই সভায় যুবকদের হাতে আইমার সদস্যপদ গ্রহণের ফর্ম তুলে দেন বসন্তচক পূর্বপাড়া ইউনিটের সভাপতি। এছাড়াও প্রত্যেক সদস্যকে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে দুজন করে নতুন যুবক সদস্য তৈরির জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়। এদিনের সভা থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, সংগঠনের প্রতিটি সদস্য আইমার কাজের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবেন। উপস্থিত ছিলেন ময়না ব্লক আইমার সহ-সভাপতি মোস্তাকিম মল্লিক, ওই ব্লকের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতৃত্ব শিক্ষক সোলেমান আলি-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

গত ২৮ ডিসেম্বর বুধবার মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙা আইমা ইউনিটের পক্ষ থেকে স্থানীয় অঞ্চলের বেশ কিছু এতিম শিশুদের খাবার ব্যবস্থা করা হয়। আইমার এমন মানবিকতায় মুগ্ধ এলাকাবাসী।

অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি অ্যাসোসিয়েশনের যুব সদস্যদের মধ্যে চলছে একটি আলোচনাসভা। উপস্থিত আছেন আইমার বিভিন্ন ইউনিটের যুব সদস্যরা। তাঁদের আলোচনা থেকে উঠে আসে সাম্প্রতিক বিভিন্ন বিষয়।

কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার পাশে ফতেপুর-মহম্মদপুর আইমা

নিজস্ব প্রতিনিধি: শীতের সময় শীতবস্ত্র বিতরণ হোক বা কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার পাশে দাঁড়ানো, সব ক্ষেত্রেই সবসময় সামনের সারিতে অবস্থান করেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের কর্মী-সদস্যরা। ফলে একদিকে আইমার সমাজসেবার পরিধি দিনের পর দিন যেমন বাড়ছে, তেমনই বাড়ছে সংগঠনের জনপ্রিয়তা। এক ডাকে সবাই এখন আইমাকে চেনেন। এই সংগঠনের মানবিকতার কথা তাই এখন লোকমুখে প্রচারিত। এবার অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দকুমার ব্লকের চার নম্বর অঞ্চল ফতেপুর -মহম্মদপুর আইমা ইউনিট নজির স্থাপন করল অসহায় এক পিতার বিয়েতে পানীয় জল, নাস্তা ও ক্যাটারিং-এর ব্যবস্থা করে। সমগ্র আয়োজন সম্পন্ন হয় সংগঠনের ওই ইউনিটের যুবকর্মীদের প্রচেষ্টায়। ফতেপুর-মহম্মদপুর আইমা ইউনিটের যুবকর্মীরা ওই অসহায় পিতার দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে পরিবারটির মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলেছেন। আইমার এমন মানবিকতায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন অসহায় ওই ব্যক্তি।

'বক্তব্য দিয়ে জাতিকে জাগানো যায় না' ফুলেশ্বরে কর্মিসভায় আইমা সুপ্রিমো

নিজস্ব প্রতিনিধি: হাওড়া জেলার ফুলেশ্বরে এক কর্মিসভায় আইমা সুপ্রিমো পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন বলেন, সাংবিধানিক ন্যায্য অধিকারের জন্য আমাদের একত্রিত হয়ে জেহাদ করতে হবে। সেই কারণেই আমাদের একটি প্লাটফর্ম দরকার। তা হল অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন। তিনি বলেন, আইমা রাজনীতির কথা বলে না। সামাজিক ন্যায্য অধিকারের স্বার্থে রাজনীতি করার দরকার আছে। রাজনীতির প্লাটফর্মে কোনও রাজনীতির ব্যক্তিকে যদি নির্বাচনে নির্বাচিত করি। তিনি যদি আমাদের ন্যায্য অধিকার ও জনকল্যাণমূলক কাজ করেন, তাহলে আমাদের ওই এলাকাভিত্তিক রাজনীতি করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু বর্তমান জমানায় কতিপয় নিজেদের স্বার্থে রাজনীতির নেতারা আমাদের ধোঁকা দিচ্ছে, প্রতারণা করছে, ন্যায্য অধিকারের থেকেও বঞ্চিত করছে। ওইসব রাজনীতির নেতাদের উচিত জবাব দেওয়ার জন্যই আমাদের জেহাদ। অর্থাৎ রাজনীতি করার দরকার আছে। রুহুল সাহেব ভাইজান আরও বলেন, সমাজে মাথা তুলে দাঁড়াতে রাজনীতি করুন। আমাদের সমাজে মানুষদের বক্তব্য দিয়ে জাতিকে জাগানো যায় না। তাই আইমা আপনাদের দুয়ারে সচেতন করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। সচেতন হন, ঐক্যবদ্ধ হন, সুস্থ সমাজ গড়ে তুলুন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন হাওড়া জেলা আইমার অবজার্ভার হবিউল রহমান, কাজি ইয়াহ ইয়া মোল্লা, হাফেজ মাহফুজুর রহমান, সাজিদ গায়েন, হাবিবুর রহমান, মৌলানা কেফাতুল্লা কাশেমী প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পিরজাদা আওলিয়া আব্বাসী আসাদুল্লাহ সাহেব, হাওড়া জেলা কমিটির অসংখ্য আইমা প্রেমীবৃন্দ। সেখ আবদুল হান্নানের মার্কেটে আইমার কর্মিসভা হয়। হাওড়া জেলা ফুলেশ্বরের বৈকুণ্ঠপুরে আইমার নতুন সংগঠনের বিশেষ কর্মিসভায় উদ্যোক্তা হলেন সেখ আবদুল হান্নান, মেহেবুব মল্লিক, সামিরুল, লতিব মল্লিক, রফিক মল্লিক, ইলিয়াস, জাইদুল হাসান, বাবুসোনা, মাহমুদ আলি, নুরুদ্দিন মল্লিক প্রমুখ আইমাপ্রেমী বন্ধুগণ। প্রত্যেকেই আইমা সংগঠনের ভিতকে মজবুত করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। সেইসঙ্গে আগামীদিনে কর্মসূচির উদ্যোগ নেন।

মূল্যবৃদ্ধি-দুর্নীতির বিরুদ্ধে পাঁশকুড়া পৌর আইমা ইউনিটের অবস্থান বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রায় প্রতিদিনই নিয়ম করে বেড়ে চলেছে জিনিসপত্রের দাম। তাতে লাগাম পরানো দূরে থাক, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার একে অপরকে দোষারোপ করতেই ব্যস্ত। তাছাড়া সাধারণ মানুষের কাছেও যেন বিষয়গুলো গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। এবার এসব নিয়েই প্রতিবাদসভা এবং অবস্থান বিক্ষোভের ডাক দিয়েছিল পাঁশকুড়া পৌর আইমা ইউনিট। পাঁশকুড়া সবজি বাজারের কাছে স্টেট ব্যাংকের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ দেখান আইমার ওই ইউনিটের সদস্যরা। কেন্দ্র ও রাজ্য, উভয় সরকারের বিরুদ্ধেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা।

পেট্রল, ডিজেল, রান্নার গ্যাস সহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি এবং পাঁশকুড়া পৌর অঞ্চলের অত্যন্ত খারাপ রাস্তাঘাট, পানীয় জল ও স্ট্রিট লাইটের সমস্যা এবং প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে বাড়ি তৈরিতে দুর্নীতির প্রতিবাদে পাঁশকুড়া আইমা পৌর ইউনিটের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ সভা ও অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয় সাধারণ মানুষের স্বার্থে। এদিনের এই প্রতিবাদসভায় ব্যাপক সাড়া পড়ে। আইমা নেতৃত্ব দাবি তোলেন, কেন্দ্র সরকারকে অবিলম্বে পেট্রল, ডিজেল এবং রান্নার গ্যাসের দাম কমাতে হবে। অন্যদিকে রাজ্য সরকারকেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা। পাঁশকুড়া পৌর অঞ্চলে সাধারণ মানুষকে ঠিকমতো পরিষেবা না দিলে আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন আইমার কর্মীরা, জানিয়েছেন তাঁরা। তাছাড়া আগামী বছরের শুরুতে রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনেও সরকারকে এর ফল ভোগ করতে হবে বলে কড়া বার্তা দিয়েছেন তাঁরা।

দ্য ভয়েস অব
ওয়াদি
শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা
৬ জমাদিউস সানি ১৪৪৪ হিজরি ○ ৩০ ডিসেম্বর ২০২২ ○ ১৪ পৌষ ১৪২৯ ○ শুক্রবার

বাবরি অতীত, বাকি মথুরা-কাশী

জলের ফোয়ারাকে শিবলিঙ্গ হিসাবে দাবি করে জ্ঞানবাপী মসজিদে পূজার্চনার দাবি জানানো হয়েছে আগেই। আদালতও সেই দাবিকে মান্যতা দিয়ে হিন্দুপক্ষের আবেদন গ্রহণ করেছে। বাকি ছিল মথুরার শাহি ইদগাহ মসজিদ। তো সেটাই বা বাকি থাকে কেন! হিন্দুদের বিশ্বাস মসজিদের স্থানেই শ্রীকৃষ্ণ জন্মেছিলেন। যেহেতু তাদের বিশ্বাস, ফলে কথা হচ্ছে সেখানে আদৌ তাদের আরাধ্য দেবতা জন্মেছিলেন কি না এখন সে প্রশ্ন অবান্তর। কারণ, আদালতও হয়তো একপ্রকার বিশ্বাসই করে নিয়েছে যে সেখানে ভগবান কৃষ্ণ জন্মেও থাকতে পারেন। তাই সেটা জানতেই মসজিদ চত্বরে সার্ভে করার নির্দেশ দিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের একটি আদালতের মহামান্য বিচারপতি। কোনও তথ্য নেই, কোনও প্রমাণ নেই—সম্পূর্ণ এক শ্রেণির ধর্মবিশ্বাসীদের দাবিকে সত্য ধরে নিয়ে মামলা গ্রহণ করেছে আদালত। এসব দেখেশুনে কাশীর জ্ঞানবাপী আর মথুরার শাহি ইদগাহ মসজিদ নিয়ে হিন্দুত্ববাদীদের তোলা সেই পুরনো এবং ভয়ংকর স্লোগানের কথা মনে পড়ছে। 'অযোধ্যা তো ঝাঁকি হ্যায়, মথুরা-কাশী বাকি হ্যায়।'

অযোধ্যায় বহু আগেই রাম মন্দির নির্মাণের রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গেছে সুপ্রিম কোর্টের বদান্যতায়। তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। রাম মন্দির নির্মাণও প্রায় শেষের দিকে। চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনের আগে আর একবার বাবরিকে ইস্যু করে ভোটে ডিভিডেন্ড নেবে বিজেপি। ওদিকে বাবরি মসজিদের জায়গায় রাম মন্দির বানানোর রায় দেওয়া প্রাক্তন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি রঞ্জন গগৈ বিজেপির আশীর্বাদধন্য হয়ে বর্তমানে রাজ্যসভার সাংসদ। ফলে কাশী-মথুরা নিয়ে অঙ্কটা বুঝতে খুব একটা সমস্যা হওয়ার কথা নয়। 'ঝাঁকি' দেওয়ার পর বিশ্ব হিন্দু পরিষদের 'ওহি বনায়েঙ্গে রাম মন্দির' প্ল্যান সফল হয়েছে। সুতরাং মথুরা-কাশীও যে অদূর ভবিষ্যতে হিন্দুত্ববাদীদের হাতেই চলে যাবে একথা কি এখন থেকেই বলে দেওয়া যায় না? অন্তত ট্রেন্ড যেদিকে যাচ্ছে তাতে সেটা মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক।

অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণের রাস্তা পরিষ্কার হলে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নেতা বিনয় কাটিহার হুঙ্কার দিয়েছিলেন, এবার কাশী ও মথুরাকেও মুক্ত করা হবে মুসলিমদের হাত থেকে। তাঁর সেই হুঙ্কার যে কথার কথা ছিল না, সেটা এখন জলের মতো পরিষ্কার। ১৯৯১ সালে পিভি নরসিমা রাওয়ের আমলে উপাসনাস্থল সংক্রান্ত যে আইন পাস হয়েছিল তার ৪ নম্বর ধারায় স্পষ্ট বলা আছে, স্বাধীনতার দিন থেকে দেশে যে ধর্মীয় পরিকাঠামো আছে তাকে কোনও মতেই পাল্টানো যাবে না। যদিও ওই আইনের ৫ নম্বর ধারায় বাবরি মসজিদের বিষয়টি ব্যতিক্রম বলে গণ্য হয়েছে। তবে কাশী-মথুরার ক্ষেত্রেও যে আইনটি কাজে আসবে না সেটাও চূড়ান্ত বাস্তব। কেননা, ক্ষমতায় আসার পর থেকে যেসব আইন আরএসএস তথা বিজেপির পরিকল্পনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেসব আইনগুলোকে তারা নিজেদের ইচ্ছামতো পরিবর্তন করে নিয়েছে। তাছাড়া বিশ্ব ভদ্র পূজারি পুরোহিত মহাসংঘ নামে একটি হিন্দুত্ববাদী সংগঠন ৪ নম্বর ধারাটিকেই অসাংবিধানিক ঘোষণা করার দাবি তুলেছে।

আগামী বছরের ২ জানুয়ারি আদলতের নির্দেশে শাহি ইদগাহ মসজিদ চত্বরে সমীক্ষা করবে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া। বাবরি রাজনীতি করেই জাতীয় স্তরে ক্ষমতা দখল করেছিল বিজেপি। ফলে জ্ঞানবাপী ও শাহি মসজিদ নিয়ে এখনও সেই হাওয়া তোলার চেষ্টা চলছে। দু'বছর পরে জাতীয় নির্বাচন। তাই আরএসএসের হিন্দুত্বের অ্যাজেন্ডা জিইয়ে রাখতে প্রচারের তালিকায় কাশী-মথুরা যে অন্তর্ভুক্ত হবে একথা বলাই বাহুল্য।

জীবন বদলের বাণী

মুসলমান ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত বেহেস্তে প্রবেশ করিতে পারিবে না এবং পুণ্যাত্মদের সঙ্গে মিলিত হইতে পারিবে না।
—আল হাদিস

সুসংহত থাকার জন্য হলেও হিংসা পরিত্যগ করো। কারণ, হিংসা মানুষকে ভিতর হতে গলিয়ে দেয়।
—হজরত আলি রা.

মানুষের হক সম্পর্কে যে ব্যক্তি সচেতন নয়, সে আল্লাহর হক সম্পর্কে সচেতন হতে পারে না।
—হজরত ওসমান রা.

মন্দ থেকে দূরে থাকার জন্য ভালো-র বিকাশ করুন এবং আপনার মনকে ভালো চিন্তায় পূর্ণ করুন। *—গৌতম বুদ্ধ*

আজকের কাজ কালকের জন্য কখনও অবহেলা করে রেখে দেবে না। *—হজরত ওমর রা.*

যে ব্যক্তি গরিব-দুঃখীর আর্তনাদ শুনে কান বন্ধ করে রাখে, সেও একদিন আর্তনাদ করবে, কিন্তু কেউ শুনবে না।
—হজরত সোলায়মান আ.

আধুনিকতার উৎকর্ষ সাধনে মুসলিম জাতির অবদান

ঝুমুর রায়

ব্রিটিশদের একটি নীতি আছে। তারা কেবলমাত্র তাদের নিজেদেরকে ছাড়া সহজে অন্য কাউকে স্বীকৃতি দিতে রাজি নয়। হয়তো সে কারণেই মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইংরেজ কবি হিসেবে স্বীকৃতি পাননি। আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু বেতার তরঙ্গ সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেও স্বীকৃতি পেলেন না। খান বাহাদুর আজিজুল হক ফিঙ্গার প্রিন্টের আধুনিক ক্লাসিফিকেশন আবিষ্কার করেও স্বীকৃতি পাননি। এসবই চুরি করে নিয়ে ব্রিটিশরা নিজেদের বলে চালিয়ে যাচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে। আজও তার কোনও ব্যতিক্রম নেই।

আধুনিকতার উৎকর্ষ সাধনে মুসলিমদের অবদান আজকের পুঁজিবাদী বিশ্ব স্বীকার করতে চায় না। তাছাড়া মুসলিমরা নিজেরাও সেভাবে তাদের প্রাচীন অবদানের কথা তুলে ধরার চেষ্টাও করে না। ফলে এইসব ইতিহাস হারিয়ে যায় কালের কপোল তলে।

ব্রিটিশদের একটি নীতি আছে। তারা কেবলমাত্র তাদের নিজেদেরকে ছাড়া সহজে অন্য কাউকে স্বীকৃতি দিতে রাজি নয়। হয়তো সে কারণেই মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইংরেজ কবি হিসেবে স্বীকৃতি পাননি। আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু বেতার তরঙ্গ সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেও স্বীকৃতি পেলেন না। খান বাহাদুর আজিজুল হক ফিঙ্গার প্রিন্টের আধুনিক ক্লাসিফিকেশন আবিষ্কার করেও স্বীকৃতি পাননি। এসবই চুরি করে নিয়ে ব্রিটিশরা নিজেদের বলে চালিয়ে যাচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে। আজও তার কোনও ব্যতিক্রম নেই।

'১০০১ উদ্ভাবন' এখন লন্ডনের বিজ্ঞান জাদুঘরে একটি প্রদর্শনী। অধ্যাপক সেলিম আল হাসানি আশা করেন যে প্রদর্শনীটি অ-পশ্চিমা সংস্কৃতির অবদানকে তুলে ধরবে। যেমন বর্তমানে যে আধুনিক সভ্যতা আমরা বহন করে চলেছি, তা আসলেই মুসলিমদের অবদান। একটা সময় এই মুসলিম আধুনিক সভ্যতা স্পেন, পর্তুগাল, দক্ষিণ ইতালিকে আচ্ছাদিত করে সেখানকার মানুষদের সভ্য করে তুলেছিল এবং চিনের কিছু অংশ পর্যন্ত তা প্রসারিত ছিল। এখানে মুসলিমদের ১০০১ উদ্ভাবন থেকে ১০টি আবিষ্কারের কথা তুলে ধরা হল। আধুনিক বিজ্ঞান বা সভ্যতার অগ্রগমনে যার অবদান অনস্বীকার্য।

১) সার্জারি

প্রায় ১০০০ সালের দিকে, বিখ্যাত ডাক্তার আল জাহরাউই সার্জারির একটি ১৫০০ পৃষ্ঠার সচিত্র বিশ্বকোষ প্রকাশ করেছিলেন। পরবর্তী ৫০০ বছর ধরে যা ইউরোপে চিকিৎসা রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। জাহরাউই অনেক আবিষ্কারের মধ্যে ক্ষত সেলাই করার জন্য বিড়ালের অন্ত্র দ্রবীভূত করার ব্যবহার আবিষ্কার করেছিলেন। আগে সেলাই অপসারণের জন্য দ্বিতীয়বার অস্ত্রোপচার করতে হত। তিনি প্রথম সিজারিয়ান অপারেশনও করেছিলেন এবং প্রথম জোড়া ফোর্সেপ তৈরি করেছিলেন।

২) কফি

এখন পশ্চিমা বিশ্বের অতি প্রিয় পানীয় কফি প্রথম নয় শতকের দিকে ইয়েমেনে তৈরি করা হয়েছিল। প্রথম আবিষ্কারের দিনগুলিতে কফি সুফি সাধকদের গভীর রাতে ভক্তির সময় জেগে থাকতে সাহায্য করত। পরে ছাত্রদের একটি দল মিশরের কায়রোতে কফি নিয়ে আসে। এরপর সেখানে দ্রুত কফির প্রচলন শুরু হয়ে যায়। খ্রিস্টিয় ১৩ শতকের মধ্যে এটি তুরস্কে পৌঁছেছিল। কিন্তু ১৬ শতকের আগে পর্যন্ত ইউরোপে কফির প্রচলন শুরু হয়নি। এটি ভেনিস ব্যবসায়ীদের দ্বারা ইতালিতে আনা হয়েছিল। এরপর তা দ্রুত পশ্চিমা সাম্রাজ্যের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

৩) উড়ন্ত মেশিন

আব্বাস ইবনে ফিরনাসই প্রথম ব্যক্তি যিনি একটি উড়ন্ত যন্ত্র নির্মাণ এবং সেটি উড়ানোর বাস্তব প্রচেষ্টা করেছিলেন। নবম শতকে তিনি একটি ডানাযুক্ত যন্ত্রের ডিজাইন করেছিলেন যা মোটামুটি পাখির শরীরের মতো দেখতে। স্পেনের কর্ডোভার কাছে তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত ফিরনাস মাটিতে পড়ে যাওয়ার আগে এবং আংশিকভাবে তার পিঠ ভেঙে যাওয়ার আগে কয়েক মুহূর্তের জন্য উপরের দিকে উড়ে যায়। তার নকশা নিঃসন্দেহে বিখ্যাত ইতালীয় শিল্পী এবং উদ্ভাবক লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির কাছে শত শত বছর পরেও অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

৪) বিশ্ববিদ্যালয়

৮৫৯ সালে ফাতিমা আল-ফিরহি নামে একজন যুবতী রাজকুমারী মরক্কোর ফেজে প্রথম ডিগ্রি প্রদানকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বোন মরিয়ম এর সংলগ্ন একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং একসাথে কমপ্লেক্সটি আল-কারউইয়িন মসজিদ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছিল। প্রায় ১২০০ বছর পরে এখনও এটি চলমান। এখানকার যে মৌলিক শিক্ষা সেই বিষয়টিও ইসলামিক ঐতিহ্যের মূলে রয়েছে এবং আল-ফিরহি বোনদের গল্প আজ সারা বিশ্বের মুসলিম তরুণীদের কাছেই নয়, এমনকী অমুসলিম মহিলাদেরকেও অনুপ্রাণিত করবে।

৫) বীজগণিত

বীজগণিত শব্দটি এসেছে একজন ফারসি গণিতজ্ঞের নবম শতকে লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ 'কিতাব আল-জাবর ওয়াল-মুগাবালা'- এর শিরোনাম থেকে। যা মোটামুটিভাবে অনুবাদ করে দাঁড়ায় 'যুক্তি ও ভারসাম্যের বই।' গ্রিক এবং হিন্দু পদ্ধতির শিকড়ের উপর নির্মিত, নতুন বীজগাণিতিক ক্রমটি ছিল মূলদ সংখ্যা, অমূলদ সংখ্যা এবং জ্যামিতিক পরিমাপের জন্য একটি একীকরণ ব্যবস্থা। গণিতবিদ আল-খোয়ারিজমিও সর্বপ্রথম একটি সংখ্যাকে শক্তিতে উন্নীত করার ধারণাটি প্রবর্তন করেছিলেন।

৬) অপটিক্স

অপটিক্সের গবেষণায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি মুসলিম বিশ্ব থেকে এসেছে। ১০০০ সালের দিকে ইউক্লিড এবং টলেমির তত্ত্বকে খারিজ করে ইবনে আল-হাইথাম প্রমাণ করেছিলেন যে মানুষের চোখের বস্তুগুলি প্রতিফলিত করার চোখে দেখে। যে আলো নিজেই চোখ থেকে নির্গত হয়। এই মহান মুসলিম পদার্থবিজ্ঞানী ক্যামেরার ঘটনাটিও আবিষ্কার করেছিলেন। যা ব্যাখ্যা করে যে, কীভাবে চোখ অপটিক স্নায়ু এবং মস্তিষ্কের মধ্যে সংযোগের কারণে চিত্রগুলি সোজাভাবে দেখে।

৭) সঙ্গীত

মুসলিম সঙ্গীতজ্ঞরা ইউরোপে গভীর প্রভাব ফেলেছিলেন। শার্লেমেনের সময় থেকে তাঁরা বাগদাদ এবং কর্ডোভার সঙ্গীতের সাথে প্রতিযোগিতা করেছিলেন। মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে দিয়ে ইউরোপে আগত অনেক যন্ত্রের মধ্যে রয়েছে ল্যুট এবং রাহাব, যা হল বেহালার পূর্ব ভার্সন। আধুনিক বাদ্যযন্ত্রের স্কেলগুলি আরবি বর্ণমালা থেকে উদ্ভুত।

৮) টুথব্রাশ

পয়গম্বর হজরত মহম্মদ প্রায় ৬০০ সালে প্রথম টুথব্রাশের ব্যবহারকে জনপ্রিয় করেছিলেন। মেসওয়াক গাছের ডাল ব্যবহার করে তিনি দাঁত পরিষ্কার করতেন এবং শ্বাসকে সতেজ করতেন। আধুনিক টুথপেস্টে মেসওয়াকের অনুরূপ পদার্থ ব্যবহার করা হয়।

৯) ক্র্যাঙ্ক

বিপ্লবী ক্র্যাঙ্ক-কানেক্টিং রড সিস্টেম-সহ আধুনিক স্বয়ংক্রিয়তার অনেকগুলি মৌলিক বিষয় প্রথম মুসলিম বিশ্বে ব্যবহার করা হয়েছিল। ঘূর্ণমান গতিকে রৈখিক গতিতে রূপান্তর করে, ক্র্যাঙ্ক আপেক্ষিক স্বাচ্ছন্দ্যে ভারী বস্তুগুলিকে উত্তোলন করতে সক্ষম করে। ১২ শতকে আল-জাজারি দ্বারা আবিষ্কৃত এই প্রযুক্তিটি বিশ্বজুড়ে বিস্ফোরিত হয়েছিল, যা সাইকেল থেকে অভ্যন্তরীণ দহন ইঞ্জিন পর্যন্ত সবকিছুর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

১০) হাসপাতাল

হাসপাতালের ধারণা যথা ওয়ার্ড এবং শিক্ষাকেন্দ্র নবম শতকের দিকে মিশর থেকে এসেছে। এই ধরনের প্রথম চিকিৎসাকেন্দ্র ছিল আহমদ ইবনে তুলুন হাসপাতাল, যা কায়রোতে ৮৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তুলুন হাসপাতালই প্রথম স্বাস্থ্যকেন্দ্র যা অসুস্থ রোগীকে বিনা মূল্যে যত্ন প্রদান করে। এটিও ইসলামি রীতি। অসুস্থ মানুষের যত্ন নেওয়ার নীতি মুসলিম ঐতিহ্যের অংশ। এর ওপর ভিত্তি করেই তৈরি হয় বিশ্বের প্রথম হাসপাতাল ইবনে তুলুন। পরবর্তীতে যা কায়রো থেকে মুসলিম বিশ্ব-সহ অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে।

ফিরে দেখা

২০২২ সালের যে সব ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছিল বিশ্ব-রাজনীতিকে

২০২২ সালে শেষের পথে। আসছে নতুন বছর। তার আগে একবার ফিরে দেখা সেইসব ঘটনায়, যা এ বছর নাড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিল বিশ্ব-রাজনীতিকে। যে সমস্ত ঘটনায় রাজনৈতিক সংকট তৈরি হয়েছিল দেশে, বিশ্বব্যাপী নজর কেড়েছিল, তা নিয়েই এই প্রতিবেদন।

ইউক্রেনের উপর রুশ হামলা

২০২২ সালে এসে তিন বছর ধরে চলা করোনা মহামারীর শাপমুক্তি ঘটেছে। যদিও বছর শেষে আবার তা বিশ্বের বহু দেশেই ত্রাস হয়ে উঠতে শুরু করেছে। করোনার বাড়বাড়ন্ত একটু কমতেই যে ঘটনা গোটা বিশ্বকে নাড়িয়ে দিয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম হল ইউক্রেনের উপর রুশ হামলা। যা একটি পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের চেহারা নিয়েছিল। এর ফলে বেশ কয়েকটি দেশ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

পাকিস্তানে রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক সঙ্কট

আবার এ বছরই বেশ কিছু দেশে রাজনৈতিক অস্থিরাবস্থা তৈরি হয়েছে। তার মধ্যে প্রথমেই যে দেশটির নাম করতে হবে, তা হল পাকিস্তান। পাকিস্তানে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে উদ্ভুত হয়েছিল রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক সঙ্কট। জাতীয় পরিষদের ডেপুটি স্পিকার কাসিম খান সুরি অধিবেশন চলাকালীন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের বিরুদ্ধে একটি অনাস্থা প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছিলেন। পরে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি আরিফ আলভি জাতীয় পরিষদ ভেঙে দেন। এই জাতীয় পরিষদ ভেঙে দেওয়াকে অসাংবিধানিক বলে অভিহিত করা হয়। আদালতের রায়ের পর ৯ এপ্রিল দীর্ঘ অধিবেশন শেষে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার পদত্যাগপত্র জমা দেন। ১০ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়। এবং ইমরান খান হন পাকিস্তানের বরখাস্ত হওয়া প্রথম প্রধানমন্ত্রী। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন পাকিস্তান মুসলিম লিগের নেতা (নওয়াজ) শাহবাজ শরিফ।

দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কায় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকট

শ্রীলঙ্কার নজিরবিহীনভাবে অর্থনৈতিক সংকট তৈরি হয় এ বছর। তার ফলে দেশটিতে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়। কয়েক বছরের অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি, দুর্বল প্রশাসন ও সুশাসনের অভাবে ভারতের প্রতিবেশী দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কায় অর্থনৈতিক সঙ্কটের কারণ ছিল। শ্রীলঙ্কার জনগণ তৎকালীন রাষ্ট্রপতি গোতাবায়া রাজাপক্ষে ও প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দ্রা রাজাপক্ষের পদত্যাগের আহ্বান জানান। সেই দাবিতে হাজার হাজার মানুষ শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপাক্ষের ব্যক্তিগত বাসভবনের কাছে বিক্ষোভ দেখান। তারা সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে দিতে তাঁরা রাষ্ট্রপতির বাড়িতে পর্যন্ত চড়াও হন।

দেশে এই ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দ্রা রাজাপক্ষে ২৬ সদস্যকে ৩ এপ্রিল পদত্যাগের নির্দেশ দেন। একমাস পরে ৯ মে প্রধানমন্ত্রী নিজে পদত্যাগ করেন। এরপর গোটা দেশে কারফিউ জারি ছিল। তারই মধ্যে ১৩ মে রনিল বিক্রমসিংহে শ্রীলঙ্কার ২৬তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। এরপর বিক্ষোভকারীরা রাষ্ট্রপতির বাসভবনে চড়াও হন। তখন রাষ্ট্রপতি ৯ জুলাই বাসভবন ছেড়ে পালিয়ে যান। ১৪ জুলাই তিনি মালদ্বীপ হয়ে সিঙ্গাপুরে পৌঁছন। এরপর রনিল বিক্রমসিংহে ২০ জুলাই সংসদীয় ভোটে জয়ী হয়ে শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি হন।

নজিরবিহীন অশান্তি ব্রিটিশ রাজনীতিতে

যে ব্রিটিশরা একসময় বিশ্বজুড়ে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল, তারাই দুই মাসের ব্যবধানে তিনজন প্রধানমন্ত্রী দেখল। ৮ সেপ্টেম্বর রাজা দ্বিতীয় এলিজাবেথকেও হারিয়েছিল ব্রিটেন। তারপর ১০ ডাউনিং স্ট্রিটে অশান্তির সূত্রপাত। জুলাই মাসে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন পদত্যাগ করেছিলেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন আরেক রক্ষণশীল নেতা লিজ ট্রাস। ঋষি সুনকের বিরুদ্ধে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে ট্রাস ৬ সেপ্টেম্বর দেশের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন। লিজ ট্রাসের কার্যকাল খুব স্বল্পস্থায়ী ছিল। কারণ তাঁর সরকার মাত্র ৪৫ দিন স্থায়ী হয়েছিল। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রিত্বের ইতিহাসে সংক্ষিপ্ততম মেয়াদ। ট্রাসের ব্যর্থতা পথ ধরে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হিসেবে উত্থান হয়েছিল ঋষি সুনকের। ভারতীয় বংশোদ্ভুত ঋষি সুনক পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ব্রিটেনের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রধানমন্ত্রী তিনি। দেশের ভঙ্গুর অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করার দুঃসাহসিক কাজ তিনি হাতে নিয়েছেন।

ব্রাজিলে সাধারণ নির্বাচনের পর বিক্ষোভ

বর্তমান রাষ্ট্রপতি এবং অতি-ডানপন্থী জনতাবাদী নেতা জাইর বলসোনারো তার বামপন্থী প্রতিদ্বন্দ্বী এবং প্রাক্তন জাতীয় নেতা লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভার কাছে হেরে যাওয়ার পরে ব্রাজিলের বিভিন্ন অংশে বিক্ষোভ দানা বাঁধে। বলসোনারোর দল নির্বাচনের ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ করে। কারণ তিনি স্বল্প ব্যবধানে হেরে যান। লুলা দা সিলভা দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে কঠিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ৫০.৯ শতাংশ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। ৩০ অক্টোবর এই নির্বাচনের পর বলসোনারোর অনুগামীরা এই হার মানতে পারেননি। বিক্ষোভ এমনই মাত্রায় পৌঁছয় যে, অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে হাজারটিরও বেশি রাস্তা। তিন সপ্তাহের বেশি সময় ধরে এই বিক্ষোভ চলে। বিক্ষোভকারীরা হিংসা ছড়াচেও কসুর করেনি। বোমা ছোড়া থেকে শুরু করে, ইটবৃষ্টি, টায়ার পোড়ানো, সবরকম পদ্ধতি প্রয়োগ করেন তাঁরা। এখনও বিক্ষোভ জারি রয়েছে, তবে তা শান্তিপূর্ণ পথে চালাচ্ছেন বলসোনারো সমর্থকরা।

২০২৩-এর ভবিষ্যদ্বাণী

২৫ বছর আগে জানিয়েছিলেন ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা বাবা ভাঙ্গা

বাবা ভাঙ্গার করা দুটি ভবিষ্যদ্বাণী সম্প্রতি সত্যি হয়েছে। আসন্ন ২০২৩ সালে নিয়েও তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করে যান। সেই ভবিষ্যদ্বাণী ভাবিয়ে তুলেছে গোটা বিশ্বকে। তা কি সত্যি হবে? বিশ্বের অনেক বিষয়েই তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী এযাবৎ কাল মিলে গিয়েছে, এবার ২০২৩ সাল নিয়ে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে বছর শেষে জোরদার চর্চা চলছে।

বিখ্যাত রহস্যবাদী এবং ভাববাদী ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা বাবা ভাঙা ২০২৩ সাল নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। জৈব অস্ত্র থেকে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিস্ফোরণ নিয়ে নতুন বছরের জন্য জঘন্য পূর্বাভাস রয়েছে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীতে। ২০২২ নিয়ে তিনি যা বলেছিলেন, তা সত্যি হয়েছে। তাই সবাই ভাবতে শুরু করেছে ২০২৩ নিয়েও তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হতেই পারে। ২০২২ একেবার শেষলগ্নে পৌঁছে গিয়েছে। তাই নতুন বছরে বিশ্ববাসীর জন্য কী অপেক্ষা করে রয়েছে বা কী উপহার পেতে চলেছেন মানুষ, তা জানতে মুখিয়ে রয়েছেন সবাই। সবাই আগামী বছরের জন্য নতুন আশা ও নতুন ভরসার জন্য প্রার্থনা করছেন। কিন্তু বাবা ভাঙ্গা যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, তাতে ২০২৩ সম্পর্কে ভালো কিছু অপেক্ষা করে থাকছে না বলেই মনে করা হচ্ছে।

বাবা ভাঙ্গা ছিলেন বুলগেরিয়ার একজন অন্ধ মহিলা। তিনি ১২ বছর বয়সে তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। কথিত আছে, অন্ধ হয়ে যাওয়ার পরই তিনি অন্তর্দৃষ্টি পান। ভগবান তাঁকে ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা হয়ে ওঠার জন্য ঐশ্বরিক দৃষ্টিশক্তি দান করেন। সেই অন্তর্দৃষ্টি থেকেই তিনি বিশ্ব সম্পর্কে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন। তার অনেকগুলিই সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে। আবার অনেক ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি প্রমাণিত হয়নি। তিনি ১৯৯৬ সালের ১১ অগাস্ট মারা যান। তিনি ৫০৭৯ সাল পর্যন্ত ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন।

বাবা ভাঙ্গা ২০২২ সালে এখন পর্যন্ত অনেকগুলি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। তার মধ্যে এখন পর্যন্ত দুটি ভবিষ্যদ্বাণী মিলে গিয়েছে। একটি ছিল, অস্ট্রেলিয়ায় ভয়াবহ বন্যা। তা মিলে গিয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূলে বছরের শুরুতেই প্রবল বৃষ্টির জেরে ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল। আর একটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন বড় শহরগুলিতে খরা হবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী এখন ইউরোপে সত্য প্রমাণিত হচ্ছে। ব্রিটেন, ইতালি ও পর্তুগাল হিমবাহ ও জল দ্বারা বেষ্টিত হয়েও তীব্র খরার কবলে পড়েছে। ১৯৫০-এর দশকের পর সবথেকে খারাপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে ইতালি ও পর্তুগালও।

বাবা ভাঙ্গা ২০২২ সালে আরও দুটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তার মধ্যে একটি হল রাশিয়ার সাইবেরিয়া অঞ্চলে একটি বিপজ্জনক ভাইরাস শনাক্ত হবে। করোনা ভাইরাসের পর বিশ্বে নতুন করে এই বিপজ্জনক ভাইরাস ছড়িয়ে পড়বে। যা মহামারীর আকার নেবে ফের। এবং এর ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হবে বিশ্বব্যাপী। অর্থাৎ ফের এক প্যানডামিকের মুখে পড়বে বিশ্ব। বিশ্বে পুরোপুরি করোনা মহামারী না কাটলেও ফের চিন, আমেরিকা, ব্রাজিল, জাপান ও কোরিয়ায় শুরু হয়েছে নয়া স্ট্রেনের প্রকোপ।

এ বছর আর একটি যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন বাবা ভাঙ্গা, তা ছিল ভারত নিয়ে। এ বার বিশ্বের তাপমাত্রা যখন কমতে শুরু করবে, তখন পঙ্গপালের প্রকোপ বাড়বে। ঝাঁকে ঝাঁকে পঙ্গপাল ভারতের দিকে ধেয়ে আসবে। তার ফলে সবুজ ধ্বংস হবে। খাদ্যশস্য নষ্ট হবে। পঙ্গপালের আক্রমণে ফসলের মারাত্মক ক্ষতি হবে ভারতে, যা দেশে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করবে বলে বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণী। কিন্তু এই ভবিষ্যদ্বাণী এখনও সত্যি হয়নি।

বাবা ভাঙ্গা ২০২৩ নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে ল্যাবে শিশুদের বিকাশ করা হবে। এছাড়াও তিনি জানান, পিতা-মাতারা তাদের সন্তানের লিঙ্গ এবং রঙ নির্ধারণ করতে সক্ষম হবেন। বাবা ভাঙ্গা ভবিষ্যদ্বাণী করেন, একটি 'বড়' দেশ অন্যদের উপর জৈব অস্ত্র পরীক্ষা করতে পারে। এই হামলায় হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হতে পারে। তিনি আরও ভবিষ্যদ্বাণী করেন, ২০২৩ সালে এশিয়া মহাদেশে একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিস্ফোরণ হতে পারে। এই বিস্ফোরণ ভারতেও প্রভাব ফেলতে পারে।

বাবা ভাঙ্গার আসল নাম ভ্যাঙ্গেলিয়া পান্ডেভা গুশতেরোয়া। তিনি মারা যান ১৯৯৬ সালে। মারা যাওয়ার আগে তিনি মোট ৫০৭৯টি ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন। তা পর্যায়ক্রমে মিলে যাচ্ছে বেশিরভাগই। ব্রিটেনে যুবরানি ডায়ানার মৃত্যু, আমেরিকায় ৯/১১ হামলা, বারাক ওবামার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়া ইত্যাদি ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছে। আবার অনেক ভবিষ্যদ্বাণী মেলেওনি। বাবা ভাঙ্গা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ২০১৬ সালে ইউরোপে একটি বড় যুদ্ধ হবে। সেই যুদ্ধ সমগ্র মহাদেশকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। তা হয়নি। ২০১০ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত বিশ্বে ভয়ঙ্কর পারমাণবিক যুদ্ধ হবে। তাতেও একটি বড় অংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তাও সত্যি হয়নি।

বিজেপির ঘুম ছুটিয়ে প্রাক্তন মন্ত্রী গড়ছেন নতুন দল

কর্নাটক বিধানসভা নির্বাচন

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রাক্তন বিজেপি মন্ত্রী মাইনিং ব্যারন গালি জনার্দন রেড্ডি এবার নতুন দল গড়ছেন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত কর্নাটক ভোটের আগে নতুন সমীকরণ তৈরি করতে পারে। কর্নাটকে রাজনৈতিক পদ পরিবর্তন ঘটাতে পারে জনার্দন রেড্ডির নতুন দল করার পরিকল্পনা। জনার্দন রেড্ডি যে নতুন দল তৈরি করেছেন কর্নাটকে, তার নাম দেওয়া হয়েছে কল্যাণ রাজ্য প্রগতি পক্ষ। নতুন এই দলের প্রতীকে তিনি কর্নাটকের কোপ্পাল জেলার গঙ্গাবতী থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলেও জানিয়ে দিয়েছেন। প্রাক্তন বিজেপি নেতা তথা মন্ত্রীর এই ঘোষণা রাজ্য রাজনীতিতে ঝড় তুলে দিয়েছে।

বেঙ্গালুরুতে সাংবাদিক বৈঠক করে জনার্দন রেড্ডি বলেন, বাজপেয়ীর কথা মনে রেখে আমি এই দল গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি কল্যাণ রাজ্য প্রগতি পার্টি তৈরি করে জনজীবনে প্রবেশ করতে চাইছি অটল বিহারী বাজপেয়ীর আদর্শকে পাথেয় করে। আমি কল্যাণ রাজ্য প্রগতি পার্টি প্রতিষ্ঠা করেছি রাজ্যের উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে। কর্নাটকের বিধানসভা নির্বাচনের আর কয়েকমাস বাকি। তার আগে খনি-ব্যারন তথা বিজেপির প্রাক্তন মন্ত্রী তাঁর নতুন দলকে এবার বিজেপির চ্যালেঞ্জার হিসেবে সামনে আনতে চাইছেন। তিনি সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, বিজেপি নেতারা বলছেন আমি এই মুহূর্তে দলের সদস্য নই। বিজেপির সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই।

বিজেপির সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলেও আমি রাজ্য ও রাজ্যবাসীর কাছে সেই বার্তা রাখতে চাইছি যে, বিজেপির প্রতি মানুষের বিশ্বাস উঠে গিয়েছে। এই বিজেপিকে কেউ বিশ্বাস করে না। এরা আদর্শচ্যুত হয়ে গিয়েছে। অটল বিহারী বাজপেয়ীর বিজেপি আর এই বিজেপির কোনও তুলনা চলে না। এখনকার বিজেপি অটলবিহারী বাজপেয়ীর আদর্শ থেকে বেরিয়ে এসেছে। জনার্দন রেড্ডি বলেন, আমি কল্যাণ রাজ্য প্রগতি পক্ষ নামে নতুন এই দলে পক্ষে ঘোষণা করছি, এটা আমি তৈরি করেছি আমার নিজস্ব চিন্তাধারায়, দ্বাদশ শতকের সমাজ সংস্কারক বাসভন্নের আদর্শে। ধর্ম ও বর্ণের নামে বিভাজনকারী রাজনীতির বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই। আমি আমার জীবনে এখনও পর্যন্ত কোনও নতুন উদ্যোগে ব্যর্থ হইনি। ছোটোবেলায় মার্বেল খেলার দিন থেকে আমি কোনও পরাজয় স্বীকার করিনি। আজও করব না। তিনি বলেন, আমি রাজ্য প্রগতির পক্ষ থেকে তাদের আশীর্বাদ পাওয়ার বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী। ভবিষ্যতে কর্নাটককে কল্যাণকামী রাজ্য হিসেবে তুলে ধরতে সম্ভবপর হব বলেই আমার বিশ্বাস। জনার্দন রেড্ডি প্রায় ১২ বছর ধরে রাজনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয় রয়েছে। ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে তিনি প্রচারে ছিলেন সামান্য সময়। তাঁকে খনি কেলেঙ্কারিতে সিবিআই গ্রেফতার করেছিল। তারপর ফের প্রচারের আলোয় ফিরতে তিনি নতুন দল গড়ে ভোট ময়দানে নামতে চলেছেন। তাঁর এই পদক্ষেপে রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণে পরিবর্তন আসতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

বছর ঘুরলেই ভোট
রথ-রাজনীতিতেই ভরসা বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি: বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন। তার আগেই ভোটের উত্তাপে তাততে শুরু করেছে ত্রিপুরা। কদিন আগেই মেঘালয়ের পাশাপাশি ত্রিপুরা সফর সেরে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এবার সাধারণ মানুষের নজর টানতে উত্তর-পূর্বের এই রাজ্যে রথ-রাজনীতিকে ফিরিয়ে আনতে চলেছে গেরুয়া শিবির। নতুন বছরের শুরু থেকেই এই রথযাত্রা শুরু হচ্ছে ত্রিপুরায়। ত্রিপুরা বিজেপি সূত্রের খবর, এই রথযাত্রা পরিচালনা করার জন্যে রাজ্য বিজেপির তরফে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির দায়িত্বে থাকছেন ত্রিপুরার মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। সাধারণ সম্পাদক টিঙ্কু রায় ও অমিত রক্ষিতকে করা হয়েছে রথযাত্রা পরিচালনার কো-ইনচার্জ।

জানা গিয়েছে, ত্রিপুরার দু'দিক থেকে যাত্রা শুরু হবে এই যাত্রা। একটি রথ বেরবে উত্তর ত্রিপুরা থেকে, অন্যটি দক্ষিণ ত্রিপুরা থেকে। উত্তর ত্রিপুরা থেকে যে রথ বের হবে, তার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অমিত রক্ষিত, তাপস ভট্টাচার্য, শম্ভুলাল চাকমা এবং যাদবলাল নাথকে। দক্ষিণ ত্রিপুরার রথের দায়িত্বে থাকছেন টিঙ্কু রায়, প্রমোদ রিয়াং, বিভীষণ দাস ও তাপস মজুমদার। এদিন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা বলেন, "ভারতীয় জনতা পার্টি খুন, সন্ত্রাসের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। কোনও দুর্নীতি, কেলেঙ্কারিতে আস্থা রাখে না। জনগণের কল্যাণে কাজ করতে বিশ্বাস করে।" এরপরেই প্রাক্তন শাসকদলের উদ্দেশ্যে তাঁর তোপ, "নিজেদের শাসনকালে ত্রিপুরাকে খুন, সন্ত্রাস, রাহাজানি উপহার দিয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টির সরকার।" মানিক সাহার দাবি, এখনও বিভিন্ন জায়গায় লাল-সন্ত্রাস চালানোর

ত্রিপুরা

চেষ্টা চলছে, ৯৩-এর কায়দায় সরকার গড়ার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। ২০১৮ সালের ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকারের ২৫ বছরের শাসনের অবসান ঘটিয়ে ত্রিপুরাতে সরকার গড়ে বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয় বিপ্লব দেবকে। কিন্তু ২০২২ এর ১৪ মে, বিধানসভা নির্বাচনের প্রায় এক বছর আগেই ত্রিপুরা সরকারে বড়সড় রদবদল আনে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। বিপ্লব দেবকে সরিয়ে ২০২২ সালের ১৪ মে মানিক সাহাকে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বে নিয়ে আসা হয়। আগামী ফেব্রুয়ারিতেই ত্রিপুরায় বিধানসভা নির্বাচন।

ভারত জোড়ো যাত্রার নিমন্ত্রণ ফিরিয়ে মোদীর 'যাত্রায়' সামিল হওয়ার ডাক

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো যাত্রায় যোগদানের জন্য নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী দীনেশ শর্মা। তবে তিনি মঙ্গলবার রাহুল গান্ধীর সেই নিমন্ত্রণ ফিরিয়ে দেন। বরং এই দেশকে জুড়তে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রচেষ্টায় কংগ্রেস নেতাকে শামিল হওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। বর্তমানে দিল্লিতে রয়েছে কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রা। আগামী ৩ জানুয়ারি তা উত্তর প্রদেশে প্রবেশ করবে।

তবে কংগ্রেসের এই যাত্রার উত্তর প্রদেশের প্রবেশ নিয়ে ঠাট্টা করেন বিজেপি নেতা তথা উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী দীনেশ শর্মা। তিনি এই যাত্রাকে কটাক্ষ করে বলেন, যাঁরা 'ভারত তোড়ো'-র সঙ্গে জড়িত তাঁরা আবার 'ভারত জোড়ো' যাত্রায় বেরিয়েছেন। প্রসঙ্গত, কংগ্রেস একাধিক অ-বিজেপি দলগুলিকে এই ভারত জোড়ো যাত্রায় অংশ নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করেছিল। যেমন সমাজবাদী পার্টির অখিলেশ যাদব, বিএসপির মায়াবতী ও আরএলডির জয়ন্ত চৌধুরীকে উত্তর প্রদেশে এই যাত্রায় অংশ নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়। তবে প্রথমে তাঁদের এই যাত্রায় অংশ নেওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলেও পরে সেই সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে যায়। গতকালই এসপি ও বিএসপি সূত্রে জানা গিয়েছে, অখিলেশ বা মায়াবতী দু'জনের কেউই হয়তো এই যাত্রায় অংশগ্রহণ করছেন না। তবে তাঁরা এই যাত্রার পরিকল্পনাকে সমর্থন করেন বলে দলের তরফে জানানো হয়েছে। তাই তাঁরা সরাসরি এই যাত্রায় অংশ না নিলেও তাঁদের দলের প্রতিনিধিদের এই যাত্রায় অংশ নানা উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই ভারতকে সংযুক্ত করার জন্য আসল প্রচেষ্টা করছে।" এছাড়াও তিনি এদিন প্রধানমন্ত্রীর প্রচেষ্টার অন্যান্য উদাহরণও তুলে ধরেন। যার মধ্যে অন্যতম হল জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার এবং উত্তর-পূর্ব ভারতে রাস্তা নির্মাণ। তিনি আরও বলেন যে, কংগ্রেসে প্রচুর নেতিবাচক ধ্যান ধারণা

নেওয়ার সম্ভাবনা এখনই উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

এদিকে লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হওয়ার কারণে দীনেশ শর্মাকেও এই যাত্রায় অংশ নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তিনি বলেন, "বিভিন্ন রাস্তাঘাট বানিয়ে এবং রয়েছে। এবং তা জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের বিরোধিতায় এবং কেরলে মুসলিম লিগের সঙ্গে হাত মেলানোয় স্পষ্ট হয়েছে। তিনি আরও জানিয়েছেন, কংগ্রেসের তরফে ভারত জোড়ো যাত্রায় অংশগ্রহণের বিষয়ে তিনি কিছু জানেন না।

বিএসএফ-এর অল ওমেন বাইকার্স 'সীমা ভবানী' দিল্লির কর্তব্য পথে। তারা নাম তুলল লিমকা বুক রেকর্ডে।

দুর্নীতি রুখতে নিয়ম বদল, ১০০ দিনের কাজে সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি: অভিযোগ ছিল ভুরিভুরি। এবার তাই কড়া কেন্দ্রীয় সরকার। নতুন বছরে একশো দিনের কাজে বড় পদক্ষেপ করতে চলেছে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক। এবার থেকে মনরেগা প্রকল্পে শ্রমিক-সহ অন্যান্য কর্মীদের হাজিরা নেওয়া হবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে। একটি মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে এই হাজিরা নেওয়ার ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। গত ২৩ ডিসেম্বর এই বিষয়ে নির্দেশিকাও জারি করা হয়েছে।

একশো দিনের কাজে ডিজিটাল পদ্ধতিতে হাজিরা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় অনেক আগেই। পরীক্ষামূলক ভাবে ডিজিটাল হাজিরা নেওয়া চালু হয় গত মে মাসে। নতুন বছরের প্রথম দিন, অর্থাৎ ১ জানুয়ারি থেকে মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে একশো দিনের কাজে হাজিরা নেওয়ার কাজ শুরু হবে। কোন কাজে যুক্ত, ছুটির সময় কী, কাজের জায়গার লোকেশন-সহ সংশ্লিষ্ট কর্মীর ছবি যুক্ত করা হবে এই মোবাইল অ্যাপে। এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হবে একশো দিনের কাজে যুক্ত সুপারভাইজারদের। মনরেগা প্রকল্প নিয়ে বিভিন্ন রাজ্য থেকেই দফায় দফায় দুর্নীতির অভিযোগ এসেছে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের কাছে। এরাজ্যেও এই প্রকল্পে দুর্নীতি-সহ টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ তুলেছেন বিজেপি নেতারা। তবে কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ ব্যাপারে যথেষ্ট কড়া। সমস্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে রাজ্য পদক্ষেপ করেছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রক। একশো দিনের কাজে রাজ্যে দুর্নীতি নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। তাঁর প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী নিরঞ্জন জ্যোতি লিখিত জবাবে জানিয়েছেন, "কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যে ১০০ দিনের কাজে দুর্নীতির তদন্তের জন্য বিশেষ দল পাঠিয়েছিল। সেই দলের রিপোর্ট অনুযায়ী রাজ্যকে পদক্ষেপ করার সুপারিশ করা হয়। সেই সুপারিশ মেনে রাজ্য সরকার পদক্ষেপ করেছে এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছে।"

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন, একশো দিনের কাজে দুর্নীতিতে যুক্ত থাকায় ৫ জন সুপারভাইজারকে বরখাস্ত করা হয়েছে। ১১৯ জনকে দেওয়া হয়েছে শোকজ নোটিস। তাঁদের বিরুদ্ধে তথ্যসংগ্রহ -সহ অপরাধ প্রমাণে চার্জ গঠন করা হয়েছে। ৯ জন সুপারভাইজার এবং ৪ জন সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে বলেও জানিয়েছেন সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি। রাজ্যের ৩৭ জন ইঞ্জিনিয়ার এবং প্রযুক্তিবিদদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করেছে রাজ্য সরকার।

এক মাসেরও বেশি সময় দাঁড়িয়ে দাঁতাল
প্রশ্নের মুখে বন দফতর

নিজস্ব প্রতিনিধি: এক মাসের বেশি সময় ধরে একটি হাতি অসুস্থ অবস্থায় পড়ে রয়েছে জঙ্গলে। কখনও গাছের ওপরে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকছে, কখনও শুঁড়ের ওপর ভর দিয়ে রয়েছে। এক মাসে মাত্র দু'বার চিকিৎসা হয়েছে। গ্রামবাসীরাই খাওয়ার ব্যবস্থা করছেন। কিন্তু অভিযোগ, নির্বিকার বনদফতর। এমনকী এগিয়ে আসেনি কোনও পশুপ্রেমী সংগঠনও। নাগরাকাটার অসুস্থ হাতিটি অসহায় অবস্থায় নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে দিনের পর দিন। সারাদিন হাতিটি গাছে শরীর হেলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করছে। হাতিটির শরীরের পেছনের অংশের ক্ষতস্থানে পোকা ধরে গিয়েছে, তা থেকে পচন শুরু হয়েছে।

এরই সঙ্গে ডান দিকের পিছনের পায়ের আঘাতও গুরুতর আকার ধারণ করায় হাতিটি একপ্রকার নড়াচড়া করতে পারছে না। রবিবার রাত থেকে হাতিটি নদী সংলগ্ন জঙ্গলে দাঁড়িয়ে ছিল। হেঁটে নদী পর্যন্ত আসতে না পারায় জল খেতে পারছিল না। এদিন দুপুরে হাতিটি নদীর পাশে এসে পৌঁছলেও, বিকালে শুঁড়ে ভর করে বহু কষ্টে হাতিটি নদীতে নেমে জল খেতে পারে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, এদিন দুপুর নাগাদ বনদফতরের একজন চিকিৎসক হাতিটিকে দেখতে এসেছিলেন, তিনি কাছ থেকে কিছুক্ষণ হাতিটিকে পর্যবেক্ষণ করেন এবং কিছু ছবি তুলে নিয়ে যান। খেরকাটা, ধূমপাড়া ও কলাবাড়ি এলাকার স্থানীয় বাসিন্দাই যতটুকু সম্ভব হাতিটিকে খাবারের জোগান দিয়ে চলেছেন। তবে একটি পূর্ণ বয়স্ক হাতির জন্য তা অপর্যাপ্ত। এদিনও তাঁরা বাঁধাকপি, লাউ, আটা ও কলাগাছ হাতিটিকে খেতে দিলেও, হাতিটি কাঁচা সবজি খাচ্ছে না, অল্প পরিমাণ কলাগাছ ও কয়েক কেজি আটা কেবল খেয়েছে। বিকালে হাতিটি নদীতে নেমে জল খাওয়ার পাশাপাশি দেহের ক্ষতস্থানে জল ছেটানোর চেষ্টা করতে থাকে।

স্থানীয় বাসিন্দারা এরপর বেশ কিছুক্ষণ হাতিটির গায়ে জল ছিটিয়ে দেয়, সেই সময় হাতিটি চুপচাপ নদীতে দাঁড়িয়েছিল। লেজ সরিয়ে ক্ষতস্থানে জল লাগানোর চেষ্টা করছিল। স্থানীয় বাসিন্দাদেরই বক্তব্য, জল ছেটানো বন্ধ করলেই হাতিটি ল্যাজ দিয়ে ক্ষতস্থানে আঘাত করে আবারও জল ছেটানোর ইশারা করছিল। স্থানীয় এক বাসিন্দার কথায়, "হয়তো বড় জ্বালা করছিল। জল লাগলে আরাম পাচ্ছিল। তাই এভাবেই অনেকক্ষণ জল দিই আমরা।" হাতিটির যাতে উপযুক্ত চিকিৎসা হয়, তার দাবি জানান স্থানীয় বাসিন্দারাও। রাজ্যে বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বলেন, "২ বছর ধরে অসুস্থ অবস্থায় ঘোরাফেরা করছিল হাতিটি। জঙ্গলের মধ্যে ওকে লোকেট করা যায়নি। আমি আজই খবর পেলাম। বনদফতরের কর্মীরা হাতিটির চিকিৎসা করছেন। আমি খবর নিচ্ছি।"

'মানুষ শুভেন্দুকে আর ভয় পাচ্ছে না'
নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়ে নিশানা জয়প্রকাশের

নিজস্ব প্রতিনিধি: নন্দীগ্রামের ভেটুরিয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচনে জয়ের পর বিরোধী দলনেতার কেন্দ্রে বাড়তি অক্সিজেন পেয়েছে রাজ্যের শাসক দল। মঙ্গলবার নির্বাচনে জেতার ফলস্বরূপ ধন্যবাদ জ্ঞাপন সভার আয়োজন করে তৃণমূল। এর আগে গত বিধানসভা নির্বাচনে এই আসনেই মুখ্যমন্ত্রীকে পরাস্ত করেছিলেন বিজেপি বিধায়ক। আসলে সাম্প্রদায়িক বিভাজনকে হাতিয়ার করেই বিজেপি শক্তি বাড়িয়েছিল, এখন আর সেই পরিবেশ বা পরিস্থিতি নেই , ধন্যবাদ জ্ঞাপন সভার মঞ্চ থেকে এমনটাই বার্তা তৃণমূল রাজ্য সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদারের ।

সমবায় নির্বাচনের ফলকে সামনে রেখেই রাজ্যের অন্যতম হটস্পট কেন্দ্রে বিরোধী দলনেতাকে কোণঠাসা করতে চাইছে রাজ্যের শাসক দল। এদিনের মঞ্চ থেকে সেই বার্তাই উঠে আসে। জয়প্রকাশ এদিন বলেন, "নন্দীগ্রামের মাটিতে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ঠাঁই নেই। ভেটুরিয়ায় সমবায়ের ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসের নিরঙ্কুশ জয়ের নিরিখে এবার নন্দীগ্রাম থেকেই রাজ্যের বিরোধী

দলনেতাকে যোগ্য জবাব দেওয়ার সময় এসেছে।"

প্রসঙ্গত, ভেটুরিয়ায় সমবায় নির্বাচনের সকাল থেকেই দফায় দফায় অশান্তি লেগে ছিল এলাকায়। দুই দলই একে ওপরের বিরুদ্ধে বহিরাগত লোক ঢোকানোর অভিযোগ তোলে। সেই অশান্তির প্রসঙ্গ টেনেই এদিন জয়প্রকাশ বলেন, "সাম্প্রদায়িক বিভাজন এনে রাজ্যে অশান্তির পরিবেশ তৈরির কৌশল নিয়েছেন শুভেন্দু। কথায় কথায় শাসানি, সন্ত্রাসের হুমকি দিয়ে চলেছেন। সাধারণ মানুষ আর ওকে ভয় পায় না। ভেটুরিয়া সমবায় ভোটে বহিরাগত দুষ্কৃতী ঢুকিয়ে বোমাবাজি, গুলি চালাবার ষড়যন্ত্র করেছিলেন বোমার রাজা, লোডশেডিংয়ের রাজা শুভেন্দু।"

এদিন সভায় দলের তমলুক সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান পীযূষকান্তি ভুঁইয়া, সভাপতি সৌমেন মহাপাত্র প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সম্প্রতি নন্দীগ্রামের ভেটুরিয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচনে ১২ টি আসনের মধ্যে ১২ টিতেই জয়লাভ করে তৃণমূল। নন্দীগ্রাম শুভেন্দুর বিধানসভা। সেই বিধানসভায় সমবায় নির্বাচনে খাতা খুলতে না পারায় কটাক্ষও শোনা যায় তৃণমূল নেতৃত্বদের মুখ থেকে। পঞ্চায়েত ভোটের আগে নন্দীগ্রামে তৃণমূলের ক্ষমতা যে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা সমবায় নির্বাচনে জয় হোক অথবা বিজেপি থেকে তৃণমূলে যোগদান হোক, তা প্রমাণিত বলেই দাবি তৃণমূল জেলা নেতৃত্বদের। তবে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের বক্তব্য, সমবায় নির্বাচনে তো সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করে না। তাই সেটাকে নিয়েই তৃণমূলের এই উল্লাস স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছেই দৃষ্টিকটু। আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই এলাকা থেকে জনসাধারণের সমর্থন বিজেপির সঙ্গে থাকবে বলে দাবি তাঁদের।

করোনা পরিস্থিতি নিয়ে নবান্নে বৈঠক
হাসপাতালগুলিকে দেওয়া হল বিশেষ নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি: করোনা পরিস্থিতি নিয়ে বিশেষ পর্যালোচনা বৈঠক করলেন মুখ্যসচিব। বুধবারের বৈঠকে জেলাশাসকদের পাশাপাশি জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপালরা ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন। সেই বৈঠকেই জেলাগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিলেন মুখ্যসচিব। নবান্ন সূত্রে খবর, বিভিন্ন জেলায় করোনা আক্রান্তদের উপর বিশেষভাবে নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। পাশাপাশি রাজ্যজুড়ে প্রথম ধাপে ৩৭১৮টি বেড কোভিডের জন্য রাখা হয়েছে। রাজ্যে এখনও পর্যন্ত ২৬ শতাংশ মানুষের বুস্টার ডোজ নেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে বাকি রয়েছে অনেকেই। তাই রাজ্যের যে বুস্টার ডোজ প্রয়োজন রয়েছে সেকথা কেন্দ্রকে জানানো হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যসচিব।

পাশাপশি, পরীক্ষা বাড়ানোর কথা বলা হয় এদিনের বৈঠকে। মুখ্যসচিবের কড়া নির্দেশ, সব ধরনের কিট যাতে প্রস্তুত থাকে সেগুলি দেখতে হবে। অক্সিজেন কন্সেন্ট্রেটরের ব্যবস্থা রাখতে হবে হাসপাতালগুলিতে। যাঁদের শ্বাসকষ্ট সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে, তাঁদের দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। এয়ারপোর্টে নজরদারি আরও বাড়াতে হবে। সম্প্রতি রাজ্যে বিদেশ ফেরত দুজনের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। তাই এদিনের বৈঠকে এয়ারপোর্টে আরও নজরদারি বাড়ানোর পক্ষেও সওয়াল করেন মুখ্যসচিব। রাজ্যের তরফে ভ্যাকসিন চেয়ে কেন্দ্রকে প্রয়োজনীয় চিঠি লেখা হচ্ছে বলেও সূত্রের খবর। হাসপাতালগুলিতে ইতিমধ্যেই অক্সিজেন প্লান্ট-সহ যে একাধিক পরিকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে, সেগুলি যাতে ফের কার্যকরী করা হয় সেই বিষয়েও নির্দেশ দেন মুখ্যসচিব।

বঙ্গেও ভারত জোড়ো
সাগর থেকে পাহাড় যাত্রা কংগ্রেস নেতৃত্বের

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত ৩৫৭০ কিমি দীর্ঘ ভারত জোড়ো যাত্রা চলছে। তারই সমর্থনে বাংলার গঙ্গাসাগর থেকে পাহাড়ের কার্শিয়াং পর্যন্ত যাত্রার সূচনা করলেন অধীর চৌধুরী। ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত এই পদযাত্রা রাজ্যের ১০টি জেলাকে পরিক্রমা করবে। ইতিমধ্যেই বিজেপি বিরোধী সকলকেই যাত্রায় সামিল হতে আহ্বান জানিয়েছেন অধীর। সকাল ১০টায় সাগর থেকে বঙ্গে ভারত জোড়ো যাত্রার সূচনা করলেন অধীর চৌধুরী। তার আগে মিছিল করে কলসে গঙ্গাসাগরের জল নিতে শুরু হয় কংগ্রেস নেতা-কর্মীদের ভিড়। সাগরের ধারে ঝান্ডা নিয়ে 'জোড়ো জোড়ো ভারত জোড়ো' স্লোগান তোলেন কংগ্রেস কর্মীরা।

গঙ্গাসাগর থেকে কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রার সুচনার সময় উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী এবং আবদুল মান্নান। এছাড়াও রয়েছেন প্রদীপ ভট্টাচার্য। এই রাজ্যে ভারত জোড়ো যাত্রার বাংলা নাম দেওয়া হয়েছে সাগর থেকে পাহাড়। সাগর ব্লকে দুদিন থাকবে এই যাত্রা। রাহুল গান্ধী তার ভারত জোড়ো যাত্রায় আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন তৃণমূল-সহ বিজেপি বিরোধী সব দলগুলিকে। বিরোধী ঐক্যের ক্ষেত্রে এই আমন্ত্রণ সদর্থক ছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বঙ্গে কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রার ক্ষেত্রে সেই একই ভূমিকা নিল না অধীরের নেতৃত্বে থাকা কংগ্রেস। সকলকে যাত্রায় উদার আহ্বান জানালেও রাজনৈতিক দলগুলিকে কোনও চিঠি পাঠানো হবে না বলে জানিয়েছেন অধীর। গুজরাট ভোটে গোহারান হেরেছে কংগ্রেস। হিমাচলে ধাক্কা খেয়েছে বিজেপি। তবে ওই দুই ভোটের আগে থেকেই দক্ষিণে ভালো সাড়া ফেলেছে রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো যাত্রা। রাহুল গান্ধীর ভারতে জোড়ো যাত্রায় যোগ দিয়েছেন

বলিউডের একাধিক সেলিব্রিটি। তালিকায় রয়েছে স্বরা ভাস্কর, পূজা ভাট, রিয়া সেন, সুশান্ত সিংরা। এবার রাহুলের ভারত জোড়ো যাত্রায় এবার যোগ দিয়েছেন দক্ষিণের সুপারস্টার কমল হাসান।

এছাড়াও রাহুল গান্ধীর 'ভারত জোড়ো' যাত্রায় যোগ দেন রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার প্রাক্তন গভর্নর রঘুরাম রাজন। রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার প্রাক্তন গভর্নর রঘুরাম রাজনের সঙ্গে রাহুল গান্ধীর ছবি টুইট করে কংগ্রেস দাবি করে যে, ঘৃণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে দেশের মানুষ একজোট হচ্ছে। আর এটাই প্রমাণ করছে যে আমরা সফল হব।' ৭ সেপ্টেম্বের তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারী থেকে শুরু হয়েছিল রাহুল গান্ধীর এই 'ভারত জোড়ো' যাত্রা।

শীতের মরসুমে জয়নগরে ফিরল বিনোদনের হারিয়ে যাওয়া নস্ট্যালজিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২৫ বছর পর আবারও জয়নগরের মাটিতে এল সার্কাস। ইন্টারনেটের যুগে মানুষের অন্যতম বিনোদনের মাধ্যম সার্কাস যেন হারিয়ে গিয়েছিল। সার্কাসকে ঘিরে রয়েছে অনেক নস্ট্যালজিয়া। সার্কাসের নানা রকম পশু-পাখির খেলা মানুষের মন জয় করে নিত। কিন্তু সাম্প্রতিককালে ভারত সরকারের তরফ থেকে পশুপাখি নিয়ে খেলা দেখানো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে সার্কাসের জৌলুস আগের থেকে অনেকটাই ফিকে হয়ে গিয়েছে। বহু সার্কাস ইতিমধ্যেই বন্ধের মুখে। রয়েছে হাতে গোনা কয়েকটি সার্কাস কোম্পানি। একসময় দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন প্রান্তে শীতের মরশুমে সার্কাসের রঙিন তাঁবুকে ঘিরে কচিকাঁচাদের উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো। সেই উন্মাদনা আগের থেকে অনেক হারিয়ে গিয়েছে। এখন কচিকাঁচাদের বিনোদনের মাধ্যমে গিয়েছে নেট দুনিয়ায়। ফলে সার্কাস থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে সার্কাস প্রেমী মানুষেরা। এবার আবারও সার্কাস প্রেমী মানুষদের জন্য সুখবর দিতে জয়নগরের মাটিতে ২৫ বছর পর এলো কোন একটি সার্কাস কোম্পানি। ডিসেম্বর মাসের শেষ

সপ্তাহে জয়নগর-মজিলপুর মিউনিসিপ্যালিটির মাঠে শুরু হয়েছে ডায়মন্ড সার্কাস। এই সার্কাস চলবে টানা একমাস ধরে।

সার্কাস আসাতে অনেকেই খুশি। প্রতিদিন সার্কাসে উপচে পড়ছে দর্শকদের ভিড়। জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস বলেন, "মানুষের মন থেকে সার্কাসের ছবিটা অনেকটাই হারিয়ে গিয়েছিল। আগে সার্কাসে বাঘ, সিংহ খেলা থাকত। কিন্তু সরকারি নিষেধাজ্ঞা মেনে সেই খেলা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আবার পুনরায় সার্কাস চালু হতে জয়নগরের মানুষ সার্কাসে ভিড় জমিয়েছে।" সার্কাস কোম্পানির ম্যানেজার জানিয়েছেন, "জয়নগরের মানুষকে অসংখ্য ধন্যবাদ আবার আমাদেরকে ভালোবেসে ডেকে আনার জন্য। জয়নগর পৌরসভার এই ছোট্ট মাঠে মধ্যে যেভাবে আয়োজন করেছে এতে আমরা অত্যন্ত আপ্লুত। জয়নগরের মানুষজনকে আশা করি টানা একমাস ধরে আমরা আনন্দ দিতে পারব।" জয়নগরবাসীদের মনে সার্কাসের প্রতি যে প্রেম রয়েছে তা এখানে এলেই বোঝা যায়। জয়নগরের সার্কাস দেখতে ইতিমধ্যেই ভিড় জমিয়েছে এলাকার আট থেকে আশি সকলেই। ডিসেম্বরের ছুটির দিনগুলিতে সন্ধ্যার সময় সার্কাস দেখতে ভিড় উপচে পড়বে বলে মনে করছে সার্কাস কর্তৃপক্ষ। হারিয়ে যাওয়া বিনোদনের সাধ ও নস্ট্যালজিয়াকে ফিরে পেয়ে খুশি সকলেই।

দিওয়ানজী চাউল ভাণ্ডার

এখানে বিভিন্ন ধরনের চাল সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

প্রোঃ- মনিরুল করিম (হারুদা)
মোবাইলঃ-৭০৬৩১৫৬০৬২

ইয়াজুজ-মাজুজ এবং বাদশাহ জুলকারনাইনের চমকপ্রদ ঘটনা

পৃথিবীর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভ্রমণ করেছেন বলে তাঁকে জুলকারনাইন বলা হয়। অনেকে আলেকজান্ডারকে জুলকারনাইন আখ্যা দেন, যা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ, জুলকারনাইন মুমিন ছিলেন আর আলেকজান্ডার কাফের। তাছাড়া তাঁদের দুজনের মধ্যে প্রায় দুই হাজার বৎসরের ব্যবধান। (আল্লাহই ভালো জানেন) বিশ্ব ভ্রমণকালে তিনি তুর্কি ভূমিতে আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজানের সন্নিকটে দুটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছেছিলেন। লিখছেন— মোঃ আসাদুজ্জামান প্রথম পর্ব

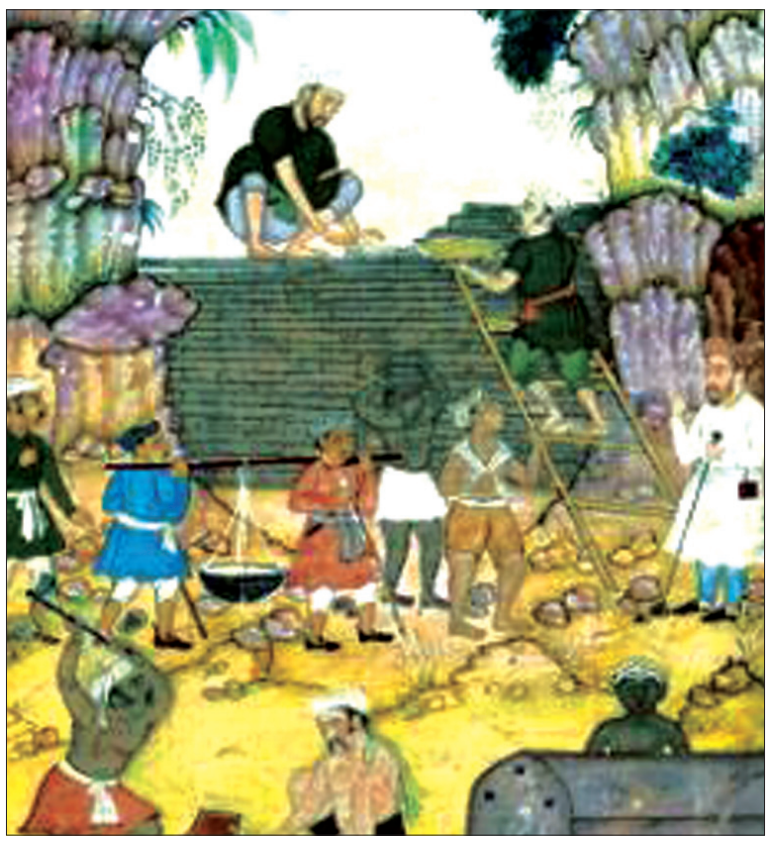

ইয়াজুজ-মাজুজ এরা তুরস্কের বংশোদ্ভুত দুটি জাতি। কোরান মাজিদে এই জাতির বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া হয়নি। হাদিস শরিফে বলা হয়েছে তাদের নাক চ্যাপ্টা, ছোটো ছোটো চোখবিশিষ্ট। এশিয়ার উত্তর পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত এই জাতির লোকেরা প্রাচীনকাল থেকেই সভ্য দেশ সমূহের উপর হামলা করে লুঠতরাজ চালাত। মাঝে মাঝে এরা ইউরোপ ও এশিয়া উভয় দিকে সয়লাবের আকারে ধ্বংসের থাবা বিস্তার করত।

বাইবেলের আদি পুস্তকে(১০ম অধ্যায়ে) তাদেরকে হজরত নূহ আ. এর পুত্র ইয়াকেলের বংশধর বলা হয়েছে। মুসলিম ঐতিহাসিকগণও একথাই মনে করেন যে রাশিয়া ও উত্তর চিনে এদের অবস্থান বলে বর্ণনা পাওয়া যায়। সেখানে অনুরূপ চরিত্রের কিছু উপজাতি রয়েছে যারা তাতারী, মঙ্গল, হুন ও সেথিন নামে পরিচিত। তাছাড়া একথাও জানা যায় তাদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য ককেশাসের দক্ষিণাঞ্চলে দরবন্দ ও দারিয়ালের মাঝখানে প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছিল। ইজরায়েলি ঐতিহাসিক ইউসিফুল তাদেরকে সেথিন জাতি মনে করেন এবং তাঁর ধারণা তাদের এলাকা কৃষ্ণসাগরের উত্তর ও পূর্ব দিকে অবস্থিত ছিল। জিরোম এর বর্ণনামতে মাজুজ জাতির বসতি ছিল ককেশিয়ার উত্তরে কাস্পিয়ান সাগরের সন্নিকটে।

ইয়াজুজ এবং মাজুজের উদ্ভব

ইয়াজুজ এবং মাজুজ হচ্ছে আদম সন্তানের মধ্যে দু-টি গোত্র, যেমনটি হাদিসে এবং বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। তাদের মধ্যে কিছু মানুষ অস্বাভাবিক বেঁটে, আবার কিছু অস্বাভাবিক লম্বা। কিছু অনির্ভরযোগ্য কথাও প্রসিদ্ধ যে, তাদের মাঝে বৃহৎ কর্ণবিশিষ্ট মানুষও আছে, এক কান মাটিতে বিছিয়ে এবং অপর কান গায়ে জড়িয়ে বিশ্রাম করে।

বরং তারা হচ্ছে সাধারণ আদম সন্তান। বাদশা জুলকারনাইনের যুগে তারা অত্যধিক বিশৃঙ্খল জাতি হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল। অনিষ্ট থেকে মানুষকে বাঁচাতে জুলকারনাইন তাদের প্রবেশপথে বৃহৎ প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন।

নবি করিম সা. বলে গেছেন যে, ইসা নবি অবতরণের পর তারা সেই প্রাচীর ভেঙে বেরিয়ে আসবে। আল্লাহর আদেশে ইসা আ. মুমিনদেরকে নিয়ে তূর পর্বতে আশ্রয় নেবেন। অতঃপর স্কন্ধের দিক থেকে একপ্রকার পোকা সৃষ্টি করে আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করবেন।

ঐতিহাসিক সেই প্রাচীর নির্মাণ

জুলকারনাইনের আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ পাক বলেন, 'আবার সে পথ চলতে লাগল। অবশেষে যখন সে দুই পর্বত প্রাচীরের মধ্যস্থলে পৌঁছল, তখন সেখানে এক জাতিকে পেল, যারা তার কথা একেবারেই বুঝতে পারছিল না। তারা বলল— হে জুলকারনাইন! ইয়াজুজ ও মাজুজ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করেছে। আপনি বললে আমরা আপনার জন্য কিছু কর ধার্য করব এই শর্তে যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন। সে বলল, আমার পালনকর্তা আমাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন, তাই যথেষ্ট। অতএব, তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য করো। আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে দেব। তোমরা লোহার পাত এনে দাও।

অবশেষে যখন পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে গেল, তখন সে বলল, তোমরা হাপরে দম দিতে থাকো। অবশেষে যখন তা আগুনে পরিণত হল, তখন সে বলল, তোমরা গলিত তামা নিয়ে এসো, আমি তা এর উপর ঢেলে দিই। অতঃপর ইয়াজুজ ও মাজুজ তার উপরে আরোহণ করতে পারল না এবং তা ভেদ করতেও সক্ষম হল না।' (সূরা কাহফ, আয়াত ৯২-৯৭)

কে বাদশাহ জুলকারনাইন?

তিনি হচ্ছেন এক সৎ ইমানদার বাদশাহ। নবি ছিলেন না (প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী), পৃথিবীর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভ্রমণ করেছেন বলে তাঁকে জুলকারনাইন বলা হয়। অনেকে আলেকজান্ডারকে জুলকারনাইন আখ্যা দেন, যা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ, জুলকারনাইন মুমিন ছিলেন আর আলেকজান্ডার কাফের। তাছাড়া তাঁদের দুজনের মধ্যে প্রায় দুই হাজার বৎসরের ব্যবধান। (আল্লাহই ভালো জানেন) বিশ্ব ভ্রমণকালে তিনি তুর্কি ভূমিতে আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজানের সন্নিকটে দুটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছেছিলেন। এখানে দুটি পাহাড় বলতে ইয়াজুজ-মাজুজের উৎপত্তিস্থল উদ্দেশ্য, যেখান দিয়ে এসে তারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করত, ফসলাদি বিনষ্ট করত। তুর্কীরা জুলকারনাইন সমীপে নির্ধারিত ট্যাক্সের বিনিময়ে একটি প্রাচীর নির্মাণের আবেদন জানাল। কিন্তু বাদশাহ জুলকারনাইন পার্থিব তুচ্ছ বিনিময়ের পরিবর্তে আল্লাহর প্রতিদানকে প্রাধান্য দিলেন। বললেন, 'ঠিক আছে! তোমরা আমাকে সহায়তা করো। 'অতঃপর বাদশাহ ও সাধারণের যৌথ পরিশ্রমে একটি সুদৃঢ় লৌহপ্রাচীর নির্মিত হল। ইয়াজুজ-মাজুজ আর প্রাচীর ভেঙে আসতে পারেনি।

হজরত মুসা ও খিজির আ.-এর কাহিনি

ড. মহম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

পর্ব ২

এই ঘটনাটি বনি ইসরাইলের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। বরং ঘটনাটি ব্যক্তিগতভাবে মুসা আ.-এর সঙ্গে জড়িত। পিতা ইব্রাহীম আ. সহ বড় বড় নবি-রাসূলগণের জীবনে পদে পদে পরীক্ষা দিতে হয়েছে। মুসা আ.-এর জীবনে এটা ছিল অনুরূপ একটি পরীক্ষা। যে পরীক্ষায় জ্ঞানীদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ রয়েছে। আনুষঙ্গিক বিবরণ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, ঘটনাটি তীহ প্রান্তরের উন্মুক্ত বন্দিশালায় থাকাকালীন সময়ে ঘটেছিল। ঘটনার পরবর্তী অংশ অতঃপর।

অতঃপর তাঁরা চলতে লাগলেন। কিছু দূর গিয়ে নদী পার হওয়ার জন্য একটা নৌকা পেলেন। অতঃপর নৌকা থেকে নামার সময় খিজির আ. তাতে একটি ছিদ্র করে দিলেন। শরঈ বিধানের অধিকারী নবি মুসা বিষয়টিকে মেনে নিতে পারলেন না। কেননা বিনা দোষে অন্যের নৌকা ছিদ্র করে দেওয়া স্পষ্টভাবেই অন্যায়। তিনি বলেই ফেললেন, ''নিশ্চয়ই আপনি একটা গুরুতর মন্দ কাজ করলেন।'' তখন খিজির বললেন, ''আমি কি পূর্বেই বলিনি যে, ''আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না।''

মূসা ক্ষমা চাইলেন। ইতিমধ্যে একটা কালো চড়ুই পাখি এসে নৌকার এক প্রান্তে বসল এবং সমুদ্র থেকে এক চঞ্চু পানি তুলে নিল। সে দিকে ইঙ্গিত করে খিজির মুসা আ.-কে বললেন, ''আমার ও আপনার এবং সমস্ত সৃষ্টিজগতের জ্ঞান মিলিতভাবে আল্লাহর জ্ঞানের মোকাবিলায় সমুদ্রের বুক থেকে পাখির চঞ্চুতে উঠানো এক ফোঁটা পানির সমতুল্য।''

তারপর তাঁরা সমুদ্রের তীর বেয়ে চলতে থাকলেন। কিছু দূর গিয়ে তাঁরা সাগরপাড়ে খেলায় রত একদল বালককে দেখলেন। খিজির তাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ও বুদ্ধিমান ছেলেটিকে ধরে এনে নিজ হাতে তাকে হত্যা করলেন। এ দৃশ্য দেখে মুসা আঁতকে উঠে বললেন, ''একি! একটা নিষ্পাপ শিশুকে আপনি হত্যা করলেন? এ যে মস্তবড় গোনাহের কাজ।'' খিজির বললেন, ''আমি তো পূর্বেই বলেছিলাম, আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না।'' মূসা আবার ক্ষমা চাইলেন এবং বললেন, ''এরপর যদি আমি কোনও প্রশ্ন করি, তাহলে আপনি আমাকে আর সাথে রাখবেন না।'' (কাহফ ১৮/৭৫)

অতঃপর তাঁরা আবার চলতে লাগলেন। অবশেষে যখন একটি জনপদে পৌঁছলেন, তখন তাঁদের কাছে খাবার চাইলেন। কিন্তু তারা তাঁদের আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করল। অতঃপর তারা সেখানে একটি পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখতে পেয়ে সেটাকে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তখন মুসা বললেন, ''আপনি ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে এর বিনিময়ে পারিশ্রমিক নিতে পারতেন।'' খিজির বললেন, ''এখানেই আমার ও আপনার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হল। এখন যেসব বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারেননি, আমি সেগুলির তাৎপর্য বলে দিচ্ছি—

প্রথমত, নৌকা ছিদ্র করে দেওয়ার কারণ হল, সেটি ছিল কয়েকজন দরিদ্র ব্যক্তির। তারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষন করত। আমি ইচ্ছা করলাম যে, সেটিকে ত্রুটিযুক্ত (নষ্ট) করে দিই। (কেননা) তাদের অপরদিকে (নদীর ওপারে) ছিল এক বাদশাহ। সে বলপ্রয়োগে প্রত্যেকটি (ভালো) নৌকা ছিনিয়ে নিত। (সূরা কাহফ—আয়াত ৭৯)

এরপর ছোট বাচ্চাকে মেরে ফেলার কারণ, বালকটির পিতা-মাতা ছিল ইমানদার। আমি আশঙ্কা করলাম যে, সে (বড় হয়ে) অবাধ্যতা ও কুফর দ্বারা তাদেরকে প্রভাবিত করবে। তারপর আমি ইচ্ছা করলাম যে, তাদের পালনকর্তা তাদেরকে মহত্তর, তার চাইতে পবিত্রতায় ও ভালোবাসায় ঘনিষ্ঠতর একটি শ্রেষ্ঠ সন্তান দান করুক। (সূরা কাহফ—আয়াত ৮০-৮১)

আর সব শেষে প্রাচীর সোজা করে দেওয়ার পিছনে কারণটি হল, সেটি ছিল নগরের দুজন পিতৃহীন বালকের। এর নীচে ছিল তাদের (বাবার রেখে যাওয়া) গুপ্তধন এবং তাদের পিতা ছিল সৎকর্ম পরায়ণ। সুতরাং আপনার পালনকর্তা দায়বশত ইচ্ছা করলেন যে, তারা যৌবনে পদার্পণ করুক এবং নিজেদের গুপ্তধন উদ্ধার করুক। আমি নিজ মতে এটা করিনি। আপনি যে বিষয়ে ধৈর্য্যধারণ করতে অক্ষম হয়েছিলেন, এই হল তার ব্যাখ্যা।'' (সূরা কাহফ— আয়াত ৮২)

(শেষ)

ছোটোগল্প

পণের বদলা

প্রীতমার এম এ পাস হওয়া হল না। বাবা চেয়েছিল প্রীতমা ইউনিভার্সিটি পাস করুক। কিন্তু মা বলেছিল, দরকার নেই, মেয়ে আমার এমনিতে একটু চাপা রং, তাতে যদি আবার পড়তে পড়তে বয়স বেড়ে যায়, পাত্রস্থ করতে মুশকিল হয়ে যাবে। কিন্তু বাবার কারখানা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। যারা শেষ তিন মাসের বেতন দিতে পারেনি, তারা আর অন্যান্য বেনিফিট কী দেবে? জমানো টাকা শেষ হতে বেশি দিন গেল না। এই করতে করতে ফার্স্ট ইয়ার কমপ্লিট হল প্রীতমার। সংসারের করুণ অবস্থা দেখে প্রীতমা নিজেই পড়া ছেড়ে দিল।

লিখছেন— কাজী সামসুল আলম

লঞ্চের ডেকে অপেক্ষা করতে করতে প্রীতমা ঠিক করেছে আজ চন্দ্র এলেই ওর কাছে পরিষ্কার করে জানতে চাইবে। মা-বাবাকে আজ জানাতে হবে।

প্রীতমার এম এ পাস হওয়া হল না। বাবা চেয়েছিল প্রীতমা ইউনিভার্সিটি পাস করুক। কিন্তু মা বলেছিল, দরকার নেই, মেয়ে আমার এমনিতে একটু চাপা রং, তাতে যদি আবার পড়তে পড়তে বয়স বেড়ে যায়, পাত্রস্থ করতে মুশকিল হয়ে যাবে। প্রীতমা বলেছিল, ''না মা বরং পড়ি, তার মধ্যে পাত্র পেলে তোমরা বিয়ের ব্যবস্থা করলে আমি পড়া ছেড়ে দেব।''

কিন্তু বাবার কারখানা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। যারা শেষ তিন মাসের বেতন দিতে পারেনি, তারা আর অন্যান্য বেনিফিট কী দেবে? জমানো টাকা শেষ হতে বেশি দিন গেল না। এই করতে করতে ফার্স্ট ইয়ার কমপ্লিট হল প্রীতমার। সংসারের করুণ অবস্থা দেখে প্রীতমা নিজেই পড়া ছেড়ে দিল।

ঘরের আশেপাশে কয়েকটা টিউশনি শুরু করল। অফিসার কলোনিতে ক্লাস এইটের বৃত্তিকে পড়াতে গিয়ে বৃত্তির মায়ের সাথে খুব ভাব হয় প্রীতমার। প্রীতমাদের দুঃখের কথা শুনে বৃত্তির বাবাকে বলে এই অফিসে কাজ ঠিক করে দিয়েছেন তিনি। সাড়ে দশটায় অফিসে পৌঁছতে হয়। ন'টার উলুবেড়িয়া লোকাল ধরতে হয়। লঞ্চ পার হয়ে দশ মিনিট হাঁটতে পারলে বাস ধরার প্রয়োজন হয় না। একই লঞ্চে যেতে যেতে আলাপ হল চন্দ্রর সাথে। লঞ্চে একদিন পাশে বসে জিজ্ঞাসা করল, ''আপনাকে ইদানিং রোজ দেখি, একই ট্রেনে আসেন, লঞ্চেও প্রায় দেখি। তারপর হেঁটে চলে যান। কিছু মনে না করলে একটা কথা জিগ্যেস করি?''

নীচের দিকে মুখ করে প্রীতমা উত্তর দিয়েছিল, ''বলুন।''

''আপনার অফিস কোথায়?''

ঠিকানা শুনে চন্দ্র বুঝেছিল, ওর অফিসের পাশের বিল্ডিংয়েই প্রীতমার অফিস। সেখানেই হিসাবরক্ষকের অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজ। এরপর টুকটাক কথা।

দিনদিন দুজনের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে।

প্রীতমার কথা বাবা মা শুনতেই চাইছে না। তারা কুণালের সাথে প্রীতমার বিয়ে দিয়ে দিতে চায়। প্রীতমা তাই চন্দ্রকে ফাইন্যাল জিজ্ঞাসা করবে সে বিয়ের ব্যাপারে কী ভাবছে?

লঞ্চের ডেকে মুড়ি বাদাম খেতে খেতে চন্দ্র বলল, ''তুমি তো সব জানো। গ্রামের ছেলে, পয়সার অভাবে বেশি পড়তে পারিনি। দুই ভাই তিন বোনের সংসারে ছোট মুদি দোকানি বাবা আমাকে আর পড়াতে পারছিলেন না। টিউশনি করে এম কমটা পাস করেই খোঁজখবর করে কলকাতার এই চাকরিটা জোগাড় করেছি। পরের বোনটার বিয়ে দিতে না পারলে আমার বিয়ে করা মুশকিল। পরের বোনটার বিয়ে দিতে গেলে পণের খরচ ইত্যাদি নিয়ে যে টাকা লাগবে, হয় আমাকে সেই টাকা জোগাড় করতে হবে, সেটা করা এখন কেন, বছর দুই তিনও সম্ভব নয়, আর না হলে আমায় পণ নিয়ে বিয়ে করতে হবে। সেটা আবার তোমাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়।''

''মানে? তাহলে কি মায়ের কথা মতো সেই ছেলেটার জন্য আমায় মত দিয়ে দিতে বলছো?''

''ঠিক তা বলছি না, কিন্তু এক্ষুনি কী করে বিয়ে করি বলো?''

তারপর সেই ট্রেনে আর চড়েনি প্রীতমা। চন্দ্রর সাথে দূরত্ব বাড়িয়ে নিয়েছিল।

তিনমাস পর মায়ের পছন্দের ছেলের সাথে বিয়ের পরদিনই প্রীতমা বুঝতে পারল, মায়ের পছন্দের ছেলেটি আদপে মা-বোনেদের একটি পালিত পশু। মা-বোন-দিদি যা বলে, তাই করতে হয় তাকে।

বিয়ের পর অফিস যাওয়ার প্রস্তুতি নিতেই, শাশুড়ি বাজ খাঁই গলায় গগনভেদী শব্দবাণ ছাড়লেন, ''এই কুণাল, এত বড় সাহস তুই পেলি কোথা থেকে, বলা নেই কওয়া নেই, ঘরের বউ যাবে কলকাতায় চাকরি করতে, চাকরির যা ছিরি একটা দোকানদারের কাছে খাতা সারার কাজ ছাড়া তো আর কিছু নয়, সেটা নাকি আবার চাকরি? সেটি আমি হতে দিচ্ছি না।''

কুণাল এসে বলল, ''শুনেছো তো। এখন আমি কী করি বলো?''

''তুমি কিন্তু ঐত্রেয়ীকে বলেছিলে, বিয়ের পর চাকরি করলে তোমার আপত্তি থাকবে না।''

''সে কি আমি জানতাম, বিয়ের পর মা এমন রুদ্র মূর্তি ধারণ করবে? দোহাই তোমার, চাকরিটা তুমি ছেড়ে দাও, আমি সবসময় তোমার পাশে থাকব।''

স্বামীর কথা মেনে নেয় সে। এইখান থেকেই শুরু হয় প্রীতমার উপর অত্যাচার। শাশুড়ি কারণে অকারণে প্রীতমাকে কথা শোনায়। কথায় কথায় 'কালো, গরিবের মেয়ে', এসব খোঁটা শুনতে শুনতে মন খিচড়ে যায় প্রীতমার। রাত্রে কুণালকে এসব অভিযোগ করলে সে তার অক্ষমতা স্বীকার করে নেয়। ধীরে ধীরে মানসিক অসুস্থ হয়ে পড়ে প্রীতমা। শ্বশুর বাড়ি তার কাছে অসহ্য মনে হয়।

কয়েকদিন পর ছোটোননদ এসেছে, তার স্বামীর একটি দামী বাইক কেনার শখ। লাখ খানেকের উপর দাম। স্ত্রীকে পাঠিয়েছে শ্বশুর বাড়ি থেকে বাইকের টাকা নিয়ে আসতে। এই নিয়ে শুরু হয়েছে চরম অশান্তি।

রাত্রে কুণাল বাড়ি ফিরতেই মায়ের হুঙ্কার, ''তোর বউকে কাল বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দে, নিয়ে আসুক বিয়ের পণের টাকা, গয়না, তোর জন্য বাইকের টাকা।''

''সে কী করে হয়? আমি তো প্রীতমাকে পছন্দ করে বিয়ে করেছি, ওর মা বাবাকে বলেই দিয়েছি, আমি কিছু নেব না। তুমিও তো তখন রাজি হয়েছিলে।''

''সে তখনকার কথা ছাড়, তুই কোনও বিয়েতেই রাজি হচ্ছিলি না, তাই শেষে যে মেয়ে পছন্দ করেছিস, তাতেই আমি মত দিয়েছি। কিন্তু পণ ছাড়া কি বিয়ে হয় নাকি? এখন দেখছিস তো! সোমাকে জামাই টাকা আনতে পাঠিয়েছে। বল না সোমা, কী বলেছে জামাই?''

''দাদা, বাইকের টাকা না নিয়ে গেলে আর সেখানে যেতে নিষেধ করেছে।'' সোমা বলল।

''এ তো বড় আজব কথা, তখনই মাকে বলেছিলাম, ওরকম ঘরে সোমার বিয়ে দিও না। তা শুনলে না। এখন বোঝো। বিয়ের আগে বলল, ''মেয়েকে আপনারা যা দেবেন, তা আপনাদের ব্যাপার, শুধু আমার ছেলেকে গলায় হার, আর বিয়ের খরচ বাবদ তিন লাখ টাকা দিলেই হবে। বাকি ঘর সাজাবার জিনিস সে তো আপনারা দেবেনই''। তুমি যখন জিজ্ঞাসা করলে, ''ঘর সাজাবার জিনিস মানে? ওরা কী বলেছিলে মনে আছে ? বলেছিল, 'আপনার মেয়ের যা যা লাগবে তাই দেবেন। সে তো আর অন্যের ঘরে গিয়ে টিভি দেখবে না, অন্যের ওয়াশিং মেশিনে নিজের কাপড় কাচবে না।''

''তখনই বুঝেছিলাম, ওরা নিষ্ঠুর। ভাল মানুষ না। তুমি বললে, তোমার কম পড়া মেয়ে, বিয়ে করবে কে? এবার বোঝো ঠ্যালা।''

ওর মা এবার ঝাঁঝালো গলায় বলল, ''চুপ কর, যা হওয়ার হয়েছে, এখন তুই তোর বউকে পাঠা বাপের বাড়িতে, সেখান থেকে টাকাটা নিয়ে আসুক।''

''সে কথা আমি বলতে পারব না।''

''তোকে বলতে হবে না, সে আমি দেখছি।'' তারপর এক পাড়া কাঁপানো চিৎকারে প্রীতমাকে ডাকলেন, ''এই যে বিশ্বসুন্দরী, এদিকে এসো, ঘরে লুকিয়ে লুকিয়ে যা শুনেছো, তাই করো। কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নিয়ে কালকে বাপের বাড়ি যাও, লাখ দুয়েক টাকা নিয়ে তবেই এসো।'' রাত্রে কুণাল প্রীতমাকে বলল, ''ঠিক আছে কাল বাপের বাড়ি যেও, যা হোক একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।''

প্রীতমাকে দেখে ওর মা খানিক অবাক হল, ''তুই একা একা চলে এলি, শরীর খারাপ নাকি? জামাই কোথায়? সব ঠিক আছে ?''

প্রীতমা কাপড়ের ব্যাগ বারান্দায় রাখতে রাখতে বলল, ''খুব গরম লাগছে, পাখাটা চালাও মা। সেরকম কিছু হয়নি, বাবার জন্য মন খারাপ হল, তাই চলে এলাম। তোমার জামাই কাল আসবে হয়তো।''

না, কুণাল লজ্জায় আর আসেনি। প্রায় তিনমাস হয়ে গেল। মাঝে মাঝে ফোন করে কথা বলে শুধু। সোমা আজও শ্বশুর বাড়ি যেতে পারেনি।

বাবা মাঝে মাঝে চোখের জল ফেলেন, বলেন, ''এত ভালো ছেলে, শুধু মায়ের ভয়েই সিটিয়ে গেল, আমার মেয়েটার...'', গলা আটকে যায় তাঁর।

''তুমি ভেবো না বাবা, সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমার জামাই টাকা জোগাড় করার চেষ্টা করছে।''

কুণালের পরের ভাইটাও এখন দোকানে বসে, চেষ্টা করলেও দোকান থেকে টাকা সরাতে পারবে না। বাবার আমলের ব্যবসা, কিন্তু মার্কেটের পেছন দিকে হওয়ায় সেরকম চলে না। তবু চেনা পরিচিত খদ্দেরদের জন্য দোকানটা টিকে আছে।

ক্লাস ফ্রেন্ড ঐত্রেয়ীর সঙ্গে একদিন প্রীতমার দেখা হতে ও ডেকে নিয়ে গিয়েছিল দোকানে পছন্দ করে একটা কুর্তি কিনে দেওয়ার জন্য। সেখানে গিয়েই বুঝেছিল, ঐত্রেয়ীদের কেনাকাটা এই দোকান থেকেই হয়। সেই প্রথম কুণাল দেখেছিল প্রীতমাকে। তারপর একদিন ঐত্রেয়ী এসে মাকে বলেছিল, ''মাসিমা, সুপার মার্কেটের বুটিক হাউসের নাম শুনেছেন তো, মালিকের ছেলে বসে এখন, ছেলেটি বেশ ভালো, প্রীতমাকে দেখে তার পছন্দ হয়েছে। ছেলের কোনও দাবি নেই। আমি বলছি ভালো হবে।''

মাস চারেক পরে কুণাল এল। হাতে একটা পলিথিনের ব্যাগ। ঘরে ঢুকে ব্যাগ থেকে চারটে পাঁচশো টাকার বান্ডিল রেখে বলল, ''নিয়ে এলাম। কালকে নিয়ে গিয়ে মায়ের হাতে তুলে দিও।'' প্রীতমার মা এসে বললেন, ''দেখলি মা, আমি বিয়ের আগে বলেছিলাম, এরকম ছেলে এ যুগে পাওয়া মুশকিল।''

''কিন্তু আমি আর ওই বাড়িতে থাকব না এই আমি বলে রাখলাম। তোমার মায়ের নিষ্ঠুরতা আমি সহ্য করতে পারব না। আমি কালো রঙের, আমরা গরিব, তা জেনেই তুমি আমায় বিয়ে করেছো। কিন্তু পরতে পরতে এ অন্যায় সহ্য করা আমার পক্ষে মুশকিল। আমি মা-বাবার একমাত্র সন্তান, কখন কী করে ফেলব...।''

''ছি ছি মা এসব কথা বলতে নেই, আমি তো এসব কিছু জানতাম না। তোর যখন ইচ্ছা নেই, আর যাওয়ার দরকার নেই।'' প্রীতমার মা কথাগুলি বলে চোখের জল মুছলেন।

কুণাল বলল, ''আমিও চাই না তুমি আর ওখানে যাও, তুমি শুধু টাকাগুলি দিয়ে এসো, সোমা না হলে শ্বশুরবাড়ি যেতে পারবে না। মাও কোনওভাবে টাকা জোগাড় করতে পারছে না। সোমার বিয়ের সময় মায়ের সব গয়না সোমাকেই দিয়ে দিয়েছিল। আমি ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়েছি, আলাদা দোকানও আমার ঠিক হয়ে গেছে, আমিও আর ওখানে থাকব না। এখানেই কোথাও একটা ঘর ভাড়া নিয়ে দুজনে আলাদা থাকব।''

প্রীতমার বাবা বেরিয়ে এসে বললেন, ''কীরে মা, জামাইকে কিছু খেতে দিলি না এখনও, শুধুই নালিশ জানাতে থাকবি?''

''হ্যাঁ যাই বাবা।'' প্রীতমা ভিতরে যেতেই প্রীতমার বাবা জামাইয়ের হাত দুটি ধরে বললেন, ''আমরা বড়ই অসহায়, তোমার মতো জামাই পেয়ে আমরা ধন্য, এমন জামাই যেন সব বাড়িতে জন্মে, এই কামনা করি।'' একটু থেমে তারপরে বললেন, ''কোথাও ঘর ভাড়া নিতে হবে না বাবা, আমার প্রীতমা একমাত্র মেয়ে, এ ঘর তো তারই, এই ঘরটিকে তুমি বাড়ি বানিয়ে নিও বাবা। তোমার চরিত্র, তোমার সততা তোমাকে অনেক দূর নিয়ে যাবে।''

বৃদ্ধ বেয়াইকে দেখে অবাক হল কুণালের মা, ''আপনি এলেন, বৌমা এল না। টাকা কি এখনও জোগাড় করতে পারলেন না?''

''টাকা নিয়ে এসেছি বেয়ান, আপনার মেয়ে তো আমারই মেয়ে। পণ দিতে না পারার কারণে আপনার মেয়ে শ্বশুর বাড়ি যেতে পারবে না তা কি হয়?... এই নিন টাকা।''

''তাহলে বৌমা এল না কেন?''

''না, সে আর এ বাড়িতে আসবে না...গরিব অসহায় বাবা জেনেও যারা মেয়েকে জবরদস্তি বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেয়, মা-বাবাকে ভালবাসে এমন মেয়ে সেই শাশুড়ির কাছে আর আসবে না।'' বৃদ্ধর চোখ থেকে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল। না, বৃদ্ধ আর দাঁড়ালেন না... বাড়ির পথে হাঁটা শুরু করলেন।

কুণালের মা হাতে টাকার বান্ডিল নিয়ে বৃদ্ধের চলে যাওয়া দেখতে লাগলেন।

পৃথিবী কীভাবে মারা যাবে? এক এলিয়েন গ্রহের আবিষ্কারে নতুন দিগন্ত মহাকাশ বিজ্ঞানে

নিজস্ব প্রতিনিধি: একটা সময় এমন আসতে পারে যখন পৃথিবী মারা যাবে! কিন্তু তা কী করে সম্ভব? সেই সত্য জানতে মহাকাশ বিজ্ঞানীদের চেষ্টার অন্ত নেই। আর সেই অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার মধ্যেই জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা খুঁজে পেয়েছেন এমন একটি গ্রহ, যা দেখে তাঁরা পৃথিবীর শেষ সময় অনুধাবন করতে পারেন।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মহাকাশে এমন একটি এলিয়েন গ্রহের সন্ধান পেয়েছেন, যা ক্রমশ সূর্যের দিকে সরে যাচ্ছে। আর তা দেখেই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ জানার চেষ্টা করছেন বিজ্ঞানীরা। কীভাবে আমাদের নীল পৃথিবী নিঃশেষ হয়ে যাবে, তা অনুমান করছেন বিজ্ঞানীরা। প্রায় সাড়ে চার বিলিয়ন বছরেরও বেশি সময় ধরে পৃথিবী রয়েছে। সূর্যের আলো পৃথিবীতে না পৌঁছনো পর্যন্ত আরও বেশ কিছু সময় ধরে জীবন্ত থাকবে এই গ্রহ। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরে এই বিষয়ে গবেষণা করছেন, আমাদের সৌরজগতের বিবর্তন এবং আমাদের গ্রহের ভবিষ্যত বোঝার চেষ্টা করছেন।

অবশেষে গভীর মহাকাশে তাঁরা এমন এক ঘটনা দেখেছেন, যার ফলে তাঁদের পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নিয়ে বাস্তবিক সিমুলেশন দেখার সুযোগ এসে গিয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা প্রথমবারের মতো একটি গ্রহ খুঁজে পেয়েছেন, যা মহাকাশে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

এক্সোপ্ল্যানেটটি তার হোস্ট সূর্যের চারপাশে একটি ক্ষয়প্রাপ্ত কক্ষপথে ভ্রমণ করছে। এবং তা বিবর্তিত নক্ষত্রের সঙ্গে সংঘর্ষের দিকে এগোচ্ছে। দ্য অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নাল লেটার্সে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গ্রহের জীবনচক্রের শেষ অবস্থা বোঝার জন্য এটি একটি নতুন মানদণ্ড। আমরা নক্ষত্রের দিকে ধাবিত এক্সোপ্ল্যানেটের গতিপথ পর্যালোচনা করে জানতে পেরেছি। কিন্তু আমরা এর আগে একটি বিবর্তিত নক্ষত্রের চারপাশে এমন গ্রহ দেখিনি।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেন, বিবর্তিত নক্ষত্রগুলি তাদের গ্রহের কক্ষপথ থেকে শক্তি সঞ্চয় করার ক্ষেত্রে খুব কার্যকর। আমরা তা এই নক্ষত্রের ক্ষেত্রেও পর্যবেক্ষণ করেছি। কেপলার-১৬৫৮বি নামক একটি গ্রহ কেপলার স্পেস টেলিস্কোপ দ্বারা আবিষ্কৃত হয়েছিল। ২০০৯ সালে গ্রহটি আবিষ্কার হলেও গরম বৃহস্পতির অস্তিত্ব নিশ্চিত করতে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সময়ে লেগেছিল এক দশকেরও বেশি। আবিষ্কৃত ওই গ্রহটি বৃহস্পতির ভর এবং আকারের সমান। কিন্তু তার হোস্ট নক্ষত্রের অতি-ঘনিষ্ঠ কক্ষপথে ঘুরছে। গ্রহটি এমন দূরত্বে রয়েছে যা আমাদের সূর্য এবং তার সবথেকে কাছের কক্ষপথে প্রদক্ষিণকারী গ্রহ বুধের থেকে কাছে। সূর্য ও বুধের দূরত্বের মাত্র এক অষ্টমাংশ ওই গ্রহ ও তার নক্ষত্রের অবস্থান।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে, গ্রহের কক্ষপথ বার্ষিক ভিত্তিতে কমছে।

কেপলার-১৬৫৮বি-এর কক্ষপথ প্রতি বছর প্রায় ১৩১ মিলিসেকেন্ড হারে ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে, গ্রহটি ধীরে ধীরে তার সূর্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। গ্রহের ক্ষয়প্রাপ্ত কক্ষপথের পিছনে প্রধান কারণ জোয়ার-ভাটা। একই ঘটনা পৃথিবীর মহাসাগরে প্রতিদিনের উত্থান এবং পতনের জন্য দায়ী। গবেষকরা আমাদের নিজস্ব সৌরজগতের জোভিয়ান সিস্টেমে ঘটতে থাকা অনুরূপ ঘটনার দিকেও ইঙ্গিত করেছেন। বৃহস্পতি থেকে তার চাঁদ আইওতে মহাকর্ষীয় পুশ-অ্যান্ড-পুল গ্রহের অভ্যন্তরীণ অংশকে গলিয়ে দেয়। এখন যেহেতু আমাদের কাছে একটি বিকশিত নক্ষত্রের চারপাশে একটি গ্রহের অনুপ্রেরণার প্রমাণ রয়েছে, আমরা সত্যিই আমাদের জোয়ার-ভাটার পদার্থবিজ্ঞানের মডেলগুলিকে পরিমার্জিত করতে পারি।

পৃথিবীতে জন্মে মঙ্গলে মৃত্যুর সৌভাগ্যলাভ! চিরনিদ্রার দেশে ১৩০০ ভূমিকম্পের সাক্ষী

নিজস্ব প্রতিনিধি: নাসার ইনসাইট রোভার মঙ্গল গ্রহে ১৩০০টিরও বেশি ভূমিকম্পের তথ্য সংগ্রহ করেছে। ২০১৮ থেকে মাত্র চার বছরের মধ্যে মঙ্গলে ভূমিকম্পের সাক্ষী থেকেছে ইনসাইট রোভার। তার পাঠানো তথ্য থেকেই সম্প্রতি নাসার বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন পৃথিবীর থেকে বেশি আয়রন রয়েছে মঙ্গলের মাটিতে।

সেই ইনসাইট রোভারের কার্যক্রম এবার শেষ হতে চলেছে। মঙ্গলের বুকে চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়ছে নাসার ইনসাইট রোভার। ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রোভার ২০১৮ সালে ভূত্বকের উপর কম্পন শনাক্ত করতে মঙ্গল গ্রহে নেমেছিল। চার বছর পরে ল্যান্ডারের টুইটার হ্যান্ডেল পোস্ট করা হয়েছে, শীঘ্রই ইনসাইট রোভার চিরনিদ্রায় শায়িত হবে মঙ্গলে। সুদূর মঙ্গল থেকে বার্তায় নাসার ইনসাইট ল্যান্ডার বলেছে, সেই দিন এসে গিয়েছে, আমার এবার নীরব হওয়ার পালা। আমি এবার নীরব হব। মাস দুয়েক আগে একইভাবে বার্তা পাঠিয়েছিল ইনসাইট ল্যান্ডার। আবারও বার্তা পাঠিয়ে তারা জানিয়ে দিল আমার শক্তি ফুরিয়ে এসেছে। এটিই হতে পারে আমার পাঠানো শেষ বার্তা।

মঙ্গল গ্রহে ইনসাইট ল্যান্ডার শ্বাস নিতে পারছে না অনেকদিন ধরেই। শ্বাস নিতে গিয়ে হাঁপাচ্ছে ইনসাইট ল্যান্ডার। তাই লাল গ্রহে যে তার আয়ু শেষ হতে চলেছে, তা আগে থেকেই জানিয়ে দিয়েছিল ইনসাইট ল্যান্ডার। এবার নাসা টুইট পোস্টে ইনসাইট রোভার জানিয়ে দিল, আমরা সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ। নাসার মার্স ইনসাইট ল্যান্ডার মহাকাশ যানটি দীর্ঘ সময় মঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মঙ্গল থেকে চার বছরেরও বেশি সময় ধরে তথ্য পাঠিয়ে যাচ্ছে। মহাকাশযানটি ২ নভেম্বর বলেছিল, আমি যে সব তথ্য পেয়েছি তা নিশ্চয় বিজ্ঞানীদের সহায়তা করেছে। আমি যা কিছু সংগ্রহ করেছি, তা-ই প্রেরণ করেছি। ধুলোয় আচ্ছাদিত নাসার মহাকাশযানটি সৌরচালিত ব্যাটারিটি রিচার্জ করতে অক্ষম হচ্ছে। তাই চার বছরের মিশন শেষ হতে চলেছে। এরপর ২৬ নভেম্বর রোভার টুইট করে জানায়, দুটি গ্রহে বসবাস করার জন্য আমি যথেষ্ট ভাগ্যবান। চার বছর আগে আমি

মঙ্গল গ্রহে ইনসাইট ল্যান্ডার শ্বাস নিতে পারছে না অনেকদিন ধরেই। শ্বাস নিতে গিয়ে হাঁপাচ্ছে ইনসাইট ল্যান্ডার। তাই লাল গ্রহে যে তার আয়ু শেষ হতে চলেছে, তা আগে থেকেই জানিয়ে দিয়েছিল ইনসাইট ল্যান্ডার। এবার নাসা টুইট পোস্টে ইনসাইট রোভার জানিয়ে দিল, আমরা সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ। নাসার মার্স ইনসাইট ল্যান্ডার মহাকাশ যানটি দীর্ঘ সময় মঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মঙ্গল থেকে চার বছরেরও বেশি সময় ধরে তথ্য পাঠিয়ে যাচ্ছে।

পৃথিবী ছেড়ে মঙ্গলে এসেছিলাম। আবিষ্কারের এই যাত্রায় পৃথিবীতে জন্মে মঙ্গলে মৃত্যুর সৌভাগ্যলাভ করছি আমি।

ইনসাইট রোভারের আবেগঘন বার্তার পর মন খারাপ নাসার বিজ্ঞানীদের। তাঁরা অনেক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ইসাইট রোভারের সৌর প্যানেল থেকে ধূলিকণা অপসারণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন তাঁরা। এর ফলে মহাকাশযানের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। নাসা যতক্ষণ সম্ভব তাঁর শক্তি সঞ্চয় করে চালানোর পদক্ষেপ নিয়েছে। তবে সব চেষ্টা ব্যর্থ করে শেষ হচ্ছে ইনসাইট ল্যান্ডারের পথ চলা। ২০১৮ সালের নভেম্বরে ল্যান্ডারটি মঙ্গলের মাটি ছুঁয়েছিল। এতদিনে ১৩০০-রও বেশি মার্স-কম্পন শনাক্ত করেছে। ওই কম্পনগুলি ৫ মাত্রারও বেশি ছিল। ইনসাইট টিম এই বছরের শুরুর দিকে লক্ষ্য করে ল্যান্ডার দ্রুত শক্তি হ্রাস করছে। ফলে যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে পড়ে।

মহাজাগতিক বিস্ময়!

নক্ষএটিকে গিলে ফেলল ব্ল্যাক হোল

নিজস্ব প্রতিনিধি: একটি নক্ষত্র বিপজ্জনকভাবে ব্ল্যাকহোলের কাছাকাছি আসলে কী ঘটে? জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণের যে তথ্য উঠে আসে, তা চাঞ্চল্যকর বললে কম বলা হবে। একটা নক্ষত্রের অস্তিত্ব মুছে দিতে পারে ব্ল্যাক হোল। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বে ঘটে চলা এমন অস্বাভাবিক ঘটনার আভাস পেয়েছেন।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা একাধিক টেলিস্কোপে গভীর মহাকাশে ব্লাক হোলের সন্নিকটে আসা একটি নক্ষত্রের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাঁদের পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে ব্ল্যাকহোল দ্বারা কীভাবে একটি নক্ষত্র ধ্বংস হয়ে যেতে বসেছে, সেই ঘটনা। পৃথিবী থেকে প্রায় ২৫০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে আরেকটি গ্যালাক্সির কেন্দ্রে ঘটেছে এই চমকপ্রদ ঘটনা। বাল্টিমোর স্পেস টেলিস্কোপ সায়েন্স ইনস্টিটিউটের এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী তথা গবেষণার সহ লেখক সুভি গেজারি একটি বিবৃতিতে সম্প্রতি বলেন, একটি গ্যালাক্সির কেন্দ্রে লুকিয়ে থাকা বিশাল ব্ল্যাক হোলের রিয়েল টাইমে দেখা গিয়েছে মহাজাগতিক ঘটনা। সেই পর্যবেক্ষণের বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নালে।

এই পর্যবেক্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল এটি২০২১ইএইচবি, যা আমাদের সূর্যের ভরের প্রায় ১০ মিলিয়ন গুণ একটি কেন্দ্রীয় ব্ল্যাক হোলযুক্ত একটি গ্যালাক্সি। সেখানে একটি নক্ষত্র ব্ল্যাকহোলের কাছাকাছি আসার সঙ্গে সঙ্গে ব্ল্যাকহোলের নিকটবর্তী নক্ষত্রের দূরবর্তী দিকটি থেকে টানটান হয়ে গিয়েছিল। যেন মনে হয়েছিল পুরো জিনিস আলাদা করে প্রসারিত এবং গরম গ্যাসে পরিপূর্ণ। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তা দেখে বিস্মিত হয়ে যান। তাঁরা দেখেছেন, একবার নক্ষত্রটি ফেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্ল্যাক হোলের চারপাশে উচ্চ-শক্তির এক্স-রে আলো নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই ঘটনা ইঙ্গিত দেয়, নাক্ষত্রিক উপাদানটি তার ধ্বংসের দিকে টেনে নেওয়ার পরই ব্ল্যাক হোলের উপরে একটি অত্যন্ত গরম কাঠামো তৈরি করেছিল, যাকে করোনা বলা হয়।

নিউক্লিয়ার স্পেকট্রোস্কোপিক টেলিস্কোপিক অ্যারে স্যাটেলাইটকে ঘটনাটি পর্যবেক্ষণ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এরপর ক্যালটেকের স্নাতক ছাত্র ইউহান ইয়া বলেন, ''আমরা জেটের উপস্থিত ছাড়া এইরকম এক্স-রে নির্গমনের সঙ্গে জোয়ার-ভাটার বিঘ্ন ঘটতে আগে দেখিনি এবং এটি সত্যিই

দর্শনীয় কারণ এর অর্থ আমরা সম্ভাব্যভাবে খুঁজে পেয়েছি। এটি২০২১ইএইচবি নিয়ে আমাদের পর্যবেক্ষণগুলি এই ধারণার সঙ্গে একমত। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার পালোমার অবজার্ভেটরিতে অবস্থিত জুইকি ট্রানজিয়েন্ট ফ্যাসিলিটি দ্বারা সর্বপ্রথম বিপর্যয়কর ঘটনাটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে এটি নাসার নেইল গেরেলস সুইফট অবজার্ভেটরি এবং নিউট্রন স্টার ইন্টিরিয়র কম্পোজিশন এক্সপ্লোরার টেলিস্কোপ দ্বারা তা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল। ঘটনাটি প্রথম দেখার প্রায় ৩০০ দিন পরে নাসার নুস্টার সিস্টেমটি পর্যবেক্ষণ করা শুরু করে। বিজ্ঞানীরা অবাক হয়েছিলেন যখন নুস্টার একটি করোনা শনাক্ত করেছিল, যা আদতে গরম প্লাজমার মেঘ বা গ্যাসের পরমাণুগুলিকে ইলেকট্রন সহ ছিনিয়ে নিয়েছিল। এটি ছিল ব্ল্যাক হোলের পঞ্চম-নিকটতম উদাহরণ যা এক তারাকে ধ্বংস করে দিয়েছিল।

তিতের পরিবর্ত, দৌড়ে এগিয়ে জিদান

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০২১ সালে রিয়াল মাদ্রিদের ম্যানেজারের পদ থেকে জিদান সরে আসার পরে, আর কোনও দলের সঙ্গে তিনি এখন যুক্ত নন। আবার ব্রাজিলের জিদান সম্পর্কে অন্য আবেগ কাজ করছে। ব্রাজিল ফুটবল সংস্থা মনে করছে, এই দলকে ২০২৬ বিশ্বকাপের আগে সেরা হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন একমাত্র প্রাক্তন ফরাসি তারকাই।

বিশ্বকাপের কোয়ার্টার-ফাইনাল থেকে ব্রাজিল ছিটকে যাওয়ার পর দায়িত্ব ছেড়েছেন তিতে। এখন জল্পনা চলছে কে হবেন নেইমারদের নতুন কোচ! সূত্রের খবর, ব্রাজিলের ফুটবল সংস্থা জিনেদিন জিদানকে পেতে মরিয়া হয়ে রয়েছে। রবিবার ফ্রান্সের এক সংবাদপত্র জানিয়েছে, ১৯৯৮ বিশ্বকাপজয়ী ফরাসি দলের অন্যতম তারকার নাম নিয়ে জোরদার ভাবনাচিন্তা করছে ব্রাজিল ফুটবল সংস্থা। শোনা গিয়েছিল, এএস রোমা দলের ম্যানেজার জোসে মোরিনহোকে কোচ করতে উদ্যোগী হয়েছে ব্রাজিলের ফুটবল সংস্থা। তবে মোরিনহোকে নিয়ে টানাটানি করছে পর্তুগালও। নিজের দেশের দলের কোচ হতেও রাজি নন প্রাক্তন চেলসি ম্যানেজার। কারণ তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, এই মুহূর্তে রোমার কোচিংই তিনি

দারুণ উপভোগ করছেন। এর পরেই জিনেদিন জিদানকে কোচ করার ভাবনা শুরু হয়।

তবে ফ্রান্স ফাইনাল হেরে যাওয়ার পর দিদিয়ের দেশ-র ভবিষ্যৎ নিয়েও প্রশ্ন উঠে গিয়েছিল। সেই সময়ে শোনা গিয়েছিল, জিদান হতে পারেন কিলিয়ান এমবাপেদের কোচ। তবে প্রধানমন্ত্রী ইমানুয়েল মাকরঁও প্রকাশ্যে বলে দেন, দেশকে কোচ হিসেবে ভবিষ্যতে দেখলে ব্যক্তিগতভাবে তিনি অত্যন্ত খুশি হবেন। ফলে নতুন কোনও নাম নিয়ে আর বেশি চিন্তাভাবনাই করেনি ফরাসি ফুটবল ফেডারেশন। যে কারণে জিদানকে কোচ করতে সমস্যা নেই ব্রাজিলের।

২০১৬ সালে ব্রাজিল দলের দায়িত্ব নিয়েছিলেন তিতে। ২০১৮-তে তাঁর তত্ত্বাবধানেই কোপা আমেরিকা চ্যাম্পিয়ন হয় সেলেকাওরা। ২০২১-এ আর্জেন্টিনার কাছে হেরে ওই টুর্নামেন্টে রানার্স আপ হিসেবে সফর শেষ করে ব্রাজিল। তবে ২০১৮ এবং ২০২২ বিশ্বকাপে তিতের ছেলেরা শেষ আটের গণ্ডি পার হতে পারেনি। ব্রাজিল সমর্থকরা এ বার ভেবেছিলেন দীর্ঘ ২০ বছরের ট্রফি খরা কেটে বিশ্বকাপ আসবে পেলের দেশে। টুর্নামেন্টের অন্যতম ফেভারিটও ছিলেন নেইমাররা। তিতের কোচিংয়ে দারুণ ছন্দে থাকা দলের যে এ ভাবে ছন্দপতন ঘটবে, তা ব্রাজিল সমর্থকদের ধারণার বাইরে ছিল। আর ব্রাজিল ব্যর্থ হতেই তিতের উপর চটে যায় নেইমারদের সমর্থকেরা। অবস্থা বেগতিক দেখে তিতে নিজেই সরে দাঁড়ান।

মেসির গোল বাতিল হলে এমবাপের গোলও অবৈধ

ভিডিও দেখিয়ে বিস্ফোরক দাবি রেফারির

নিজস্ব প্রতিনিধি: অনেকেই শতাব্দীর সেরা বিশ্বকাপ ফাইনালের তকমা দিচ্ছে কাতার বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা-ফ্রান্সের ফাইনাল ম্যাচটিকে। শতাব্দীর সেরা হোক বা না হোক সর্বকালের অন্যতম সেরা রোমহর্ষক ম্যাচ, তা বোধ হয় এককথায় সবাই মেনে নেবেন!

ওই ম্যাচের হ্যাংওভার যেন কিছুতেই নামছে না ফুটবলপ্রেমীদের! নির্ধারিত সময়ে খেলার ফল ছিল ২-২। অতিরিক্ত সময়ে মেসির গোলে আর্জেন্টিনা ৩-২ লিড নিয়ে ফেলে। তবে সেই গোল ধরে রাখতে পারেনি মেসির দল। এমবাপে পেনাল্টি থেকে গোল করে সমতা ফেরান। তার পর টাইব্রেকার। আর সেখানে হিরো এমি মার্টিনেজ।

৩৬ বছর পর ফের বিশ্বকাপ জিতেছে লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনা। দিয়েগো মারাদোনার ছায়া থেকে বেরোতে পারলেন মেসি। তবে ফাইনালের হার মেনে নিতে পারছে না ফ্রান্স। তাদের দাবি,

ওই ম্যাচে মেসির দ্বিতীয় গোলের সময়ে আর্জেন্টিনার জার্সিতে দুজন বেশি প্লেয়ার (পরিবর্ত) মাঠে ঢুকে পড়েছিলেন। ফরাসি সংবাদমাধ্যম লা ইকুঁয়েপ রেফারি মার্সিনিয়াক-এর বিরুদ্ধে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। তার পর ২ লাখের বেশি ফরাসির সই নিয়ে পিটিশন জমা হয়েছে বিশ্বকাপ ফাইনাল রি-ম্যাচের দাবিতে। বিশ্বকাপ ফাইনালের রেফারিও কিন্তু এবার ছেড়ে কথা বললেন না।

রেফারি মার্সিনিয়াক পোল্যান্ডে ফিরে সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন। সেখানে তিনি একটি ভিডিও ফুটেজ দেখিয়ে দাবি করেছেন, ফাইনালে এমবাপের করা গোল অবৈধ ছিল। জাইমন মার্সিনিয়াক বিশ্বকাপ ফাইনাল দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেছিলেন। প্রশংসাও কুড়িয়েছেন এই রেফারি। তবে তাঁর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফরাসিরা প্রশ্ন তুলেছেন। আর তাই এবার তিনিও আসরে নেমে জবাব দিয়ে গেলেন।

বাংলাদেশকে হোয়াইট-ওয়াশ

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ফাইনালের পথে ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাংলাদেশের বিরুদ্ধে মীরপুর টেস্টে কষ্টার্জিত জয়ের পর বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে নিজেদের অবস্থান আরও মজবুত করল ভারত। বাংলাদেশকে হোয়াইট ওয়াশ করে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে নিকটতম দক্ষিণ আফ্রিকা ও শ্রীলঙ্কার থেকে ব্যবধান বাড়িয়ে নিতে সফল হল ভারত।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দুই টেস্টের সিরিজ জেতার পর ২৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করে ভারত টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড়ে অনেকটাই এগিয়ে গেল। তাঁরা দ্বিতীয় স্থানে নিজেদের অবস্থান মজবুত করল। এই মুহূর্তে অস্ট্রেলিয়ার পরেই ভারতের অবস্থান। পয়েন্ট এবং পয়েন্ট সংগ্রহের শতকরা হারের নিরিখে দক্ষিণ আফ্রিকা ও শ্রীলঙ্কার থেকে এগিয়ে গেল ভারত। ভারত বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে অনেকটাই এগিয়ে এখন। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে সুবিধাজনক জায়গায় থেকেও ম্যাচ হারতে বসেছিল ভারত। ভারত যদি এই ম্যাচ হেরে সিরিজ ড্র করত, তাহলে সুবিধাজনক জায়গা হারাত। অস্ট্রেলিয়া টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ফাইনাল নিশ্চিত করে ফেলেছে প্রায়। এবার তাঁদের চ্যালেঞ্জার কে হবে, তা নির্ধারণ শুধু বাকি। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে মীরপুর টেস্টে হারের পর ভারতের সংগ্রহে রয়েছে ১৪ ম্যাচে ৫৮.৯৩ গড়ে ৯৯ পয়েন্ট। তারা রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে। তৃতীয় স্থানে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রহে রয়েছে ১১ ম্যাচে ৫৪.৫৫ গড়ে ৭২ পয়েন্ট। আর শ্রীলঙ্কার ১০ ম্যাচে ৫৩.৩৩ শতকরা হারে সংগৃহীত পয়েন্ট গড়ে ৬৪। ভারতের হাতে রয়েছে একটি মাত্রা সিরিজ। ঘরের মাঠে ভারত খেলবে চার ম্যাচের সিরিজ। এই সিরিজ জিতলে ভারতের কোনও অসুবিধাই হবে না বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলতে। আপাতত চারটি দেশের মধ্যে এই লড়াই সীমাবদ্ধ।

আন্তর্জাতিক টি২০-তে সেরা সূর্য

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০২২ সালে টি-২০ ফর্ম্যাটে এশিয়া কাপ ও বিশ্বকাপের মতো দু'টি বহুজাতিক টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রস্তুতির জন্য বিস্তর দ্বিপাক্ষিক টি-২০ ম্যাচও খেলেছে সব দল। দেখে নেওয়া যাক সারা বছরে আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটে সব থেকে বেশি রান সংগ্রহ করেছেন কোন পাঁচজন ব্যাটসম্যান। ২০২২ সালে আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটে সব থেকে বেশি রান সংগ্রহ করেছেন সূর্যকুমার যাদব। ভারতীয় তারকাই একমাত্র ব্যাটসম্যান, যিনি এ বছর দেশের জার্সিতে সংক্ষিপ্ত ফর্ম্যাটে ১০০০ রানের গণ্ডি টপকেছেন। ৩১টি ম্যাচে তাঁর সংগ্রহে রয়েছে ১১৬৪ রান। ব্যাটিং গড় ৪৬.৫৬। স্ট্রাইক-রেট ১৮৭.৪৩। ২০২২-এ সূর্যকুমার টি-২০ ক্রিকেটে সেঞ্চুরি করেছেন ২টি, হাফ-সেঞ্চুরি করেছেন ৯টি। ২০২২ সালে সব থেকে বেশি আন্তর্জাতিক টি-২০ রান সংগ্রহকারীদের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন মহম্মদ রিজওয়ান। পাক তারকা ২৫টি ম্যাচে ৪৫.২৭ গড়ে ৯৯৬ রান সংগ্রহ করেছেন। স্ট্রাইক রেট ১২২.৯৬। তিনি কোনও শতরান না করলেও হাফ-সেঞ্চুরি করেছেন ১০টি। ২০২২ সালে সব থেকে বেশি আন্তর্জাতিক টি-২০ রান সংগ্রহকারীদের তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছেন বিরাট কোহলি। তিনি ২০টি ম্যাচে ৫৫.৭৮ গড়ে ৭৮১ রান সংগ্রহ করেছেন। স্ট্রাইক রেট ১৩৮.২৩।

অষ্টম উইকেটে অপরাজিত ৭১ শ্রেয়স-অশ্বিনের, গড়লেন ইতিহাস

নিজস্ব প্রতিনিধি: পাহাড় প্রমাণ চাপের মুখে অনবদ্য ব্যাটিং করলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন-শ্রেয়স আইয়ার। শেষে মিরাজকে একই ওভারে একটি ছয় এবং দু'টি চার মেরে ভারতকে কাঙ্খিত জয় এনে দিলেন অশ্বিন।

২০২২ বড়দিন স্মরণীয় করে রাখ লেন ভারতীয় ক্রিকেটের দুই তারকা রবিচন্দ্রন অশ্বিন এবং শ্রেয়স আইয়ার। অষ্টম উইকেটে তাঁদের অনবদ্য লড়াইয়ের হাত ধরেই ভারত দ্বিতীয় টেস্টে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে। সেই সঙ্গে অশ্বিন-শ্রেয়স মিলে জুটিতে গড়ে ফেলেছেন নজিরও।

রবিবার মীরপুর টেস্টের চতুর্থদিন ভারতের দরকার ছিল আরও ১০০ রান। ১৪৫ রান তাড়া করতে নেমে ৭৪ রানে ৭ উইকেট হারিয়ে বসে থাকে ভারত। সেখান থেকে দলের হাল ধরেন অশ্বিন। তাঁকে যোগ্য সঙ্গত

করেন শ্রেয়স আইয়ার। ৬২ বলে ৪২ রান করেন অশ্বিন। তাঁর এই ইনিংসে রয়েছে ৪টি চার, একটি ছয়। আর শ্রেয়স ৪৬ বলে ২৯ করে অপরাজিত থাকেন। তাঁদের অবিচ্ছিন্ন জুটিতে ওঠে ৭১ রান। সেই সঙ্গে রান তাড়া করতে নেমে অষ্টম উইকেট বা তাঁর নীচে অপরাজিত সর্বোচ্চ পার্টনারশিপের তালিকায় নাম লেখ লেন শ্রেয়স-অশ্বিন জুটি। তারা এই তালিকায় তিনে জায়গা করে নিয়েছেন।

এর আগে ২০১৯ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ডারহ্যামে শ্রীলঙ্কার কুশল পেরেরা-বিশ্ব ফার্নান্দো জুটি দশম উইকেটে অপরাজিত ৭৮ রানের পার্টনারশিপ করে। সেই বছরই আবার লিডসে দশম উইকেটে ইংল্যান্ডের বেন স্টোকস এবং জ্যাক লিচ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে অপরাজিত ৭৬ রান করেছিলেন। এই তালিকায় অপরাজিত ৭১ করে তিন নম্বরে নাম লেখালেন শ্রেয়স-অশ্বিন।

মীরপুরের স্পিন সহায়ক উইকেটে টানা স্পিনারদের দিয়ে বোলিং করিয়ে ভারতকে সমস্যায় ফেলে দিয়েছিলেন বাংলাদেশ অধিনায়ক শাকিব আল হাসান। মেহেদি হাসান মিরাজ একাই ৫ উইকেট তুলে নেন। শাকিব নেনে ২ উইকেট। কিন্তু বাংলাদেশ অধিনায়ক জোরে বোলারদের আক্রমণে এনে ভুল করে ফেলেন। বাংলাদেশ অধিনায়কের ভুলের সুযোগ কাজে লাগিয়ে দ্রুত রান তুলে চাপ কাটিয়ে ফেলেন শ্রেয়স এবং অশ্বিন। পাহাড় প্রমাণ চাপের মুখে অনবদ্য ব্যাটিং করলেন তাঁরা। শেষে মিরাজকে একই ওভারে একটি ছয় এবং দু'টি চার মেরে ভারতকে কাঙ্খিত জয় এনে দিলেন অশ্বিন।

সেরা পন্থ, কোহলি-রাহুলকে পিছনে ফেললেন অশ্বিন

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০২২ সালে ভারতীয় দলের হয়ে রবিচন্দ্রন অশ্বিন ৬ ম্যাচে ৩০ গড়ে ২৭০ রান করেন। যেখানে বিরাট কোহলি ২৬.৫০ গড়ে ২৬৫ রান করেছেন। আমরা যদি কেএল রাহুলের কথা বলি, তিনি ৪ ম্যাচে ১৭.১২ গড়ে ১৩৭ রান করেছেন। এ বছর ভারতের হয়ে টেস্ট ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি রান করার নিরিখে এক নম্বরে রয়েছেন ঋষভ পন্থ। ভারত বনাম বাংলাদেশের মধ্যে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ২-০ তে জয়ী হয়েছে। মীরপুর টেস্টে জয়ের নায়ক রবিচন্দ্রন অশ্বিন এবারের বড় মাইলফলক অর্জন করলেন। এই বছর টেস্ট ক্রিকেটে ভারতের হয়ে সবচেয়ে বেশি রান করা টপ-৫ ব্যাটসম্যানদের সঙ্গে যোগ দিলেন অশ্বিন। দ্বিতীয় টেস্টে অপরাজিত ৪২ রান করে এই বছর রান করার ক্ষেত্রে বিরাট কোহলি এবং কেএল রাহুলকে পিছনে ফেলেছেন অশ্বিন। ২০২২ সালে ঋষভ পন্থ ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে শীর্ষে রয়েছেন, যিনি সবচেয়ে বেশি টেস্ট রান করেছেন। তিনি ৬১.৮১ গড়ে ৬৮০ রান করেছেন। এই সময়ে পন্থ খেলেছেন ২টি সেঞ্চুরি ও চারটি হাফ সেঞ্চুরির ইনিংস। শ্রেয়স আইয়ার এই বছর ৫টি টেস্টে ৬০.২৮ গড়ে ৪২২ রান করেছেন। চেতেশ্বর পূজারা ৫ ম্যাচে ৪৫.৪৪ গড়ে ৪০৯ রান করেছেন।

PATAKA

A COMPLETE CARE
MULTI-SPECIALITY HOSPITAL
THAT BRINGS YOU THE BEST HEALTHCARE SERVICES

BENEFIT FROM THE FULL SPECTRUM OF MEDICAL SERVICES

BLOODLESS PAINLESS LASER COLORECTAL SURGERY
BRING BACK THE SMILE : FREE CLEFT LIP/PALATE SURGERY

SPECIAL OFFERS

ECONOMY SURGERY: GYNAE & ORTHO PACKAGES
GASTROENTEROLOGICAL SOLUTIONS INCLUDING LAPAROSCOPIC HERNIA SURGERY

ONE STOP ANSWER
FOR ALL YOUR DENTAL & EYE PROBLEMS

END TO END SOLUTION FOR DIABETIC
NEEDS INCLUDING DIABETIC FOOT CARE

GD HOSPITAL
& DIABETES INSTITUTE
CARE FOR LIFE

AN ISO 9001: 2015 CERTIFIED HOSPITAL

139A, LENIN SARANI, KOLKATA - 700 013 033 6687 6687

পতাকা
চা

আমারই মতো
আমার
পতাকা

গজব কা স্বাদ

Printed and Published by Syed Ruhul Amin on Behalf of 'The Voice of Wadi', Pratappur Darbar Sharif, Panskura, Purba Medinipur, Pin-721151,
Editor : **Syed Ruhul Amin**, Ph.:+91 3228 252234, Telefax: +91 3224 254278. Email: thevoiceofwadi@gmail,com

Vol: 8 Issue:06, DL No.76, RNI No.WBBEN/2014/56111